Contents

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
(রহিমাহুল্লাহ)

তাজরীদ

আবূ উবাইদাহ মাশহুর ইবনু
হাসান আল-সালমান

سلسلة الاحاديث الصحيحة

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্

(৫০১ থেকে ১০০০ হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

তাজরীদ

আবূ উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল-সালমান

প্রকাশনায়

আতিফা পাবলিকেশন্স

(একটি ইসলামি সৃজনশীল প্রকাশনা)

Contents

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (দ্বিতীয় খণ্ড)

(৫০১ থেকে ১০০০ হাদীস পর্যন্ত)

মূলঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

তাজরীদঃ আবু উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল-সালমান

প্রকাশনায়

আতিফা পাবলিকেশন্স

১১, ১১/১, ইসলামি টাওয়ার (৪র্থ তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা), (জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পার্শ্বে), বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোনঃ ০১৭ ৪৫৬ ৩৯৫ ৮৮

কলকাতার পরিবেশক

হাতেম বুক ডিপো

বালুপুর, সুজাপুর, মালদহ, ফোনঃ ৮৯৭২০৬৮৬৮৯

মূল্য : ৩০০.০০ (তিন শত টাকা)

মুদ্রণ : নিটোল প্রিন্টার্স, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা

ISBN No. 978-984-8947-05-0

তাজরীদকারক-এর ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له۔

এটি একটি খুবই উপকারী কিতাব। আমাদের শাইখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন ইবনু নূহ আননাজাতি আল-আলবানী রহিমাহুল্লাহু তা'আলা রহমাতান ওয়াসিআতান-এর "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর সকল হাদীসের পূর্ণাঙ্গ মত্ন এ কিতাবে একত্রিত করেছি। "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর সূচিপত্রে শাইখ রহিমাহুল্লাহ অধ্যায়গুলো যে ধারাক্রমে সাজিয়েছিলেন, আমি অধ্যায়গুলো সেভাবেই রেখেছি। যেন ইলমে হাদীসের অনভিজ্ঞদের জন্য তা পাঠ করা ও চিন্তা-গবেষণা করা সহজ হয় এবং আলোচক, খাতিব ও বক্তাগণের জন্য তা সম্বল হয়ে যায়। কারণ, দীর্ঘ তাখরীজ বিবর্জিত শুধু হাদীসের মতনগুলো উল্লেখ করার দরুন এর পাঠকগণ দ্রুত সময়ে ও সহজে তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

হাদীসসমূহ যে সকল অধ্যায়ের অধীনে আনা হয়েছে তা হলো এরূপ: (১) উত্তম চরিত্র, অনুকম্পা ও (আত্মীয়তার) সম্পর্ক প্রসঙ্গ; (২) সৌজন্যতা ও অনুমতি প্রার্থনা; (৩) আমাল ও সালাত; (৪) কুরবানী, যাবাহ, খাবার-পানীয়, আকীকাহ ও পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন; (৫) ঈমান, তাওহীদ, ধর্ম ও ভাগ্য; (৬) শপথ, মান্নত ও কাফ্ফারা প্রসঙ্গ; (৭) ক্রয়-বিক্রয়, উপার্জন ও দুনিয়া বৈরাগ্যতা প্রসঙ্গ; (৮) তাওবাহ্, উপদেশ-নসীহত; (৯) জান্নাত ও জাহান্নাম; (১০) হাজ্জ ও উমরাহ্; (১১) দণ্ডবিধি কায়-কারবার ও বিধানাবলী; (১২) খিলাফাত, বাইআত, আনুগত্য ও শাসন ব্যবস্থা; (১৩) যাকাত, দানশীলতা, সাদাকাহ ও দান প্রসঙ্গ; (১৪) বিবাহ, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা, সন্তানদের সৌজন্যতা শিক্ষা দান, তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুন্দর নাম রাখা প্রসঙ্গে; (১৫)

সফর, জিহাদ, গযওয়া ও প্রাণিদের উপর দয়া প্রদর্শন; (১৬) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-চরিত হুলিয়া মুবারাক প্রসঙ্গ; (১৭) সিয়াম ও কিয়াম; (১৮) চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা; (১৯) পবিত্রতা ও উযূ; (২০) ইল্‌ম, সুন্নাত ও হাদীসে নাববী; (২১) বিপর্যয় তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ; কিয়ামাতের লক্ষণ ও পুনরুত্থান; (২২) কুরআনের ফাযীলাত, দু'আ, জিকির-আজকার ও মন্ত্র; (২৩) পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা (ক্রীড়া-কৌতুক) ও চিত্র প্রসঙ্গ; (২৪) পৃথিবীর সূচনা, নাবীগণ ও সৃষ্টিকূলের আশ্চর্য রহস্যাবলী; (২৫) অসুস্থতা, জানাযা ও কবর প্রসঙ্গ; (২৬) মাহাত্ম্য ও কদার্যতা প্রসঙ্গ; (২৭) ওয়াজ ও উপদেশ; (২৮) বিবিধ।

হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে আমার তাজরীদ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হয়েছে–

১. হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছি এবং পাওয়া যাওয়ার শর্তে হাদীস বর্ণনার কারণও উল্লেখ করেছি।

২. আমি শুধু হাদীসের মতনই উল্লেখ করেছি আর "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর মধ্যে কোথায় হাদীসটি পাওয়া গিয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। সানাদ ও আবিষ্কারের সম্ভাব্য স্থানের বিষয় সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করিনি।

৩. আমি অনেক হাদীস এরূপ পেয়েছি যেগুলো বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রকারের হাদীসের ব্যাপারে আমরা দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। আর তা হচ্ছে–

   ক. যদি আমরা একই মাখরাজ তথা উভয় হাদীসের মূলগ্রন্থ একই পাই; শব্দগুলোও একই ধরনের হয় আবার অর্থ একই থাকে; তবে আমরা একবারই মাত্র হাদীসটি উল্লেখ করতে যথেষ্ট মনে করেছি এবং উভয়টির নম্বর বন্ধনীর এ প্রকারের হাদীস কমসংখ্যক এসেছে। আমরা দু'বারের অধিক এমন পাইনি। দেখুন– ১২৪ ও ১৯১৩ নং হাদীস দ্বয়ে মধ্যে উল্লেখ করেছি। যেমন– আপনারা নিম্নের নাম্বারসমূহে লক্ষ্য করবেন: ২৫, ২৯৫, ৪২৯, ৫৩৭, ৫৮৫, ৭২৪, ৭৪৭, ৭৭২, ৮৮১, ৮৩৪, ১৪২৩, ১৪২৯, ২১২৮, ৩০৭৮, ৩২৩২ ও ৩৫৮১।

খ. যদি আমরা মাখরাজ বিভিন্ন পাই এবং শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা দেখি যদিও তা খুবই সহজে অল্প শব্দের মধ্যে পার্থক্য হওয়া দ্বারা হোক না কেন, আমরা উভয় স্থানে তা বহাল রেখেছি। যেমনঃ আপনি নিম্নের নম্বরসমূহে লক্ষ্য করবেনঃ ১৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৬৭, ৬৬৬, ৬৭১, ৬৬৯, ৬৭৭, ৬৯৪, ৭০০, ৭৯৭, ৮১০, ১০০১, ১১৩৮, ১৫৮৫, ১৫৮৬।

কিছু কিছু স্থানে শাইখ এ তাকরার তথা দ্বিরুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি ঐ নম্বরে এরূপ বলেছে- (৬৭৭ এ কিতাবের নম্বরে)।

এ বিষয়টি আমরা হাদীসের তাখরীজের পর জেনিছি যে, তা তাখরীজকৃত ও "পঞ্চম খণ্ডে" এই "সিলসিলা" ২০৮৪ নং হতে লেখা হয়েছে।

আমি বলব, আমরা প্রথম পদ্ধতির অধীনে পূর্বে নম্বরসহ যা উল্লেখ করেছি তা এ প্রকার অবহিত করণ হতে উত্তম ও উপযুক্ত পন্থা। আল্লাহই পথপ্রদর্শক ও ক্ষমতাদাতা।

৪. অধিকাংশ অধ্যায়ে শাইখ হাদীস চয়নে যে দ্বিরুক্তি করেছেন তা আমরা যথাযথভাবে বহাল রেখেছি। শাইখ রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাসের বিপরীত সপ্তম খণ্ডে অধিকহারে এ রকম হয়েছে যে, তা উল্লিখিত সূচির পাঠে সামঞ্জস্য গঠনে অক্ষম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমি প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর উপরই হাদীসটি উক্ত অধ্যায়ে রেখে দিয়েছি। যেমন এ কিতাবের ২৬৮৩ নং হাদীস সূচিতে তা (المرض والجنائز) ও (الفتن) অধ্যায়ে আছে এক্ষেত্রে আমি শুধু (الفتن) অধ্যায়েই এনেছি। কারণ (المرض) এর সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। তবে المواعظ والرقائق এর অধ্যায়ে পুনরুল্লেখ করা হত তবে ভাল হত। এ ব্যাপারে ও এর পূর্বের বিষয়ের সম্পর্কে অবহিত হতে হবে যে, এ কিতাবে যে নম্বরসমূহ এসেছে তা "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর অপর নম্বরের সাথে সামঞ্জস্য থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। বিষয়টির গুরুত্ব এ কারণে হয়েছে যে,

৫. আমি যখন শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছি এবং তা এককভাবে হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্বস্থানে সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি। তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে তিনি যা কিছু বুঝিয়েছেন এবং আমরা তাঁর নিকট থেকে শুনেছি এসব গুলোকেই এ বক্তব্যটি অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি যেসকল বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেগুলো "সিলসিলা আয্যঈফা"র মধ্যে থাকায় কিংবা তাঁর ইলমী মাজলিসের প্রসিদ্ধির দরুন ছাপা হয়নি।

এ নম্বরের টীকাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন: ৩৫, ১২৩৮, ১২৪১, ১৩০৩, ১৮৬৯, ২৩৬১, ২৪০৫, ২৪২১, ২৯৬৬, ৩১৩৭, ৩৪৭৮।

এ কিতাবে আমি এক হাদীস পেয়েছি তা হুবহু 'যঈফুত তারগীবে' রয়েছে। এর হুকুম সম্বন্ধে শাইখের রায়-দ্বয়ের শেষ রায়টি জানি না। ফলে অবহিত কারণপূর্বক তা আপন অবস্থায় বহাল রেখেছি। দেখুন- ২০২/ক নম্বরে।

৬. "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্" যা সাত খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে তার সকল হাদীসের মতনকে এ কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ঐসকল হাদীসের মধ্যে যা মাওকূফ সূত্র আছে তা মারফূ-এর হুকুম রাখে (লক্ষ্য করুন- ৪৭১, ২৬৬৫, ৩১৯৫ নম্বরে)। আর যেটির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে মারফূ-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়নি (দেখুন- ১৬০৪ নম্বর)।

৭. হাদীসসমূহের শব্দাবলী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছি। অনেক সময় শাইখ যে সকল উৎসগ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন সে উৎসসমূহের প্রতি আমি দৃষ্টি রেখেছি। একপর্যায়ে বিষয়টি সঠিক রয়েছে আবার বিচ্যুতিও প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা সংযোজন করেছি কিংবা অবহিত করেছি সে ব্যাপারে আমি স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছি। যেমন আপনি- ৫০৮, ২৩৩৮, ৩১১৭, ৩১৩৫, ৩২৯৮, ৩৫৯৭, ৩৬৫৯ ইত্যাদিতে দেখতে পাবেন।

৮. "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-তে আমি কিছু হাদীস পেয়েছি যার সামঞ্জস্যে অধ্যায় গঠন করা হয়নি (হাদীসগুলোকে

নির্দিষ্ট কোন সূচিতে একত্রিকরণ করা হয়নি)। অধ্যয়নের পর আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর কতিপয় আয্-যঈফাতেও এসেছে। আমি আয্-যঈফার অধ্যায়ের অধীনেই রেখেছি এবং এ ব্যাপারে অবহিত করেছি। কতিপয় দ্বিরুক্তি হয়েছে যার তাখরীজ পূর্বে উল্লেখ রয়েছে। তা আমি প্রথম স্থানেই রেখেছি (দেখুন– ২১৫, ২১৬)।

৯. "সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্"-এর প্রথম সংস্করণ হতে শাইখ রহিমাহুল্লাহু যেসকল হাদীস বিলোপ করেছেন আমিও তা বিলোপ করেছি। তবে শাইখের এগুলো থেকে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টি অবহিত করিনি।

পরিশেষে মাকতাবাহ আল মাআরিফ-এর স্বত্বাধিকারী শাইখ সা'দ আর রশিদ আল্লাহ তাঁকে হিফাজাত করুন এ ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত। তাঁর আহ্বানে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। এ কিতাবের ব্যাপারে এতটুকুই আমার চেষ্টা। যদি আমি এতে সঠিকতায় পৌঁছে থাকি তবে তা আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা। যদি এর বিপরীত হয় তবে তা আমার নিজের পক্ষ হতে ও শাইত্বানের পক্ষ হতে। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

বিনয়বানত

আবূ উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল সালমান

৮ই সফর, ১৪২৪ হিজরী

অনুবাদ সম্পর্কিত বক্তব্য

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد:

যখন ইসলামের দাওয়াত আরম্ভ হয়, তখন এ দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা ছিল যে, এ পথের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দিকনির্দেশনা আসে তা গ্রহণ করা। আর যা করতে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকল তখন এ মূলনীতিটি বারংবার নানাভাবে লোকদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে–

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র অনুসরণ করো আর তাঁর রাসূলের অনুসরণ করো। তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"
(সূরাঃ মুহাম্মাদ– ৩৩)

যতদিন পর্যন্ত উম্মত এ মূলনীতির উপর অটল ছিল; ততদিন কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদলেহন করেছে। কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের নানা দল তৈরি হয়েছে– যারা আক্বীদা, বিধি-বিধান, মূলনীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের নিক্তিতে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছে। ফলত এর ফলাফল হলো, উম্মতগণের পশ্চাদমুখীতা।

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ-এর অতি উপযুক্ত সমাধান দিয়েছেন এ বলে:

لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح اولها

অর্থাৎ, "পূর্ববর্তী উম্মাতগণ যে মতালম্বনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো পরিশুদ্ধ হতে সক্ষম নয়।"

অর্থাৎ, নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখজনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের উক্ত বিষবাষ্প আজও গ্রাস করে রেখেছে। আর তারা এর অনুসরণে পিছপা হচ্ছে। এরও সমাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে গেছেন।

উম্মতের সংশোধনের মূল হাতিয়ারই হচ্ছে একচেটিয়া কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। তবে খুশির বিষয় হল এই যে, বিংশ শতাব্দীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তা করার তাওফীক লাভ করেন।

সম্মানিত পাঠককে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবসমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে উপকৃত হওয়া সম্ভব এবং এর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর লেখনীসমূহ হতে বিশাল জনগোষ্ঠি হিদায়াতের সন্ধান পেয়েছে। আর আমরা সেসকল হিদায়াতপ্রাপ্ত ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এ পুস্তক

- অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা কোন হাদীস বাদ দেই নি।
- সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছি।
- সাধারণদের কথা চিন্তা করে পুরো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।
- তাজরীদকারক হচ্ছেন, শাইখের যোগ্যতম উত্তরসূরী। সুতরাং পুস্তকটি শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সর্বশেষ রায়ের অনুলিপী।
- মূলতঃ বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলো তাজরীদকারক একত্রিত করেছেন বিধায় মূল সহীহার সাথে এর ক্রমিক নম্বর না মিললেও হাদীসের শেষে "আস্-সহীহাহ্" লিখে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে সম্মানিত পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারেন যে, মূল সহীহার হাদীস নম্বর কত।
- হাদীসের তাখরীজের ক্ষেত্রে শাইখ আলবানী (র) নিজেই কোন কোন হাদীসকে সরাসরি যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে শাওয়াহেদ বা মুতাবায়াতের ভিত্তিতে সেই হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বা সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। –আর আমরাও অনুবাদের ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁরই অনুসরণ করেছি।
- রেফারেন্স (হাওয়ালা) উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এদেশীয় কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেছি।
- খুব শীঘ্রই পুরো সেট পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হবে– ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বলতে চাই, বিগত দুই বৎসর পূর্বে পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতা ও বিবিধ দুর্বলতার কারণে পুস্তক প্রকাশে বিলম্বিত হয়েছে। তবে বরকতময় কিতাবটি শত অযোগত্য ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। –ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খণ্ডগুলো ধারাবাহিক প্রকাশ পেতে থাকবে। তবে পাঠক সমাজে নিবেদন, যেকোন প্রকার ভুল ও অযোগ্যতাগুলো আমাদের জানিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধিত আকারে মূদ্রিত হবে।

বিনীত

আতিফা পাবলিকেশন্স-এর অনুবাদক পরিষদ কর্তৃক অনূদীত

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাঁচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাকে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুরো নাম, আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণেই তিনি 'আলবানী' নামে অভিহিত হন।

তাঁর পিতার নাম, নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী 'আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরাত করেন।

শাইখ আলবানী দামিশ্কের একটি মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত 'আল-মানার' এর একটি সংখ্যায় ইমাম গায্যালী রহিমাহুল্লাহ-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমের সামনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীক দান করেছেন এবং তাঁর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেনঃ "আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখিয়েছেন।"

যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই পুস্তক প্রণয়নের কাজে অতিবাহিত করতেন। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– (ক) সিলসিলাতুল আহা-দীসিস সহীহাহ্; (খ) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ্ ওয়াল মাউযূ'আহ; (গ) ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানা-রিস সাবীল; (ঘ) মুখতাসার সহীহ্ মুসলিম লিল মুনযিরী; (ঙ) মুখতাসার সহীহুল বুখারী; (চ) সহীহ্ সুনানে আবী দাঊদ; (ছ) যঈফ সুনানে আবী দাঊদ; (জ) সহীহ্ তিরমিযী; (ঝ) যঈফ তিরমিযী; (ঞ) সহীহ্ সুনানে নাসাঈ; (ট) যঈফ সুনানে নাসাঈ; (ঠ) সহীহ্ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ড) যঈফ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ঢ) সহীহ্ জামিউস সগীর; (ণ) যঈফ জামিউস সগীর; (ত) সহীহ্ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব; (থ) সহীহ্ আদাবুল মুফরাদ; (দ) যঈফ আদাবুল মুফরাদ; (ধ) তাহ্ক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ (ন) আদাবুয যিফাফ; (প) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা; (ফ) সিফাতু সালাতিন্ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; (ব) সালাতুত তারাবীহ; (ভ) কিস্সাতুল মাসীহিদ্ দাজ্জাল; (ম) হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমাহ্; (য) হাজ্জাতুন্ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; (র) আল ইস্রা ওয়াল মি'রাজ; (ল) রাওযুন নাযীর; (শ) তা'লীকুর রাগীব; (ষ) রিসালাহ বিদ'আত ইত্যাদি।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে বলতে গিয়ে শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায তাঁকে "যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস" নামে অভিহিত করেছেন।

ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন আন্‌নাদওয়াতুল 'আ-লামিয়্যাহ লিশ্‌শাবা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ড. মানি' ইবনু হাম্মাদ আল্‌জুহানী বলেন, "আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নিচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীসবিশারদ আর কেউ নেই।"

ড. সুহায়িব হাসান বলেন, "আলবানী বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মু'জিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।"

১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন)।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর এই অবদানের কারণে বিশ্ববাসী তাঁকে চিরস্মরণে রাখবেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন– আমীন।

কিছু নির্দেশিকা

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। (ক) সহীহ্; (খ) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার। যথাঃ

ক. সহীহ্ লিযাতিহীঃ যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'য ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ্ বা সহীহ্ লিযাতিহী। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ্ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

খ. হাসান লিযাতিহীঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ্ হাদীসের অবশিষ্ট চরটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিযাতিহী হাদীস বলা হয়।

গ. সহীহ্ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ্)ঃ যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ্ লিগাইরিহী বলা হয়।

ঘ. হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান)ঃ অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলতঃ দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিযাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মধ্যে) সহীহ্ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

হাদীস প্রধানত দু'টি কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। (ক) সানাদ থেকে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া। (খ) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দ্বীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

ক. **মু'আল্লাক:** যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

খ. **মুনকাতি:** হাদীসের সানাদের যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।

গ. **মুরসাল:** যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারে, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারে– ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তা

অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাক্‌র রাযী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ বাযী বর্ণনা করেছেন– কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না– এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

ঘ. **মু'দালঃ** হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

ঙ. **মুদাল্লাসঃ** সানাদের ত্রুটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ, বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শাইখের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ্ শাইখের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদ্‌লীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

চ. **শা'যঃ** একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ্ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

ছ. **মা'রুফঃ** যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।

জ. **মুনকারঃ** মা'রুফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিযুক্ত।

ঝ. **মাতরূকঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি মনে তাওবাহ্ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঞ. **মাওযু বা বানোয়াটঃ** যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে। তবে তার হাদীসকে মাওযূ বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ্ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

ট. **মুবহামঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষগুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সাহাবী ব্যতীত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ঠ. **মুদ্‌রাজঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

কতিপয় পরিভাষা

ক. **মুতাওয়াতির:** মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

খ. **খবরু ওয়াহিদ:** আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। খবরু ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার। যথা:

১. **মাশহূর:** আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

২. **'আযীয:** সেই হাদীসকে বলা হয়; যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু'জন করে বর্ণনাকারী রয়েছেন।

৩. **গরীব:** যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজন বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

গ. **মারফূ':** রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস

ঘ. **মাওকূফ:** সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকূফ'।

ঙ. **মাক্বতূ:** তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

চ. **মুত্তাসিল:** যে মারফূ বা মাওকূফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

ছ. **মাহ্‌ফূয:** যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে 'মাহ্‌ফূয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

জ. **মাজহুলঃ** যে বর্ণনাকারীর সত্তা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহুল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ঝ. **জাহালাতঃ** যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্তা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

ঞ. **তাবে'ঃ** তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

ট. **শাহেদঃ** শাহেদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সাহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

ঠ. **মুতাবা'আতঃ** হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। মুতাবা'য়াত আবার দুই প্রকার।

১. **মুতাবা'আত তাম্মাহ্ঃ** যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'আত তাম্মাহ' বলা হয়।

২. **মুতাবা'আত কাসিরাহ্ঃ** যে সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াত কাসিরাহ' বলা হয়।

ড. **মুসাহ্হাফঃ** আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে। পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয়, শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে

তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজি হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এ পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তি নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নোকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

ঢ. **মুসনাদঃ** যে হাদীসের সানাদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'

ণ. **সহীহ্ঃ** যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ্ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ্ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

ত. **হাসানঃ** যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ত্রুটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

অধ্যায় সূচি

আমাদের প্রদত্ত হাদীস নং	হাদীস	শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)-এর হাদীস নম্বর
৫০১	إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت (محجن) সলাত আদায় করে থাকলেও যখন (মাসজিদে) আসবে লোকদের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করে নিবে।	১৩৩৭
৫০২	إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل (ابن عمر) তথা দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে পড়ে নেয়।	১৩৭০
৫০৩	إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل (أبو هريرة) মুসলমান যখন মাসজিদের দিকে রওনা হয় সে তার ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত	১০৬৩
৫০৪	إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا (زينب الثقفية) নারীদের কেউ যদি মাসজিদে গমন করে তবে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।	১০৯৪
৫০৫	إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من (أبو هريرة) মহিলা যখন মাসজিদে গমন করে তখন সে যেন সুগন্ধি থেকে শরীরকে পবিত্র করে নেয়	১০৩১
৫০৬	إذا خَلصَ المؤمنونَ من النار وأَمِنُوا (أبو سعيد الخدری) মুমিনদের যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা ঈমান আনবে।	৩০৫৪
৫০৭	إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع (ابن الزبير) কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে এবং লোকদেরকে রুকূ অবস্থায় পায়। তাহলে প্রবেশের সময়ই যেন সে রুকু করে।	২২৯
৫০৮	إذا راحَ أحدُكم إلى الجُمعةِ؛ فليغتسل (عمر) তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর উদ্দেশ্যে রওনা করে সে যেন গোসল করে নেয়।	৩৯৭১
৫০৯	إذا سمعت النداء، فأجب داعي الله عز وجل (كعب بن عجرة) আযান শুনলে মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিবে।	১৩৫৪
৫১০	إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول (معاذ) সলাতের জন্য ডাকতে শুনবে তখন সে (মুয়াজ্জিন) যেরূপ বলবে তোমরাও অনুরূপ বল।	১৩২৮
৫১১	إذا سها أحدكم فى صلاته، فلم يدر واحدة (عبد الرحمن بن عوف) তোমাদের কেউ যখন সলাতে ভুল করে যে, এক রাকাত পড়েছে না দুই রাকাত	১৩৫৬

আমাদের প্রদত্ত হাদীস নং	হাদীস	শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)-এর হাদীস নম্বর
৫১২	إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها (جبير بن مطعم) তোমাদের কেউ যখন (তার) সামনে 'সুতরা' (মুসল্লীর সামনে স্থাপিত লাঠি) রেখে সলাত আদায় করে তাহলে সে যেন তার নিকটে দাঁড়ায়	১৩৮৬
৫১৩	إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصل بعدها شيئا (عصمة بن مالك الخطمي) তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সলাত আদায় করে তবে সে যেন	১৩২৯
৫১৪	إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى (أبو سعيد) তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে এবং সে জানে না যে সে কিভাবে সলাত আদায় করেছে তবে সে যেন বসাবস্থায় দুটি সিজদা করে।	১৩৬২
৫১৫	إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه (ابن عمر) তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে তখন সে যেন তার দুটি পোশাক পরিধান করে	১৩৬৯
৫১৬	إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا (معاوية) ইমাম বসে সলাত আদায় করলে তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে।	১৩৬৩
৫১৭	إذا صلوا على جنازة و أثنوا خيرا (الربيع بنت معوذ) তোমরা যখন জানাযার সলাত আদায় কর এবং (মাইয়্যিতের) ভালো প্রশংসা কর	১৩৬৪
৫১৮	إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع (صفوان بن المعطل السلمي) সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাক।	১৩৭১
৫১৯	إذا صليت فلا تبصق بين يديك (طارق بن عبد الله) তুমি যখন সলাত আদায় কর তখন তুমি তোমার সম্মুখে এবং ডানে থুথু ফেলবে না।	১২২৩
৫২০	إذا قامَ أحدُكم إلى الصَّلاةِ؛ فلا يبصق أمامَه (ابو هريرة) তোমাদের কেউ যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে যেন তার সম্মুখে থুথু না ফেলে।	৩৯৭৪

Contents

Contents

৫৩১	إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء (أنس) যখন সলাতের আযান দেয়া হয় তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়	১৪১৩
৫৩২	إذا وجد أحدكم و هو في صلاته ريحا فلينصرف (ابن عمر) তোমাদের কারোর সলাতে বায়ু বের হলে সে যেন সলাত ছেড়ে দেয়	১৪১৪
৫৩৩	إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا (ابن مغفل المزني) ইমামকে তোমরা সেজদারত পেলে তোমরাও (তার সঙ্গে) সেজদা কর।	১১৮৮
৫৩৪	اذهبوا بهذا الماء . فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا (طلق) এলাকার পাদ্রীটি 'তাঈ' গোত্রের ছিল আমরা সেখানে সলাতের আযান দিলাম। (আযান শুনে) পাদ্রী বলল, (এটা) সত্য আহ্বান।	১৪৩০
৫৩৪	فأمدوه من الماء (طلق) এবং ঐ স্থানে এই পানি ছিটিয়ে দিবে।	১৪৩০
৫৩৫	أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري، يغتسل منه (عثمان) পানি যেমনিভাবে ময়লা পরিষ্কার করে দেয় তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পাপরাশীকে মিটিয়ে দেয়।	১৬১৪
৫৩৬	أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر (أبو صالح) যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) সওয়াবের দিক থেকে তাহাজ্জুদের সালাতের ন্যায়।	১৪৩১
৫৩৭	اركع ركعتين و لا تعودن لمثل هذا (جابر بن عبد الله) দু'রাকাত সলাত আদায় করে নাও। আর কখনোও এমনটি করবে না।	৪৬৬, ২৮৯৩
৫৩৮	استتروا في صلاتكم و لو بسهم (سبرة بن معبد) তীরের ফলা দ্বারা হলেও তোমরা তোমাদের সলাতে নিজেদেরকে আবৃত করে রাখ।	২৭৮৩
৫৩৯	أشفع الأذان و أوتر الإقامة (جابر) আযান জোড়া জোড়া এবং ইক্বামাত বিজোড় (করে দিবে)	১২৭৬
৫৪০	أصلاتان معا (أبو هريرة) একসঙ্গে দু' সলাত আদায় করছো?	২৫৮৮
৫৪১	اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش (مكحول) তোমরা (শত্রু দলের) সৈন্যের সাক্ষাৎ, সলাতের ইকামাত এবং বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ কবূল হওয়ার আশা কর।	১৪৬৯

Contents

৫৪২	اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها (أبو أمامة) স্মরণ রেখ, তুমি যে সিজদা কর প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বুলন্দ করেন	১৪৮৮
৫৪৩	اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن لم (ابن عباس) জুমু'আর দিন গোসল কর, তোমাদের মাথা ধৌত কর যদিও তোমরা পবিত্র না হও	৩৫১০
৫৪৪	افترض الله على عباده صلوات خمسا (أنس) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত সলাত ফরজ করেছেন?	২৭৯৪
৫৪৪	إن صدق ليدخلن الجنة (أنس) 'সে যদি সত্য বলে থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতী'।	২৭৯৪
৫৪৫	أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم (ابن عمر) আল্লাহর নিকট সকল সলাতের মাঝে সর্বোত্তম সলাত হলো,	১৫৬৬
৫৪৬	اقرءوا المعوذات في دبر كل صلاة (عقبة) প্রত্যেক সলাতের পর 'মুআববাযাত' (সূরা নাস ও সূরা ফালাক) পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।	৬৪৫
৫৪৭	أقيموا الصفَّ في الصّلاة؛ فإن إقامةَ الصفِّ من (أبو هريرة) তোমরা কাতার সোজা কর; (কেননা) সারি সোজা করা	৩৯৯৪
৫৪৮	أقيموا الصفوف، فإنما تصفون كصفوف الملائكة (أبي شجرة) তোমরা কাতার সোজা করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে যেভাবে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।	৭৪৩
৫৪৯	ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا (أبو هريرة) এর চেয়ে অধিক দ্রুত শত্রুসেনা পর্যুদস্ত ও বিপুল গনীমত সামগ্রী লাভ করার উত্তম পন্থা আমি কি বলে দেব?	২৫৩১
৫৫০	ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم (أبو ذر) প্রত্যেক সলাতের পর তোমরা 'আলহামদুলিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ৩৩ বার ৩৩ বার এবং ৩৪ বার করে।	১১২৫
৫৫১	ألا أخبركم بصلاة المنافق أن يؤخر العصر (رافع بن خديج) 'আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকের সলাত সম্পর্কে সংবাদ দেবো না'? (মুনাফিকের সলাত হলো) আসরের সলাত বিলম্ব করতে থাকা	১৭৪৫

Contents

৫৬২	إن الله و ملائكته يصلون على الذين يصلون (عائشة) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'	২২৩৪
৫৬৩	إن الله و ملائكته يصلون على الذين يصلون (عائشة) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা কাতার মিলিয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন	২৫৩২
৫৬৪	إن أول منسك (و في رواية: نسك) يومكم (البراء) নিশ্চয়ই তোমাদের আজকের এ দিনের সর্বপ্রথম ইবাদত হলো এ সলাত।	১৬৭৮
৫৬৫	إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها (أبي موسى الأشعري) আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে দিনসমূহকে তার নিজ নিজ অবস্থার উপর পুনরুত্থিত করবেন।	৭০৬
৫৬৬	إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا (جابر بن عبد الله) নিশ্চয়ই উষ্ট্রবাহনকে যে অভিমুখে আরোহণ করা হয় তার মাঝে সর্বোত্তম হলো, আমার মাসজিদ	১৬৪৮
৫৬৭	إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله إليه بوجهه (حذيفة) কোন ব্যক্তি যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ তার চেহারা বরাবর হন	১৫৯৬
৫৬৮	إن الرجل ليصلي ستين سنة و ما تقبل له صلاة (أبو هريرة) একজন লোক ৬০ বছর সলাত আদায় করে কিন্তু তার কোন সলাত কবূল করা হয় না।	২৫৩৫
৫৬৯	إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على (أبي واقد الليثي) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন, লোকদের উপর অধিকতর সলাত হালকাকারী	২০৫৬
৫৭০	إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر (الزهري) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন (সলাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে) বের হতেন এবং সলাতের স্থানে আসা পর্যন্ত এবং সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতেন।	১৭১
৫৭১	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن و حمل اللحم (وابصة) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তিনি সলাতের স্থানে একটি খুঁটি বানিয়ে নেন। যাতে তিনি ভর দিতেন।	৩১৯

Contents

৫৭১	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن و حمل اللحم (أم قيس بنت محصن) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তিনি সলাতের স্থানে একটি খুঁটি বানিয়ে নেন। যাতে তিনি ভর দিতেন।	৩১৯
৫৭২	إن الشيطانَ إذا سمعَ النِّداء بالصَّلاة؛ ذهبَ (جابر) শাইতান যখন সলাতের আযান শোনে তখন সে মাদীনা থেকে রওহা পর্যন্ত চলে যায়।	৩৫০৬
৫৭৩	إنَّ الشيطانَ قَدْ خَلَفَكَ فى أهلكَ (قَتادة بن النعمان) তোমার অনুপস্থিতিতে শাইতান তোমার পরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।	৩০৩৬
৫৭৩	ما لك يا قتادة! ههنا هذه الساعة؟ (قَتادة بن النعمان) কাতাদাহ কি খবর এখানে এ সময়ে?	৩০৩৬
৫৭৪	إنّ عبدالله رجلٌ صالحٌ؛ لو كان يكثرُ الصلاة (ابن عمر) আব্দুল্লাহ নেককার লোক, যদি সে রাতে বেশি বেশি সলাত আদায় করত।	৩৫৩৩
৫৭৫	إن العبد إذا قام للصلاة أتى بذنوبه كلها (ابن عمر) বান্দা যখন সলাতে দাঁড়ায় তার সমস্ত গুনাহ এনে তার কাঁধের উপর রেখে দেয়।	১৩৯৮
৫৭৬	إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه (علي) বান্দা যখন সলাত আদায় করতে দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তার পিছনে এসে কুরআন শুনতে থাকে	১২১৩
৫৭৭	إن للصلاة أولا و آخرا ، و إن أول وقت صلاة (أبو هريرة) সলাতের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। যুহরের সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার থেকে	১৬৯৬
৫৭৮	إنّ للمساجدِ أوتاداً. الملائكةُ جلساؤُهم (أبو هريرة) যারা সর্বদা মাসজিদে গমনাগমন করে, তারা পেরেকস্বরূপ। ফেরেশতাকূল হলেন তাদের সভাসদ।	৩৪০১
৫৭৮	جليسُ المسجدِ على ثلاثِ خصالٍ: أخٍ مستفادٍ (أبو هريرة) মাসজিদে উপবেশনকারীর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে	৩৪০১
৫৭৯	إنّ المسلمَ يصلي وخطاياهُ مرفوعةٌ على رأسِه (سلمان الفارسي) সালাত আদায়কারী মুসলিম ব্যক্তি যখন সিজদা করে তখন তার পাপরাশি মাথার উপর দিয়ে চলে যায়,	৩৪০২

Contents

৫৮০	إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه (أبو هريرة) মুসল্লী তার সলাতে তার রবের সঙ্গে সংগোপনে কথা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, তার সঙ্গে কোন জিনিসের সংলাপ করছে	১৬০৩
৫৮০	إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه (عائشة) মুসল্লী তার সলাতে তার রবের সঙ্গে সংগোপনে কথা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, তার সঙ্গে কোন জিনিসের সংলাপ করছে	১৬০৩
৫৮১	إن هذا السفر جهد و ثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع (ثوبان) নিশ্চয়ই এ সফর কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কেউ যখন বিতির পড়বে তখন দুই রাকাত (নফল) পড়ে নিবে।	১৯৯৩
৫৮২	إنّ هذه الصّلاة عرضت على من كان قبلكم (أبو بصرة الغفارى) এই সলাত তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল। তবে তারা তা ধ্বংস করে ফেলেছিল।	৩৫৪৯
৫৮৩	إن اليهود ليحسدونكم على السلام و التأمين (أنس) ইহুদীরা তোমাদের অন্য কিছুতে এতোটা হিংসা করে না যতটা না হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলাতে।	৬৯২
৫৮৪	إنا كنا نرد السلام في صلاتنا، فنهينا عن ذلك (أبو سعيد الخدري) আমরা পূর্বে সলাতে (রত অবস্থায়) সালামের উত্তর দিতাম অত:পর তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।	২৯১৭
৫৮৫	إنك لست مثلي إنما جعل قرة عيني في الصلاة (أنس) তুমি তো আমার মতো নও। আমার চোখের শীতলতা সলাতে।	১১০৭, ৩৩২৯
৫৮৬	إنما تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساجد (أبو بصرة جميل بن بصرة) বাহনের উপর চড়ে শুধু তিন মাসজিদের উদ্দেশ্যেই কেবল সফর করা যায়:	৯৯৭
৫৮৭	إنما مثل المهجّر إلى الصلاة: كمثل الذى يُهدي (أبو هريرة) যে ব্যক্তি খুব জলদি জলদি সলাতের উদ্দেশ্যে (মাসজিদে) আগমন করে তাঁর উপমা হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কুরবানীর জন্য উট পাঠায়।	৩৫৭৬

Contents

৫৮৮	إنما الوتر بالليل (الأغر المزني) 'বিতির শুধু রাতেই পড়তে হয়'	৫৮৮
৫৮৯	إنّه سينهاهُ ما يقولُ (أبى هريرة) সে যা বলে নিশ্চয়ই শীঘ্রই এটা তাকে তা থেকে বিরত রাখবে।	৩৪৮২
৫৯০	إنّه ليسَ من مصلٍّ إلا وهو يناجِي ربَّه (رجل من الأنصار) প্রত্যেক সলাত আদায়কারীই (সলাতে) তার রবের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করে।	৩৪০০
৫৯১	إنها تلهيني عن صلاتي، أو قال: تشغلني (عائشة) এ খামীসা (বর্গাকার কালো কাপড়) আমাকে সলাত থেকে অন্যমনস্ক করে দেয়। অথবা তিনি বলেন, আমাকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে দেয়।	২৭১৭
৫৯২	إني صليت صلاة رغبة و رهبة (معاذ بن جبل) আমি উৎসাহ ও ভীতির সলাত আদায় করেছি এবং আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিসের প্রার্থনা করেছি।	১৭২৪
৫৯৩	إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا (أبو موسى) আমার অনেক বয়স হয়েছে সুতরাং আমি রুকু করলে তোমরা রুকু করবে এবং আমি (রুকু থেকে) উঠলে তোমরা উঠবে।	১৭২৫
৫৯৪	أن النبى صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس، و أوتر بسبع (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ রাকাত এবং সাত রাকাত বিতির পড়তেন।	২৯৬১
৫৯৫	أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. (أنس) তোমরা তোমাদের দ্বীনের সর্বপ্রথম হারাবে আমানত এবং সর্বশেষ সলাত।	১৭৩৯
৫৯৬	أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم (عائشة) সর্বপ্রথম দুই দুই রাকাত করে সলাত ফরজ করা হয়। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন	২৮১৪
৫৯৭	أول ما يحاسب به العبد الصلاة (عبد الله) কিয়ামতের দিন মানুষের থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে।	১৭৪৮

Contents

৬০৯	ثلاثة فی ضمان الله عز وجل: رجل خرج (أبی هريرة) তিন প্রকার ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে:	৫৯৮
৬১০	ثلاثة لا يقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء (أنس بن مالك) আল্লাহ্ তা'আলা তিন দল লোকের সলাত কবূল করেন না,	৬৫০
৬১১	جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فی مسجدنا بـ (قباء)، فجئت (عبد الله بن أبی حبيبة) একদিন আমাদের মাসজিদ কুবাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন।	২৯৪১
৬১২	جعل قرة عينی فی الصلاة (أنس بن مالك) আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে।	১৮০৯
৬১৩	جُعلَت قُرَّةُ عَينی فی الصَّلاةِ (المغيرة بن شعبة) আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে।	৩২৯১
৬১৪	الجُمعَةُ إلى الجُمُعةِ كفّارةٌ ما بينهما (أبی هريرة) এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত আদায়কৃত সালাত কাফফারাস্বরূপ	৩৬২৩
৬১৫	حافظ على الصلوات الخمس (فضالة الليثي) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যথাযথভাবে সংরক্ষণ কর।	১৮১৩
৬১৫	حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس (فضالة الليثي) দুই আসরের সলাতের প্রতি যত্নবান হও সূর্যোদয়ের পূর্বের সলাতের প্রতি এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সলাতের প্রতি।	১৮১৩
৬১৬	خذ أيهما شئت (أبی أمامة) দু'জনের যাকে ইচ্ছা তুমি নিয়ে নাও।	১৪২৮
৬১৬	خذ هذا ولا تضربه، فإنی قد رأيته (أبی أمامة) 'একে নাও এবং তাকে প্রহার কর না' কেননা খাইবার থেকে আমরা ফিরার পথে তাকে সলাত আদায় করতে দেখেছি।	১৪২৮
৬১৭	خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلی فيه (ابن عمر) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় সলাতের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন।	১৮৫

৬১৮	خصال ست؛ ما من مُسلم يموتُ في واحدة منهن (عائشة) ছয়টি গুণ এমন; যে কোন মুসলিম এর একটির উপর মারা যাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।	
৬১৯	ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما (أبي هريرة) সামান্য দু'রাকাত সলাত যাকে তোমরা হালকা এবং নফল মনে কর একে ব্যক্তির আমলে বৃদ্ধি করা তোমাদের দুনিয়ার অবশিষ্ট সবকিছু থেকে তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।	১৩৮৮
৬২০	أيكم الذي ركع دون الصف ثم (أبا بكرة) কাতারের বাইরে তোমাদের কে রুকু করেছে এবং (ধীরে ধীরে) কাতারে প্রবেশ করেছে?	২৩০
৬২০	زادك الله حرصا (أبا بكرة)	২৩০
৬২১	سجدتا السهو تجزي في الصلاة (عائشة) সিজদায়ে সাহু (ভুলের কারণে দেয়া দুই সিজদা) সলাতের (সকল) ঘাটতি এবং বৃদ্ধিকে বৈধ করে দেয়।	১৮৮৯
৬২২	شرف المؤمن صلاته بالليل (أبي هريرة) মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব রাতের সলাত	১৯০৩
৬২৩	صلى بنا بالمدينة ثمانيا وسبعا (ابن عباس) মাদীনায় আমাদের সাথে আট রাকাত এবং সাত রাকাত সলাত আদায় করেছেন (আট রাকাত তথা)	২৭৯৫
৬২৪	صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات (عبدالله ابن بحينة) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (কোন) এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করালেন	২৪৫৭
৬২৫	صل صلاة مودع كأنك تراه (ابن عمر) তুমি বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীর ন্যায় সলাত আদায় কর।	১৯১৪
৬২৬	صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (زيد بن أرقم) 'সালাতুল আওয়াবীন' তখনই (আদায় করবে) যখন উটের বাচ্চা রোদে পুড়তে আরম্ভ করে।	১১৬৪

৬২৭	صلاة الليل مثنى مثنى، وجوف الليل (عمرو بن عبسة) রাতের সলাত দুই দুই রাকাত এবং শেষরাতে দু'আ সবচেয়ে বেশি কবূল করা হয়।	১৯১৯
৬২৮	صلاةُ الرّجلِ فی جماعةٍ تزيدُ على صَلاتِهِ (أبی سعيد الخدري) কোনো ব্যক্তির জামাতের সালাত আদায় করা তার একাকী সালাতের তুলনায়	৩৪৭৫
৬২৯	صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله (قباث بن أشيم الليثی) দু'জন ব্যক্তির সলাত যাদের একজন অপরের সলাতের ইমামতি করে এটা আল্লাহর নিকট আট জনের ধারাবাহিক সলাত অপেক্ষা পবিত্রতর।	১৯১২
৬৩০	صلاةُ القاعِدِ على النِّصْفِ مِنْ صلاةِ القائِمِ (عبدالله بن عمر) বসে সালাত আদায়কারীর সাওয়াব দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর সাওয়াবের অর্ধেক।	৩০৩৩
৬৩১	إلى تجارة؟ (الأرقم) ব্যাবসার উদ্দেশ্যে?	২৯০২
৬৩১	أين تريد؟ (الأرقم) কোথায় যাবে?	২৯০২
৬৩১	صلاة هاهنا يريد المدينة (الأرقم)	২৯০২
৬৩২	صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس (أبی أيوب) সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মাগরিবের সলাত আদায় কর।	১৯১৫
৬৩৩	صلوا فی بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها (أنس) তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) সলাত আদায় কর এবং ঘরে নফল সলাত আদায়কে পরিহার করনা।	১৯১০
৬৩৩	صلوا فی بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها (جابر) তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) সলাত আদায় কর এবং ঘরে নফল সলাত আদায়কে পরিহার করনা।	১৯১০
৬৩৪	صلوا فی مراح الغنم وامسحوا رغامها (أبی هريرة) তোমরা ছাগলের গোয়ালঘরে সলাত আদায় কর এবং ছাগলের (গায়ের) ধূলো মুছে দাও	১১২৮

৬৩৫	صلوا قبل المغرب ركعتين (عبد الله المزني) তোমার (সূর্যাস্তের পর) মাগরিবের (সলাতের) পূর্বে দুই রাকাত সলাত আদায় কর।	২৩৩
৬৩৬	صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي (عبد الله بن مسعود) আমি এমনটি করেছি যাতে আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হয়।	২৮৩৭
৬৩৭	رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة (عبد الله بن عمر) আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সলাতে দু'হাতে মাটিতে ভর দিতে দেখেছি।	২৬৭৪
৬৩৮	خفف الصلاة على الناس، حتى وقت (عثمان بن أبي العاص) লোকদের জন্য সলাত সংক্ষেপ করবে	২৯১৯
৬৩৯	دعها عنك - يعني الوسادة- إن استطعت (ابن عمر) মাটিতে সিজদা করতে সক্ষম হলে একে বর্জন কর।	৩২৩
৬৪০	لا، ولكن تصافحوا. يعني لا ينحني لصديقه (أنس بن مالك) না, বরং তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করবে। অর্থাৎ বন্ধুর জন্য ঝুঁকবে না	১৬০
৬৪১	خياركم ألينكم مناكب في الصلاة (عبد الله بن عمر) তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক যারা সলাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে দেয়।	২৫৩৩
৬৪২	خير مساجد النساء بيوتهن (أم سلمة) মহিলাদের উত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘর (এর নির্জন প্রকোষ্ঠ)।	১৩৯৬
৬৪৩	الصلاة ثلاثة أثلاث: الطهور ثلث (أبي هريرة) সলাতের তিনটি এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে। পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ,	২৫৩৭
৬৪৪	الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ওয়াক্তমতো সলাত আদায়, মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করা এবং জিহাদ করা।	১৪৮৯
৬৪৫	الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (أنس بن مالك) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এর মধ্যকার সময়ে যে গুনাহ করা হয়, তা তার কাফফারাস্বরূপ	১৯২০

Contents

৬৪৬	الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة (أبي هريرة) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত	৩৩২২
৬৪৭	ضع أنفك يسجد معك (ابن عباس) (মাটিতে) তোমার নাক রাখবে, তোমার সাথে সেও সিজদা করবে।	১৬৪৪
৬৪৮	على رِسلِكم! أَبشِرُوا، إنّ من نعمةِ اللهِ عليكم (أبي موسى) তোমরা ধীরে সুস্থে সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ যে	৩৯৬৯
৬৪৮	ما صلى هذه الصلاة أحد غيركم (أبي موسى) এ সময়ে তোমাদের ছাড়া আর কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করেনি।	৩৯৬৯
৬৪৯	في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين (أم سلمة) প্রতি দুই রাকাতে তাশাহহুদ এবং রাসূলগণ ও তাদের অনুসারী আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি সালাম করতে হয়।	২৮৭৬
৬৫০	الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه (ابن عباس) ঊষা 'দু'প্রকার: এমন ঊষা যাতে খাবার (সাহরী) খাওয়া হারাম এবং সলাত আদায় বৈধ।	৬৯৩
৬৫১	الفجر فجران، فجر يقال له: ذنب السرحان (جابر بن عبد الله) ফজর (প্রভাত) দুই প্রকার: ফজর, যাকে সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণ (ভোর রাত) বলে।	২০০২
৬৫২	قال الله عز وجل: افترضتُ على أمتك خمس (أبي قتادة بن ربعي) আল্লাহ বলেন, তোমার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছি	৪০৩৩
৬৫৩	كأني أنظرُ إلى بَياضِ كشحِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (أبي سعيد الخدري) আমি কেমন যেন রাসূলের সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কটিদেশের শুভ্রতার প্রতি দেখছি (এবং) তিনি তখন সিজদারত ছিলেন।	৩১৯৫
৬৫৪	كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد (أبي هريرة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করতে চাইলে তাকবীর বলে সিজদা করতেন	৬০৪

Contents

৬৬৪	كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس (على) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর সলাত আদায় করে অপেক্ষা করতেন এমনকি সূর্য যখন এখানে অর্থাৎ পূর্বদিকে এসে পড়ে	২৩৭
৬৬৫	كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس (جابر بن سمرة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত আদায়ের পর নিজ স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত আসন করে বসে থাকতেন।	২৯৫৪
৬৬৬	اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة (صهيب) হে আল্লাহ! আপনার উপর ভরসা করেই আমরা যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যের উপর ভরসা করেই আমরা আক্রমণ করি আপনি ব্যতীত কারও কোন সামর্থ্য নেই	১০৬১
৬৬৬	كان إذا صلى همس، فقال: أفطنتم لذلك؟ (صهيب) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন (তখন) ফিসফিস করে কি যেন বলতেন। সলাত শেষে তিনি (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ (আমি কি বলেছি)?	১০৬১
৬৬৭	كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه (وائل) যখন সলাতে দাঁড়াতেন (তখন) ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর কবযা করতেন।	২২৪৭
৬৬৮	كان إذا قام من الليل يتهجد، صلى ركعتين (أبي هريرة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে দাঁড়ালে সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন।	৩১৯৯
৬৬৯	كان إذا كان راكعا أو ساجدا، قال: سبحانك (عبد الله بن مسعود) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু কিংবা সিজদা করলে এ দু'আ পড়তেন, (হে প্রভু!) আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি	২০৮৪
৬৭০	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال (أنس بن مالك) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ (দূরত্ব মাপের একক বিশেষ) পথ সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে	১৬৩

Contents

৬৭৮	كان صلى الله عليه وسلم لا يدعُ ركعتين قبل الفجرِ (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের পূর্বে দু'রাকাত এবং আসরের পরে দু'রাকাত (সলাত) কখনো ছাড়তেন না।	২৯২০, ৩১৭৪
৬৭৯	كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي فى لُحُفِنا (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের লেপে কখনো সলাত আদায় করতেন না।	৩৩২১
৬৮০	كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ কিংবা বদ-দ'আ করা ব্যতীত কখনো কুনুত (এ নাযেলা) পড়তেন না।	৬৩৯
৬৮১	كان يأمرنا أن نصنع المساجد فى دورنا (صحابى رسول الله صلى الله عليه وسلم) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের বসবাসের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ এর নির্মাণকে সুন্দরকরণের এবং মাসজিদকে পবিত্র রাখার আদেশ করতেন।	২৭২৪
৬৮২	كان يجمع بين الصلاتين فى السفر (أبى سعيد) সফরে দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে এক সঙ্গে আদায় করতেন।	৩০৪০
৬৮৩	كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون و الأنصار (أنس بن مالك الأشعرى) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে মুহাজির এবং আনসারদের থাকাকে পছন্দ করতেন।	১৪০৯
৬৮৪	كانَ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُنا عامَّةَ ليلِهِ عن بنى إسرائيل؛ لا (عمران بن حصين) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ রাতে আমাদেরকে বানী ইসরাঈলের গল্প শুনাতেন।	৩০২৫
৬৮৫	كان يخرج بعد النداء إلى المسجد (سالم أبى النضر) মাসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন।	৩২১৯
৬৮৬	تصدقوا تصدقوا تصدقوا (أبى سعيد الخدري) তিনি এটাও বলতেন যে, 'দান কর! দান কর! দান কর!!!'	২৯৬৮

৬৮৬	كان يخرج يوم الأضحى و يوم الفطر فيبدأ بالصلاة (أبي سعيْد الخدري) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর ঈদের দিন এবং রোযার ঈদের দিন বের হতেন এবং প্রথমে সলাত শুরু করতেন।	২৯৬৮
৬৮৭	أن النبى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ بِمِخْصَرَةٍ فِى يَدِهِ (عبدالله بن الزبير) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে যষ্ঠি নিয়ে খুতবা দিতেন।	৩০৩৭
৬৮৮	كان صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتى الكف (البراء بن عازب) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের তালুর লেজদ্বয়ের উপর সিজদা করতেন।	২৯৬৬
৬৮৯	كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে সালাম ফিরাতেন।	৩১৬
৬৯০	كان يشير بإصبعه السَّبَّاحَةِ فى الصلاة (عبد الرحمن بن أبزى) তর্জনী আঙ্গুলী দ্বারা সলাতে ইশারা করতেন।	৩১৮১
৬৯১	كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين يعنى الفرائض (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফরয সলাত দুই রাকাত দুই রাকাত আদায় করতেন।	২৮১৫
৬৯২	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصلى بهم ذاتَ يومٍ (عبدالله بن زيد) রাসূল সল্লাল্লাহু 'ধালাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন।	৩০৪২
৬৯২	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصلى بهم ذاتَ يومٍ (أبو بشير الأنصارى) রাসূল সল্লাল্লাহু 'ধালাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন।	৩০৪২

Contents

৬৯৩	كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام ، فمر به أبو جهل (ابن عباس) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট সলাত আদায় করতেন। একদিন আবূ জাহল ইবনু হিশাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল।	২৭৫
৬৯৪	كان صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا سجد وثب الحسن و الحسين (عبد الله بن مسعود) একদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি যখন সিজদা করলেন তখন হাসান ও হুসাইন (দুই ভাই) তাঁর পিঠে লাফিয়ে পড়লেন।	৩১২
৬৯৪	من أحبني فليحب هذين (عبد الله بن مسعود) যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদের উভয়কেও ভালোবাসে।	৩১২
৬৯৫	كان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما [تطوعا (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নফল সলাত দাঁড়িয়ে আদায় করছিলেন	২৭১৬
৬৯৬	كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام (عائشة) তিনি যুহরের (ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সালাত দীর্ঘ কিয়াম করে আদায় করতেন	২৭০৫
৬৯৭	كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبلَ الظُّهرِ بعد الزّوالِ أربعاً (عبدالله بن السائب) রাসূল সল্লাল্লাহু 'ধালাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর যুহরের (ফযর সালাতের) পূর্বে চার রাকাআত সাল।ত আদায় করতেন।	৩৪০৪
৬৯৮	كان صلى الله عليه وسلم يصلى ما بين المغرب و العشاء (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিব ও ইশার মাঝে সলাত আদায় করতেন।	২১৩২
৬৯৯	كان يصلي الهَجِيرَ، ثمّ يصلى بعدَها (عائشة) তিনি যুহরের সলাত আদায় করতেন এবং এরপর দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন	৩৪৮৮
৭০০	ذرُوهما بأبى وأمّي من أحبّني؛ فليحبَّ هذَين (عبدالله) তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমার মাতা-পিতার শপথ যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদেরকেও ভালোবাসে।	৪০০২

৭০১	لا تبادرُوا الإمامَ [بالرّكوعِ والسُّجود (أبى هريرة) তোমরা ইমামের আগে রুকু সিজদা করবে না।	৩৪৭৬
৭০২	كان يقرأ فى ركعتى الفجر، والركعتين (ابن عمر) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকাআতে (এবং মাগরিবে পরের দুই রাকাতে 'কূল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন'	৩৩২৮
৭০৩	كان يقرأ فى الظهر و العصر بـ(سبح اسم (أنس) যুহর ও আসরের সলাতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আলা'	১১৬০
৭০৪	كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة (حين يسلم (المغيرة بن شعبة) প্রত্যেক ফরয সলাতের পর যখন (সালাম ফিরাতেন) এ দু'আ পড়তেন যে,	١٩٦
৭০৫	كان يقوم فيصلي من الليل [على خمرته] (ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার ছোট চাটাইয়ের উপর দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেন	৩৩৪৩
৭০৬	كان صلى الله عليه وسلم ينام و هو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه (عبد الله) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদারত অবস্থায় ঘুমাতেন। (নাকের) ফুঁ ফুঁ আওয়াজ ব্যতীত তাঁর ঘুম বুঝা যেত না।	২৯২৫
৭০৭	كان صلى الله عليه وسلم يوتر بركعة، وكان يتكلم بين الركعتين (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকা'আত বিত্‌র আদায় করতেন	২৯৬২
৭০৮	كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح فى السفر قبلها و لا بعدها (ابن عمر) নাবী সল্লাল্লাহু 'ধালাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ফরয সলাতের আগে-পরে কোন তাসবীহ্ পড়তেন না।	২৮১৬
৭০৯	كانت تحتُّ المنى من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (عائشة) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত আদায় অবস্থায় আমি তাঁর জামা থেকে বীর্য খুটে উঠাতাম।	৩১৭২

Contents

৭১০	كانت لحفنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبسها (أنس بن مالك) রাসূলের যুগে আমরা আমাদের লেপ পরিধান করে তাতে সলাত আদায় করতাম।	২৭৯১
৭১১	كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا (البراء بن عازب) সাহাবীগণ রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সলাত আদায় করতেন। তিনি রুকু করলে তারাও রুকু করতেন।	২৬১৬
৭১২	كانُوا إذا فَزِعوا فَزِعُوا إلى الصلاةِ (صهيب) তাঁরা (আম্বিয়াগণ) শঙ্কিত হলে সলাতের আশ্রয় নিতেন।	৩৪৬৬
৭১৩	كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلنا: زالت (أنس بن مالك) আমরা যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সফরে থাকতাম এবং বলতাম যে, সূর্য্য ঢলে পড়েছে	২৭৮০
৭১৪	كنا ننهى أن نصف بين السوارى (قرة) স্তম্ভের মাঝে কাতার করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হত।	৩৩৫
৭১৫	كنت أعلمتها ثم أفلتت مني (عبد الله) আমাকে এ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল অত:পর আমার (জ্ঞান) থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।	১১১২
৭১৬	لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي (عائشة) মহিলাদের হুজরায় সালাত আদায় করার চেয়ে নিজ ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম।	২১৪২
৭১৭	لأَنْ يُمسكَ أحدُكم يَدَهُ عَنِ الحَصى (جابر بن عبد الله) তোমাদের কারো সলাতে কাঁকর মুছা থেকে তার হাতকে বিরত রাখা তার জন্য একশত এমন উট অপেক্ষা উত্তম	৩০৬২
৭১৮	لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر (عائشة) আমি আমাদের (মহিলাদেরকে) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ফজর সলাত আদায় করতে দেখেছিলাম।	২৩২

Contents

৭১৯	ليصل الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع (ابن عمر) ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী মাসজিদেই সলাত আদায় করবে। একাধিক মাসজিদের পিছনে পড়বে না (পিছু নেবে না)।	২২০০
৭২০	لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات (أبا هريرة) লোকেরা অবশ্যই জুমু'আর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হবে,	২৯৬৭
৭২০	لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات (عبد الله بن عمر) লোকেরা অবশ্যই জুমু'আর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হবে,	২৯৬৭
৭২১	ما أحب أن أسلم على الرجل و هو يصلي (جابر) সলাতরত ব্যক্তিকে সালাম করাকে আমি পছন্দ করি না,	২২১২
৭২২	أين السائل عن وقت صلاة الغداة (أنس) ফজরের সলাতের সময় সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল সে কোথায়?	১১১৫
৭২৩	ازدهر بها يا أبا قتادة! فإنه سيكون لها نبأ (أبو قتادة) আবূ কাতাদা! পানিটুকু হেফাজত করে রাখবে এটা এক সময় আমাদের উপকারে আসতে পারে।	২২২৫
৭২৩	اشرب يا أبا قتادة! (أبو قتادة) আবূ কাতাদা! (নাও) পান কর।	২২২৫
৭২৩	إن ساقي القوم آخرهم. فشربت (أبو قتادة) কওমকে পান করায় যে, সে সবার শেষে পান করে।	২২২৫
৭২৩	كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فقال: إنكم إن (أبو قتادة) আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল	২২২৫
৭২৩	لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة (أبو قتادة) ঘুমের ক্ষেত্রে কোন অবহেলা নেই– অবহেলা হলো জাগার ক্ষেত্রে।	২২২৫
৭২৩	لا هلك عليكم (أبو قتادة) তোমরা হালাক হবে না;	২২২৫
৭২৩	ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم (أبو قتادة) তোমরা কি বললে? তোমাদের দুনিয়াবী কোন বিষয় হলে তোমরা যা বলবে সেটা সঠিক	২২২৫

Contents

৭২৩	يا أيها الناس! أحسنوا الملء فكلكم يصدر عن (أبو قتادة) হে লোক সকল! ভালো করে পেয়ালা ভরে নাও শীঘ্রই তোমরা সকলে পরিতৃপ্ত হবে।	২২২৫
৭২৪	ما شأنى (و فى رواية: مالك) أجعلك حذائى (ابن عباس) আমার কি হলো, অপর বর্ণনায় তোমার কি হলো। আমি তোমাকে আমার বরাবর দাঁড় করলাম আর তুমি পিছনে চলে গেলে?!	৬০৬, ২৫৯০
৭২৫	ما من صلاة مفروضة إلا و بين يديها ركعتان (عبد الله بن الزبير) প্রত্যেক ফরয সলাতের পূর্বে দুই রাকাত (সুন্নাত) সলাত রয়েছে।	২৩২
৭২৬	إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى (أبو هريرة) জান্নাতে এমন ১০০টি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।	৯২১৯২১
৭২৬	من أمن بالله و برسوله و أقام الصلاة و صام (أبو هريرة) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, সলাত কায়েম করে, রমযানের সিয়াম পালন করে	৯২১
৭২৭	من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة (ابن عمر) যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব	৪২
৭২৮	من اغتسل يوم الجمعة كان فى طهارة إلى (أبى قتادة) যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে সে অপর জুমু'আ পর্যন্ত পবিত্র থাকবে।	২৩৩১
৭২৯	من أم قوما و هم له كارهون، فإن صلاته لا (جنادة بن أبى أمية) যে ব্যক্তি কোন কওমের সালাতের ইমামতী করে অথচ তার কওম তার প্রতি অসন্তুষ্ট, তার সালাত কণ্ঠাস্থির উপরে উত্থিত হয় না।	২৩২৫
৭৩০	من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتاً فى الجنّة (أبى أمامة) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাসজিদ নির্মাণ করবে। আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তার চাইতে একটি প্রশস্ত বালাখানা তৈরি করবেন।	৩৪৪৫

Contents

৭৩১	مَن بَنَى مسجدا لا يريد به رِياءً ولا سُمعةً (عائشة) যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রদর্শনেচ্ছা ব্যতীত খালেস নিয়্যাতে মাসজিদ তৈরি করবে,	৩৩৯৯
৭৩২	مَن ترك الصّلاةَ سُكراً مرةً واحدةً (عبدالله بن عمرو) যে ব্যক্তি নেশার কারণে এক ওয়াক্ত সলাত ছেড়ে দিবে	৩৪১৯
৭৩৩	من توضَّأ فأحسنَ وضوءَه، ثمّ قامَ فصلى ركعتين (أبو الدرداء) যে ব্যক্তি অযূ করবে এবং উত্তমরূপে অযূ করবে, তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করবে	৩৩৯৮
৭৩৪	من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات (أبي هريرة) যে ব্যক্তি এসব সলাতের প্রতি যত্নবান হবে, সে গাফেলদের দলভুক্ত হবে না।	৬৫৭
৭৩৫	من خاف أن لا يقوم من آخر (جابر) যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে না বলে আশঙ্কা করে সে যেন রাতের শুরু ভাগে বিতর পড়ে নেয়।	২৬১০
৭৩৬	من خرجَ حتى أتى هذا المسجدَ مسجدَ قُباء (سهل بن حُنيف) যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হলো এবং এ মাসজিদে (মাসজিদে কূবায়) এসে সলাত আদায় করল তাকে একটি ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে।	৩৪৪৬
৭৩৭	من سد فرجة بنى الله له بيتا فى الجنة (عائشة) যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দাঁড়াবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন	১৮৯২
৭৩৮	من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك (أنس بن مالك) সুন্নাত হলো মাসজিদে প্রবেশ করলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা	২৪৭৮
৭৩৯	من السنة فى الصلاة أن تضع أليتيك (ابن عباس) সলাতের সুন্নাত হলো দু'সিজদার মাঝে তুমি তোমার নিতম্বকে তোমার পিছনে রাখা।	৩৮৩
৭৪০	من صام رمضان، وصلى الصلوات الخمس (معاذ بن جبل) যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করল, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করল,	৩২২৯

Contents

৭৪১	من صلى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة (أبى موسى) যে ব্যক্তি দিনে ১২ রাকা'আত সলাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন।	২৩৪৭
৭৪২	من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمة الله (جندب القسرى) যে ব্যক্তি ফজরের সলাত আদায় কর সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল।	২৮৯০
৭৪৩	من صلى صلاة لم يتمها. زيد عليها من (عائذ بن قرط) যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।	২৩৫০
৭৪৪	من صلى صلاةً لم يُتِمَّها؛ زِيدَ عليها (عائذ بن قُرطٍ) যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।	৩১৮৬
৭৪৫	من صلى الضحى أربعا و قبل الأولى أربعا (أبى موسى) যে ব্যক্তি চার রাকা'আত চাশতের সলাত আদায় করবে এবং (দিনের) প্রথম ভাগের শুরুতে চার রাক'আত সলাত আদায় করবে	২৩৪৯
৭৪৬	مَن صلى الغَدَاةَ فى جماعةٍ. ثمّ قعَدَ يذكُرُ الله (أنس بن مالك) যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করবে এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বস্থানে বসে যিকিরে মাশগুল থাকবে	৩৪০৩
৭৪৭	من صلى لله أربعين يوما فى جماعة (أنس) যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে,	১৯৭৯, ২৬৫২
৭৪৭	من صلى لله أربعين يوما فى جماعة (أبو كاهل) যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে,	১৯৭৯, ২৬৫২
৭৪৭	من صلى لله أربعين يوما فى جماعة (عمر بن الخطاب) যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে,	১৯৭৯, ২৬৫২
৭৪৮	من قرأ بألف اية كتب من المقنطرين. (عبد الله بن عمرو) আর যে ব্যক্তি সলাতে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে মুকানতারীনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	৬৪২

Contents

Contents

৭৫৯	نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة (علي) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পর সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন তবে আকাশে সূর্য থাকলে আদায় করতে পারবে।	২০০
৭৬০	نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب و افتراش السبع (عبد الرحمن بن شبل) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকের (ন্যায়) ঠোকর (দিয়ে সিজদা করা) থেকে হিংস্র পশুর ন্যায় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।	১১৬৮
৭৬১	وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين.(عبد الله بن رواحة) দু' ঈদে প্রত্যেক কমরবন্ধনীর (নারীর ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) ঘর থেকে বের হওয়া ওয়াজিব।	
৭৬২	و من قعد فلا حرج (نعيم بن النحام) যে, (আজকে জামাতে না এসে) ঘরে সলাত আদায় করলেও চলবে।	২৬০৫
৭৬৩	والذى نفسى بيده ! لوتتابعتم حتى لا يبقى منكم (جابر بن عبد الله) ঐ সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি পর্যায়ক্রমে চলে যেতে এবং তোমাদের কেউ এখানে না থাকত	৩১৪৭
৭৬৪	لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ (حذيفة) তিন মাসজিদেই কেবল ইতিকাফ করতে হবে!	২৭৮৬
৭৬৫	لا تتخذوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها (زيد بن خالد الجهني) তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ো না (বরং) ঘরে (কিছু নফল) সলাত আদায় কর।	
৭৬৬	لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة (عبد الله بن عمر) যিক্‌র কিংবা সলাতের উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা মাসজিদকে যাতায়াতের পথ বানিয়ো না।	১০০১
৭৬৭	لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي (أبو هريرة) তোমরা অন্যান্য রাতের মাঝে শুধু জুমু'আর রাতকে সলাতের জন্য নির্ধারণ করো না	

Contents

৭৬৮	لا تصلوا إلى قبر و لا تصلوا على قبر (ابن عباس) তোমরা কোন কবরের দিকে মুখ করে কিংবা কবরের উপর সলাত আদায় করো না।	১০১৬
৭৬৯	لا تصلوا عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (أنس بن مالك) তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় (কোন) সলাত আদায় করবে না।	৩১৪
৭৭০	لا غرار في صلاة، و لا تسليم (أبي هريرة) সলাত এবং সালাম ফিরানোতে কোন ত্বরা নেই।	৩১৮
৭৭১	لا و لكنا نهينا عن الكلام في الصلاة (عبد الله بن مسعود) 'না (রাগের কারণে নয়) বরং কুরআন এবং যিক্‌র ব্যতীত সলাতে কথা বলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।'	২৩৮০
৭৭২	لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب (أبي هريرة) 'আওয়্যাব' ব্যতীত চাশতের সালাতের হেফাজত করে না। তিনি বললেন, তা হল, সালাতুল আওয়্যাবীন।	৭০৩, ১৯৯৪
৭৭৩	لا تُصَلُّوا حتى تَرْتَفِعَ الشمسُ؛ فإنَّها تَطْلُعُ بين (أبو بشير الأنصاري) তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে (কোন) সলাত আদায় করবে না। কেননা সূর্য্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে উদিত হয়।	৩০৪১
৭৭৪	لا تنسوا ، كتكبير الجنائز (بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) তোমরা ভুলে যেওনা যে, (দুই ঈদের সলাতের তাকবীর) জানাযার তাকবীরের অনুরূপ	২৯৯৭
৭৭৫	لا صلاةَ بعدَ العصر حتّى تغربَ الشمسُ (أبي ذر) আসরের সলাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত (আর) কোন সলাত নেই	৩৪১২
৭৭৬	لا نبي بَعدِي، ولا أُمّة بعدكم؛ فاعبدُوا ربَّكم (أبي قُتَيلة) আমার পরে আর কোন নাবী আসবে না এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মত আসবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর,	৩২৩৩
৭৭৭	لا ، ولكنك تفلت بين يديك (عبدالله بن عمرو) না, তবে তুমিতো লোকদের সলাতের ইমামতীকালে তোমার সামনে থুথু ফেলেছ।	৩৩৭৬

Contents

৭৭৮	لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا (أبي هريرة) যে ব্যক্তি আমার মাসজিদে অবস্থানকালে আযান শুনবে	২৫১৮
৭৭৯	لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة (عبد الله بن عمرو) আমার উম্মতের যে ব্যক্তি (এক চুমুক) মদ পান করবে ৪০ দিন পর্যন্ত তার ফজরের সলাত কবুল করা হবে না।	৭০৯
৭৮০	لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد (طلق بن علي الحنفي) আল্লাহ ঐ বান্দার সলাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না	৭৮০
৭৮১	يأتي الشيطانُ أحَدَكُم فينقرُ عِنْدَ عِجانِهِ (ابن عباس) শয়তান তোমাদের নিতম্ব ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্তী স্থানে এসে ঠোকর দেয়।	৩০২৬
৭৮২	يا أبا فاطمة! أكثر من السجود (أبي فاطمة) হে ফাতেমা! বেশি বেশি সিজদা কর।	১৫১৯
৭৮৩	يا عائشة! ارفعي عنّا حصيرك هذا (ائشة) আয়িশা! আমার নিকট থেকে তোমার এ চাটাইকে উঠিয়ে নাও	৯৩
৭৮৪	يا مَعْشرَ النساء! تصدَّقْنَ، فما رأيتُ من نواقصٍ (أبي هريرة) হে নারী সমাজ! দান-সদকা কর, কারণ যারা বুদ্ধি ও দ্বীনদারীতে অপূর্ণ, এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোন একজন অপেক্ষা অধিক হরণ করতে পারে, তা আমি দেখিনি।	৩১৪২
৭৮৫	يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول (عبد الله بن مسعود) প্রত্যেক সলাতের সময় একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে, হে বনী আদম! তোমাদের জন্য যে আগুন জ্বালানো হয়েছে তা তোমরা নিভিয়ে ফেল।	২৫২০
৭৮৬	يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة . فكل (أبي ذر) তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি করে সদকা রয়েছে।	৫৭৭
৭৮৭	يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل (عقبة بن عامر) তোমার রব্ব খুশি হন সেই ছাগল চালকের উপর যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং সালাত আদায় করে।	৪১

৭৮৮	يُكْتَبُ فى كل إشارةٍ يشيرُ الرجلُ (عقبة بن عامر) ব্যক্তি তার সলাতে যতবার তার হাত দ্বারা ইশারা করে, তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয়।	৩২৮৬
৭৮৯	يكونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ ستين سنةً (أبى سعيد الخدري) ৬০ বছর পর এমন এক প্রজন্ম জন্ম নেবে যারা সলাত নষ্ট করবে,	৩০৩৪
৭৯০	أتانى جبريل فقال: يا محمد! إن الله عز وجل (ابن عباس) একদিন আমার নিকট জিবরাঈল আগমন করে বলল, হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আল্লাহ লা'নত করেছেন মদের উপর,	৮৩৯
৭৯১	اجتنبوا الخمر ، فإنها مفتاح كل شر (ابن عباس) তোমরা মদ থেকে দূরে থাক কেননা মদ সকল মন্দের চাবিকাঠি।	২৭৯৮
৭৯২	اجعلوا مكان الدم خلوقا (عائشة) তোমরা রক্তের স্থানে 'খালুক' (জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধিবিশেষ) রাখো।	৪৬৩
৭৯৩	أحلت لنا ميتتان و دمان، فأما الميتتان فالحوت (ابن عمر) আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত জন্তু এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দুটো হলো, মাছ ...	১১১৮
৭৯৪	أخروا الأحمال (على الإبل) فإن اليد معلقة (أبو هريرة) তোমরা উটের পিছনে বোঝা রাখো। কেননা হাত হলো ঝুলন্ত,	১১৩০
৭৯৫	ادن يا بنى و سم الله و كل بيمينك (عمرو بن أبى سلمة) বৎস! কাছে এসো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও।	১১৮৪
৭৯৬	إذا أصلح خادم أحدكم له طعامه فكفاه حره (أبو هريرة) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে এবং (প্রস্তুত করতে গিয়ে) তার গরম-ঠাণ্ডা (এর কষ্ট) সহ্য করে	৪১৫
৭৯৭	إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها (جابر) তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন আঙ্গুল চেঁটে খায় বা অন্যের দ্বারা চেঁটে নেয়া পর্যন্ত হাত না মুছে ফেলে।	৩৯১

Contents

৭৯৮	إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه (أبو هريرة) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে হাজির হবে তবে সে যেন তাকে তার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়।	১২৯৭
৭৯৯	إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه (أبو هريرة) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাবার পরিবেশন করে। তবে সে যেন খাদেমকে তার সাথে বসিয়ে খাওয়ায়।	১৩৯৯
৮০০	إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه (عبد الله بن مسعود) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে। তবে সে যেন খাদেমকে নিজের সাথে বসায়	১০৪২
৮০১	إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب فإن شاء طعم (جابر) তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে খাবারের দাওয়াত দেয় তাহলে সে যেন তা কবূল করে। অত:পর মন চাইলে খাবে	৩৪৭
৮০২	إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب (أبو هريرة) তোমাদের কাউকে যখন খাবারের দিকে ডাকা হয়। তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়।	১৩৪৩
৮০৩	إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال (أبو ثعلبة الخشني) তুমি যখন শিকারের প্রতি তীর ছুড়বে অত:পর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শিকাররের গায়ে তোমার তীর (বিদ্ধাবস্থায়) পাবে	১৩৫০
৮০৪	إذا رويت أهلك من اللبن غبوقا (سمرة بن جندب) তুমি যদি সন্ধ্যায় দোহনকৃত দুধ দ্বারা তোমার পরিবারের তৃষ্ণা নিবারণ কর	১৩৫৩
৮০৫	إذا سرتم فى أرض خصبة، فأعطوا الدواب حقها أو حظها (أنس) তোমরা উর্বর ভূমিতে সফর করলে সাওয়ারীকে তার হক ও অংশ দিবে	১৩৫৭
৮০৬	إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء فإذا أراد (أبو هريرة) তোমাদের কেউ পানি পান করলে সে যেন পানির পাত্রে শ্বাস না ফেলে অত:পর পুনরায় পান করতে চাইলে	৩৮৬
৮০৭	إذا شربتم اللبن فمضمضوا، فإن له دسما (أم سلمة) তোমরা দুধ পান করলে (পান করার পর) কুলি করবে। কেননা দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে।	১৩৬১

Contents

৮০৮	إذا ضحّى أحدكم، فليأكل من أُضْحِيَّتِهِ (أبو هريرة) তোমাদের কেউ কুরবানী করলে সে যেন কুরবানীর গোশত খায়।	৩৫৬৩
৮০৯	إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء (جابر بن عبد الله) তোমরা গোশত রান্না করলে ঝোল কিংবা পানি বাড়িয়ে দাও।	১৩৬৮
৮১০	إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما (جابر بن عبد الله) তোমাদের কেউ খাবার খেলে তার হাত থেকে লোকমা পড়ে গেলে লোকমার সঙ্গে যা লেগেছে সে যেন তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে	১৪০৪
৮১১	إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (كله (أبو هريرة) তোমাদের কারো শরবতে মাছি পড়লে সে যেন পূর্ণ মাছিকে তাতে ডুবিয়ে দিয়ে (বাইরে)	৩৮
৮১২	اشووا لنا منه، فقد بلغ محله (أنس) "মর থেকে আমাদের জন্য কিছু গোশত ভুনা কর নিশ্চয়ই সে তার হালাল হওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।"	২৫৪৬
৮১৩	اضْرِبْ بهذا الحائطِ. فإنَّ هذا شرابُ مَنْ لا يؤمنُ (أبو هريرة) একে এ দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা এটা তাদের শরাব	৩০১০
৮১৪	أطعموا الطعام، وأطيبوا الكلام (الحسن بن علي) তোমরা (অন্যকে) খাবার খাওয়াও এবং ভালো কথা বল।	১৪৬৫
৮১৫	أطعموا الطعام، وأفشوا السلام (عبد الله بن الحارث) তোমরা লোকদেরকে খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচার প্রসার কর।	১৪৬৬
৮১৬	أعطاني صلى الله عليه وسلم شيئاً من تمر، فجعلتُه في مِكْتَلٍ (أبو هريرة) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে একটি খেজুর দিলেন। আমি খেজুরটি খেজুর পাতার তৈরি টুকরিতে রেখে ঘরের ছাদে লটকিয়ে রাখলাম	৩১৬২
৮১৭	أعندكم ما يغنيكم؟ (جابر بن سمرة) তোমাদের নিকট কি এ পরিমাণ খাবার রয়েছে যা তোমাদেরকে অন্যের (নিকট হাত পাতা থেকে) বিমুখ করে দেয়?	২৭০২

৮১৭	فكلوها (جابر بن سمرة) তোমাদের নিকট কি এ পরিমাণ খাবার রয়েছে যা তোমাদেরকে অন্যের (নিকট হাত পাতা থেকে) বিমুখ করে দেয়?	২৭০২
৮১৮	أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في (جابر) তোমাদের নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেনি যে, চতুষ্পদ জন্তুর চেহারায় দাগ দেয়া আমি লা'নত করেছি?	১৫৪৯
৮১৯	أمر بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم (عبد الله بن عمر) ছুরি ধার করার এবং জন্তুর থেকে ছুরি লুকিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন	৩১৩০
৮২০	أمرت الرسل قبلي ألا تأكل إلا طيبا (أم عبد الله أخت شداد) আমার পূর্বের রাসূলগণকে পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্য কোন জিনিস না খাওয়ার নির্দেশ করা হয়েছিল।	১১৩৬
৮২১	إن أحد جناحي الذباب سم (أبو سعيد الخدرى) মাছির এক ডানায় থাকে বিষ	৩৯
৮২২	عهد إلي إن أخر زادك من الدنيا ضيحٌ من لبنٍ (عمار بن ياسر) দুনিয়া থেকে বিদায়ের ক্ষেত্রে তোমার সর্বশেষ পাথেয় হলো প্রচুর পানি মেশানো পাতলা দুধ।	৩২১৭
৮২৩	إنّ الذي يشربُ في إناءِ الفضّةِ [والذهبِ] إنما (أم سلمة) যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রূপার পাত্রে পান করবে তার পেটে	৩৪১৭
৮২৪	إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده (أنس بن مالك) আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট যে এক লোকমা খাবার খায় এবং এর উপর তাঁর প্রশংসা করে।	১৬৫১
৮২৫	إن البركة وسط القصعة، فكلوا من نواحيها (ابن عباس) খাবারের বরকত পেয়ালার মাঝখানে। সুতরাং তোমরা পেয়ালার চারপাশ থেকে খাও	১৫৮৭
৮২৬	اسكبى أم سنبلة، ناولى أبا بكر (عائشة) উম্মু সুনবলা! (সেখান থেকে) দুধ ঢেলে আবূ বাকারকে দাও।	২৯৮৫
৮২৬	اسكبى أم سنبلة، ناولى عائشة (عائشة) উম্মু সুনবুলা দুধ ঢেলে আয়িশাকে দাও।	২৯৮৫

৮২৬	يا أم سنبلة ! ما هذا معك ؟ (عائشة) উম্মু সুনবুলা! তোমার সাথে এটা কি?	২৯৮৫
৮২৬	يا عائشة ! إنهم ليسوا بأعراب، هم أهل باديتنا (عائشة) আয়িশা! তারা বেদুঈন নয় তারা হলো আমাদের মরুভূমির বাসীন্দা।	২৯৮৫
৮২৭	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور (علي) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতে	৮৮৬
৮২৭	إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور (علي) আমি কবর যিয়ারত থেকে তোমাদেরকে (এক সময়) নিষেধ করেছিলাম (এখন থেকে) তোমরা কবর যিয়ারত কর।	৮৮৬
৮২৮	إن طعام الواحد يكفي الاثنين (عمر بن الخطاب) একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট	১৬৮৬
৮২৯	إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا (النعمان بن بشير) আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি হয়, খেজুর থেকে মদ তৈরি হয়	১৫৯৩
৮৩০	إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে।	٤١٤
৮৩১	أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء (مشيخة من جهينة) মৃত জন্তুর দ্বারা তোমরা কোন উপকৃত হবে না।	৩১৩৩
৮৩২	إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث (نبيشة الهذلي) আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম	১৭১৩
৮৩৩	إلى الله وإلى الرسول (فيروز) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট।	১৫৭৩
৮৩৩	انبذوه (يعني الزبيب) على غذائكم (فيروز) সকালে নাবীয বানিয়ে রাতে পান করবে।	১৫৭৩
৮৩৪	إنه أعظم للبركة (أسماء بنت أبي بكر) এতে বিরাট বরকত রয়েছে।	৩৯২, ৬৫৯

৮৩৫	إنها مباركة. إنها طعامُ طُعْمٍ (أبو ذر) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি বরকতময় (এবং) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি স্বাদের খাবার।	৩৫৮৫
৮৩৫	إنها مباركة. إنها طعامُ طُعْمٍ (ابن عباس) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি বরকতময় (এবং) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি স্বাদের খাবার।	৩৫৮৫
৮৩৫	فمن كان يطعمك ؟ (أبو ذر) কে তোমাকে খাওয়াতো?	৩৫৮৫
৮৩৫	ما قال لكما؟ (أبو ذر) তোমাদের কে বলল যে, সে সাবায়ী?	৩৫৮৫
৮৩৫	متى كنت ها هنا؟ (أبو ذر) তুমি এখানে কতদিন ধরে?	৩৫৮৫
৮৩৫	وعليك ورحمة الله (أبو ذر) "তোমার উপরও আল্লাহর শান্তি এবং রহমাত বর্ষিত হোক"	৩৫৮৫
৮৩৬	الأيمن فالأيمن. وفي طريق : الأيمنون (أنس بن مالك) ডানদিকের তৎপর তার ডানদিকের ব্যক্তিরই হক প্রথমে রয়েছে।	১৭৭১
৮৩৭	اللهم أطعمت و أسقيت و أقنيت و هديت (رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين) হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খাওয়ায়েছেন, পান করিয়েছেন, সম্পদশালী করিয়েছেন, হিদায়াত দান করেছেন এবং জীবিত রেখেছেন।	৭১
৮৩৭	بسم الله (رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين) আল্লাহর নামে।	৭১
৮৩৮	بقي كلها غير كتفها (عائشة) পাজর ছাড়া তার সবই রয়েছে।	২৫৪৪
৮৩৯	بيت لا تمر فيه . كالبيت لا طعام فيه (سلمى) যে ঘরে খেজুর নেই তা ঐ ঘরের মতো যাতে কোন খাবার নেই।	১৭৭৬
৮৪০	ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة (عبد الله بن عمر) কিয়ামাত দিবসে তিন প্রকার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না:	৬৭৪

৮৪১	حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام (سالم بن عبد الله بن عمر) আল্লাহ মদকে হারাম করেছেন এবং নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম।	১৮১৪
৮৪২	خير تمراتكم البرني (أبي سعيد الخدري) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمراتكم البرني (أنس بن مالك) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمراتكم البرني (بريدة بن الحصيب) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمراتكم البرني (بعض وفد عبد القيس) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمراتكم البرني (على بن أبي طالب) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمراتكم البرني (مزيدة) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪৩	الخَمرُ من هاتين الشَّجرتين: النَّخلةِ والعِنَبَةِ (أبو هريرة) এ দু'প্রকারের গাছ থেকে মদ প্রস্তুত হয়- খেজুর ও আঙ্গুর।	৩১৫৯
৮৪৪	دع داعي اللبن (ضرار بن الأزور) সহজে দোহন করার জন্য দুধের যে অংশ ওলানে ছেড়ে দেয়া হয় তা ছেড়ে দাও।	১৮৬০
৮৪৫	دَمُ عفراء أحبُّ إلى الله من دم سَوْداوَين (أبي هريرة) শুভ্র পশুর কুরবানী আল্লাহর নিকট দু'টি কালো পশুর কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয়।	১৮৬১
৮৪৬	رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار (عبد الله بن عباس) আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেতেন	২১১৬
৮৪৭	اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه (أنس بن مالك) হে আল্লাহ! তাঁর সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধি করুন এবং এতে বরকত দিন।	১৪১

Contents

৮৪৭	ردوا هذا في وعائه و هذا في سقائه (أنس بن مالك) এটা তার পাত্রে এবং এটা তার মশকে রেখে দাও, আমি রোযাদার।	১৪১
৮৪৮	أني لكم هذا؟ (أنس بن مالك) এ (খেজুর) কোথায় পেলে?	৩০৪৯
৮৪৮	رُدُّوهُ على صاحبِهِ (أنس بن مالك) এ (উত্তম ও নরম প্রচুর পানি দ্বারা সেচকৃত) খেজুর তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও	৩০৪৯
৮৪৯	شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها (أبي هريرة) মন্দ খাবার হলো ওলীমার খাবার। যে এতে আসে তাকে নিষেধ করা হবে।	১১৮৫
৮৫০	عق عن نفسه بعدما بعث نبيا (أنس) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবী হিসেবে প্রেরিত হবার পর (নবুওয়াত প্রাপ্তির পর) নিজের আকীকা করেছেন।	২৭২৬
৮৫১	غطوا الإناء و أوكوا السقاء فإن في (جابر بن عبد الله) তোমরা খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ।	৩৭
৮৫২	فُقِدَتْ أُمَّةٌ من بني إسرائيل (أبي هريرة) বনী-ইসরাঈলের এক উম্মত হারিয়ে যায়।	৩০৬৮
৮৫৩	الطخي وجهها (عائشة) (সাওদা!) তুমিও তার চেহারায় প্রলেপ দাও	৩১৩১
৮৫৩	قُوما فاغسِلا وجوهَكُما (عائشة) উঠ, গিয়ে তোমাদের চেহারাসমূহ ধুয়ে ফেল।	৩১৩১
৮৫৪	كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إليهِ صلى الله عليه وسلم الحُلْوُ البارِدُ (عائشة) মিষ্ট ঠাণ্ডা শরবত ছিল তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।	৩০০৬
৮৫৫	كان أحب العرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة (عبد الله) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় গোশতের টুকরা ছিল ছাগলের বাহু।	২০৫৫
৮৫৬	كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل الطعام أكل مما يليه (عائشة) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খেলে তাঁর সম্মুখ হতে খেতেন।	২০৬২

Contents

৮৫৭	كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا (أنس بن مالك) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করলে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন	৩৮৭
৮৫৮	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله (أبى أيوب الأنصاري) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খেলে কিংবা পানি পান করলে বলতেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।"	২০৬১
৮৫৯	كان صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث (أبى سعيد الخدري) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করতেন।	২৯৬৯
৮৬০	كان صلى الله عليه وسلم له قصعة يقال لها: الغراء، يحملها أربعة (عبد الله بن بسر) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বৃহৎ পানপাত্র ছিল যাকে "সাররা" বলা হতো। চারজন লোক এ পানপাত্রটি বহন করত।	২১০৫
৮৬১	كان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب (عائشة) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দ্বারা খরবুজা খেতেন	৮৬১
৮৬২	كان صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع الخربز. يعنى البطيخ (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সঙ্গে খরবুজা খেতেন।	৫৮
৮৬৩	كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب (عبد الله بن جعفر) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দ্বারা শসা খেতেন।	৫৬
৮৬৪	كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالتمر فيه دود، فيفتشه (أنس بن مالك) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে খেজুর পেশ করা হতো। আর তিনি তা খুঁটে তা থেকে পোকা বের করতেন।	২১১৩

৮৬৫	كان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء (أنس بن مالك) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু খেতে পছন্দ করতেন।	২১২৭
৮৬৬	كان صلى الله عليه وسلم يشرب فى ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء (أبى هريرة) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।	১২৭৭
৮৬৭	كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা মিষ্টিকে পছন্দ করতেন।	২১৩৪
৮৬৮	كان صلى الله عليه وسلم ينتَبذُ له فى سِقَاءٍ فإذا لم يَكُنْ سِقَاءٌ (جابر) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মশকে নাবীয প্রস্তুত করা হত। যদি ওটা সংগ্রহ না হত,	৩০০৯
৮৬৯	كل ذي ناب من السباع (أبى هريرة) প্রত্যেক কর্তণ দন্তবিশিষ্ট হিংস্রজন্তু (এর গোশত) খাওয়া হারাম।	৪৭৬
৮৭০	كل ما أفرى الأوداج، ما لم يكن (أبى أمامة الباهلى) যে প্রাণীর ঘাড়ের রগসমূহ কর্তন করা হয়েছে তা খাও। যতক্ষণ না তা দাঁত কিংবা নখাঘাতের কাটা না হবে।	২০২৯
৮৭১	كل ما ردت عليك قوسك (أبو ثعلبة الخشنى) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭১	كل ما ردت عليك قوسك (حذيفة بن اليمان) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭১	كل ما ردت عليك قوسك (عبدالله بن عمرو) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭১	كل ما ردت عليك قوسك (عقبة بن عامر) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭২	كلوا بسم الله من حواليها (واثلة بن الأسقع الليثي) তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে এর পার্শ্ব থেকে খাও	২০৩০

৮৭৩	اطبخوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق (عبد الله بن بسر) এ ছাগলটি রান্না কর। আর এই যে আটা দেখছ তা দিয়ে রুটি রান্না কর এবং সারীদ বানাও।	৩৯৩
৮৭৩	إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا (عبد الله بن بسر) আল্লাহ আমাকে দয়ালু বান্দা বানিয়েছেন স্বেচ্ছাচারী একগুঁয়ে বানান নি।	৩৯৩
৮৭৩	خذوا فكلوا. فوالذي نفس محمد بيده (عبد الله بن بسر) (পাত্রটি) নাও এবং খাও। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ	৩৯৩
৮৭৩	كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها (عبد الله بن بسر) তোমরা পাত্রটির চারপার্শ্ব হতে খাও এবং তার অগ্রভাগ ছেড়ে দাও।	৩৯৩
৮৭৪	كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (أبو أسيد) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৪	كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (أبو هريرة) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৪	كلوا الزيت و ادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (عبد الله بن عباس) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৪	كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (عمر) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৫	كلوه يعني الثوم، فإني لست كأحدكم (أم أيوب) তোমরা (এ) রসুন খাও। আমি তোমাদের অন্যান্যদের মতো নই।	২৭৮৪
৮৭৬	كلوهُ من ذِي الحجَّةِ إلى ذي الحجَّةِ (عائشة) তোমরা এক জিলহাজ্ব হতে অপর জিলহাজ্ব পর্যন্ত এ কুরবানীর গোশত খাও।	৩১০৯

Contents
Contents

৮৭৬	كُلُوهُ مِن ذِي الحِجَّةِ إِلى ذي الحِجَّةِ (علي) তোমরা এক জিলহাজ্ব হতে অপর জিলহাজ্ব পর্যন্ত এ কুরবানীর গোশত খাও।	৩১০৯
৮৭৭	كنا نسميها شباعة (يعني: زمزم) وكنا نجدها (ابن عباس) আমরা যমযমকে শাববা'আহ (তৃপ্তিসহকারে আহারের পর অবশিষ্ট খাবার) নামকরণ করতাম	২৬৮৫
৮৭৮	كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث (بريدة) তিন দিনের বেশি কোরবানীর (পশুর) গোশত সংগ্রহ করে রাখতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম	২০৪৮
৮৭৯	قيل لي: أنت منهم (عبد الله) আমাকে বলা হলো যে, তুমিও তাদের একজন।	৩৪৮৬
৮৮০	لو أخذتم إهابها (ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) তোমরা যদি এর কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করতে (এবং এর দ্বারা উপকৃত হতে)।	২১৬৩
৮৮০	يطهرها الماء و القرظ. (ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) পানি এবং বৃক্ষের পাতা তাকে পবিত্র করে দিবে।	২১৬৩
৮৮১	لو يعلم الذي يشرب و هو قائم ما في بطنه (أبي هريرة) যে দাঁড়িয়ে পান করে সে যদি জানত যে তার পেটে কি আছে তাহলে সে বমি করে দিত।	১৭৬, ২১৭৫
৮৮২	ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه (أبي هريرة) তোমাদের কেউ খাবার খেলে সে যেন ডান হাতে খায়। পান করলে যেন ডান হাতে পান করে।	১২৩৬
৮৮৩	ما أقفر من أدم بيت فيه خل (أم هانيء) বস্তুত সে ঘর তরকারী শূন্য নয় যে ঘরে সিরকা আছে।	২২২০
৮৮৩	يا أم هانيء! هل عندك شيء؟ (أم هانيء) উম্মুহানী। তোমার নিকট খাবারের কিছু আছে কি?	২২২০
৮৮৪	ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن (المقدام بن معد يكرب) পেটের চেয়ে অধিকতর মন্দ পাত্র কোন মানুষ পূর্ণ করেনি।	২২৬৫
৮৮৫	مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن (ابن عباس) নিত্য মদপানকারী মারা গেলে মূর্তিপূজারীরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।	৬৭৭

Contents

৮৮৬	من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء (جندب بن عبدالله) তোমাদের মধ্য যার পক্ষে এটা সম্ভব যে, রক্তপাত করে কোন মুসলিমের রক্ত দিয়ে (তার) হাতের তালু পূর্ণ করাটা	৩৩৭৯
৮৮৭	من أكل مع قوم تمرا، فأراد أن يقرن فليستأذنهم (ابن عمر) যে ব্যক্তি কোন কওমের সঙ্গে খেজুর খায় এবং (এ) খাবারে অন্যকে শরীক করতে চায় তাহলে সে যেন তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়।	২৩২৩
৮৮৮	أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ (ابن عباس) তুমি কি আমাকে খালিদকে পান করানোর অনুমতি দাও?	২৩২০
৮৮৮	من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه (ابن عباس) আল্লাহ যাকে খাবার খাওয়ান সে যেন এ দু'আ পড়ে যে, "হে আল্লাহ! আপনি এতে আমাদেরকে বরকত দিন	২৩২০
৮৮৯	من بات و في يده غَمَر، فأصابه شيء فلا يلومن إلا (ابن عباس) যে ব্যক্তি তার হাতে গোশতের তৈলাক্ততা নিয়ে রাত্রিযাপন করে এবং এ কারণে সে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে সে যেন শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়।	২৯৫৬
৮৯০	من كان ذبح أحسبه قال قبل الصلاة فليعد (أبي هريرة) যে ব্যক্তি (সলাতের পূর্বে) যবেহ করেছে।	২৭০৭
৮৯১	من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل (عبد الله بن مسعود) যে ব্যক্তি তার খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেছে স্মরণ এলে সে যেন বলে,	১৯৮
৮৯২	المتباريان لا يجابان و لا يؤكل طعامهما (أبي هريرة) (অহঙ্কারবশত) পরস্পরে প্রতিযোগিতাকারীদের দাওয়াত কবূল করা হবে না এবং তাদের খাবারও খাওয়া হবে না।	৬২৬
৮৯৩	نهى أن نشرب من الإناء المخنوث (ابن عباس) ভাঙ্গা পাত্র থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন।	১২০৭
৮৯৪	نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء (أبي هريرة) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন।	৩৯৯

Contents

৮৯৫	نهي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা তাকে নষ্ট করে দিবে।	৪০০
৮৯৬	نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر (أبو سعيد الخدري) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন।	২৯৫১
৮৯৭	نهي أن يشرب من كسر القدح (أبي هريرة) পাত্রের ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে।	২৬৮৯
৮৯৮	نهي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية (أبي سعيد الخدري) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক উল্টিয়ে ধরে মশকের মুখ থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন।	১১২৬
৮৯৯	نهي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب (عبد الرحمن بن شبل) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ খেতে নিষেধ করেছেন।	২৩৯০
৯০০	نهي صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة (أبي الدرداء) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাসসামা (বেঁধে রেখে যে পাখি বা খরগোশকে তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়) খেতে নিষেধ করেছেন।	২৩৯১
৯০১	نهي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة (أنس بن مالك) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে আহার ও পানাহার করতে নিষেধ করেছেন।	৩৫৬৮
৯০২	نهي صلى الله عليه وسلم عن الثوم و البصل و الكراث (أبي سعيد) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুন, পেঁয়াজ এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসুন সাদৃশ্য তরকারী থেকে নিষেধ করেছেন।	২৩৮৯
৯০৩	زجر عن الشرب قائما (أنس) ধমকি দিয়েছেন দাঁড়িয়ে পান করা থেকে।	১৭৭

Contents

৯০৩	نهي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ: زجر عن الشرب قائما (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন অপর শব্দে ধমকি দিয়েছেন দাঁড়িয়ে পান করা থেকে।	১৭৭
৯০৪	نهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح (أبي سعيد الخدري) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে	৩৮৮
৯০৫	نهي صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة (ابن عمر) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'প্রকার খাবার ঘর থেকে নিষেধ করেছেন, এমন দস্তরখানে বসতে নিষেধ করেছেন যে দস্তরখানে মদ পান করা হয়	২৩৯৪
৯০৬	فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس (أبي سعيد الخدري) তোমার মুখ থেকে পানপাত্রটি সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিঃশ্বাস ফেল।	৩৮৫
৯০৬	نهي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب (أبي سعيد الخدري) একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে ফুঁ দেয়া থেকে নিষেধ করলেন।	৩৮৫
৯০৭	نهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية (جابر بن عبدالله) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন	৩৫৯
৯০৮	هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا (جابر بن طارق) এটা হলো কদু। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের খাবার বৃদ্ধি করি।	২৪০০
৯০৯	لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي (أبي ثعلبة الخشني) গৃহপালিত গাধা-এর গোশত খাবে না এবং তীক্ষ্ণ দাঁতধারী যে কোন হিংস্র জন্তুও খাবে না।	৪৭৫
৯১০	لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر (أبي موسى) নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস খাবে না, কেননা প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসকে আমি হারাম করেছি।	২৪২৪

Contents

৯১০	وما البتع والمزر؟ (أبي موسى) 'বিতউ' ও 'মিযূরু' কি জিনিস?	২৪২৪
৯১১	إن الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر (ابن عباس) তোমরা কদুর খালস, আলকাতরা লাগানো পাত্রে পানীয় পান কর না	২৪২৫
৯১১	أهريقوه (ابن عباس) তা ফেলে দাও	২৪২৫
৯১১	لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت (ابن عباس) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উপর হ্বারাম করেছেন কিংবা হারাম করেছেন– মদ, জুয়া এবং কূবাকে	২৪২৫
৯১২	لا عقر في الإسلام (أنس) ইসলামে তরবারি দ্বারা উটের দাঁড়ানোবস্থায় পা-সমূহ কাটার কোন প্রথা নেই।	২৪৩৬
৯১৩	لا، ولكن السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية (عائشة) "না"। বরং সুন্নাত হলো ছেলের পক্ষ থেকে দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করা।	২৭২০
৯১৪	لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن (أبي الدرداء) মাতা-পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, সর্বদা মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	৬৭৫
৯১৫	لا يدخل الجنة عاق ولا منان (عبد الله بن عمرو) পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, উপকার করে খোঁটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	৬৭৩
৯১৬	لا يدخل الجنة مدمن خمر (أبي موسى الأشعري) নিত্য মদ্যপায়ী, জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	৬৭৮
৯১৭	لا يشربن أحد منكم قائما (أبي هريرة) তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে।	১৭৫
৯১৮	يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله (عمرو بن أبي سلمة) হে বালক! যখন (খাবার) খাবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলবে,	৩৪৪
৯১৯	أمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع (ابن عباس) আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিসের নির্দেশ করছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি:	৩৯৫৭

৯২০	أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله (أبو شريح الخزاعي) সুসংবাদ দাও। তোমরা কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই	৭১৩
৯২১	أبشروا و بشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله (أبي موسى) অনুপস্থিতদেরকে তোমরা সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও যে, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই	৭১২
৯২১	من ردكم؟ (أبي موسى) কে তোমাদেরকে বারণ করল?	৭১২, ১৩১৪
৯২২	أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم (ابن عباس) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত তিন ব্যক্তি: হারামের পবিত্রতা নষ্টকারী,	৭৭৮
৯২৩	إنه قد قال . فمن حلف فليحلف برب الكعبة (قتيلة بنت صيفي الجهنية) "সে যা বলেছে সত্যই বলেছে, সুতরাং কেউ শপথ করলে যেন কা'বার প্রভুর শপথ করে।	১১৬৬
৯২৩	إنه قد قال. فمن قال: ما شاء الله فليقل معها: ثم (قتيلة بنت صيفي الجهنية) সুতরাং তোমাদের কেউ "আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন" বললে তার সঙ্গে যেন একথাও বলে যে, "অত:পর আমি ইচ্ছা করলাম"।	১১৬৬
৯২৩	سبحان الله! وما ذاك؟ (قتيلة بنت صيفي الجهنية) সুবহানাল্লাহ! সেটা কি?	১১৬৬
৯২৪	اجتنبوا الكبائر و سددوا و أبشروا (جابر) তোমরা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, (লোকদেরকে) পথ দেখাও এবং সুসংবাদ দাও।	৮৮৫
৯২৫	أجعلتني مع الله عدلا (ابن عباس) তুমি কি আল্লাহর সঙ্গে আমাকে অংশীদার সাব্যস্ত করছ?	১৩৯
৯২৬	أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام (حذيفة) তোমরা আমার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সংখ্যা গণনা করে রাখ।	২৪৬

Contents

৯২৬	إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا (حذيفة) তোমরা জানো না, সম্ভবত তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে।	২৪৬
৯২৭	احلفوا بالله و بروا و اصدقوا (ابن عمر) তামরা আল্লাহর নামে শপথ কর, নেক কাজ কর, এবং সত্য কথা বল।	১১১৯
৯২৮	الحنيفية السمحة (ابن عباس) উদার সরল (ইসলাম) ধর্ম।	৮৮১
৯২৯	أخر الكلام في القدر لشرار أمتي (أبو هريرة) আমার উম্মতের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের তাকদীর সম্পর্কে ফায়সালা বিলম্বিত করা হয়েছে।	১১২৪
৯৩০	أخرج اخرج فناد في الناس: من شهد أن لا إله إلا الله (أبو بكر) আমাকে বাইরে বের হয়ে একথার ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই	১১৩৫
৯৩০	صدق (أبو بكر) সে (উমার) সত্য বলেছে।	১১৩৫
৯৩১	أدعو إلى الله وحده، الذي إن مسك ضر فدعوته (رجل من بلهجيم) আমি এ কথার প্রতি আহ্বান করি যে, আল্লাহ্ এক,	৪২০
৯৩২	ادعوا الناس، وبشرا و لا تنفرا (أبي موسى الأشعري) তোমরা লোকদেরকে (আল্লাহর প্রতি) ডাকবে, সুসংবাদ দিবে আতঙ্কিত করে দূরে সরাবে না,	৪২১
৯৩২	أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة (أبي موسى الأشعري) সলাতে নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক নেশার বস্তু থেকে আমি (তোমাদেরকে) নিষেধ করি।	৪২১
৯৩৩	إذا أحسَنَ أحدُكم إسلامَه؛ فكل حسنةٍ يعمَلُها (أبي هريرة) যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তার জন্য (তার) প্রত্যেক সৎকাজ যা সে করে	৩৯৫৯
৯৩৪	إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة (أبي عزة الهذلي) আল্লাহ্ কোন ভূমিতে কোন বান্দাকে মৃত্যু দিতে চাইলে সে ভূমিতে তার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।	১২২১
৯৩৫	إذا أسلم العبد، فحسن إسلامه، كتب الله له بكل (أبو سعيد الخدري) বান্দা যখন ইসলাম আনে এবং উত্তমরূপে মুসলমান হয় তখন সে যত নেককাজ করেছে (তার আমলনামায়) তা লিপিবদ্ধ করা হয়	২৪৭

Contents

৯৩৬	إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء (عبد الله) আল্লাহ যখন প্রত্যাদেশ করেন তখন আকাশবাসী পাথরের শুনতে পায়	১২৯৩
৯৩৭	إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت (ابن عباس) তোমাদের কেউ শপথ করলে যেন (এ কথা) না বলে, "আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আমি চেয়েছি"	১০৯৩
৯৩৮	إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة (أبو هريرة) যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করতে থাকে, তখন তার (অন্তর) থেকে ঈমান বের হয়ে যায়, এবং তার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে।	৫০৯
৯৩৯	إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك، فأنت مؤمن (أبو أمامة) যখন তোমার সৎকর্ম তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকর্ম তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি (বিশুদ্ধ) মু'মিন।	৫৫০
৯৪০	إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت (عبد الله) তোমার প্রতিবেশীদেরকে যখন বলতে শুনবে যে তুমি সৎকাজ করেছ তখন (বুঝবে যে) তুমি সৎকাজ করেছ।	১৩২৭
৯৪১	إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فهو كقتله (عمران بن حصين) কোন ব্যক্তি যখন তার (অপর) ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করে, সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল।	৩৩৮৫
৯৪২	اذهب بنعليّ هاتين؛ فمن لقيت من وراء (أبو هريرة) আমার এই জুতা দুটি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাহিরে এরূপ যে ব্যক্তিরই তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়	৩৯৮১
৯৪২	ما حملك على ما فعلت؟ (أبو هريرة) কেন এরূপ করলে হে উমার?	৩৯৮১
৯৪৩	أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن (أبو هريرة) আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের চারটি জিনিস এমন রয়েছে যা তারা কখনো বর্জন করবে না:	৭৩৫
৯৪৪	أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن (أبو مالك الأشعري) আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের ৪টি জিনিস এমন রয়েছে যা তারা কখনো ছাড়বে না	৭৩৪
৯৪৫	أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا (الأسود بن سريع) চার শ্রেণির লোক কেয়ামতের দিন দলীল প্রমাণ প্রদর্শন করবে, বধির যে কিছুই শোনে না,	১৪৩৪

Contents

Contents

৯৬৪	أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت (عبدالله بن عمرو) (হিশাম) তোমার পিতা যদি তাওহীদের স্বীকারোক্তি দিত অত:পর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা (সিয়াম পালন করতে) রাখতে	৪৮৪
৯৬৫	أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا (عدي بن حاتم) আমরাতো তাদের ইবাদত করি না? নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদের ইবাদত করত না	৩২৯৩
৯৬৫	يا عدي! اطرح هذا الوثن (عدي بن حاتم) আদী! "মূর্তিটি ফেলে দাও"	৩২৯৩
৯৬৬	أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن (أنس بن مالك) আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে,	৩০৩
৯৬৭	أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (أبو هريرة) আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই।	৪০৭
৯৬৮	أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن (ابن عمر) আমি মানুষের সাথে লড়াইতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে,	৪০৮
৯৬৯	أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (جابر بن عبد الله) আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই।	৪০৯
৯৭০	أمرنا بأربع، ونهانا عن خمس (جابر) আমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং পাঁচটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন	২৯৭৪
৯৭১	إن أبي و أباك في النار (عمران بن الحصين) নিশ্চয়ই আমার ও তোমার বাবা উভয়েই জাহান্নামী।	২৫৯২
৯৭২	إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ (عائشة) নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে, তোমার স্রষ্টা কে?	১১৬

৯৭৩	إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن (حذيفة) নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আমি সর্বাধিক যে জিনিসের ভয় করছি (তাহলো)	৩২০১
৯৭৪	إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر (محمود بن لبيد) আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিস তোমাদের উপর ভয় করি তা হলো 'শিরকে আসগর'	৯৫১
৯৭৫	إن أرواح المؤمنين فى أجواف طير خضر تعلق (أم مبشر بنت البراء) মু'মিনদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির উদরে বিদ্যমান থাকবে	৯৯৫
৯৭৬	إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ (عبد الله بن مسعود) ইসলাম প্রবাসীর ন্যায় (অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়) আরম্ভ হয়েছে এবং সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে,	১২৭৩
৯৭৭	إن الله إذا استودع شيئا حفظه (عبد الله بن عمر) "আল্লাহর নিকট কোন জিনিস সোপর্দ করা হলে তিনি তা হেফাজত করেন।	২৫৪৭
৯৭৮	إن الله تبارك و تعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد (حكيم بن حزام) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার তওবা কবুল করেন না যে ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে।	২৫৪৫
৯৭৯	إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته (أبو هريرة) আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই।	১৬৪০
৯৮০	إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بى (واثلة) আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি (তার সাথে) আচরণ করে থাকি	১৬৬৩
৯৮১	إن الله رضي لهذه الأمة اليسر و كره لهم العسر (محجن بن الأدرع) আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য সহজকে পছন্দ করেছেন এবং কঠিন করাকে অপছন্দ করেছেন।	১৬৩৫
৯৮২	إن الله عز وجل أنزل: و من لم يحكم بما (ابن عباس) আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন যে, "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন ..."	২৫৫২
৯৮২	أنزلها الله فى الطائفتين من اليهود، و كانت (ابن عباس) আল্লাহ আয়াতটি ইহুদীদের দুই দল সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন।	২৫৫২

Contents

৯৮৩,	إن الله عز وجل ليؤيد هذا الدين بالرجل (عبدالله) “নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দীনকে ফাসেক ব্যক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করবেন।”	১৬৪৯
৯৮৪	إن الله عز وجل يضحك من رجلين يقتل (أبو هريرة) নিশ্চয়ই আল্লাহ (এমন) দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন যারা একজন অপরজনকে হত্যা করে	২৫২৫
৯৮৫	إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة (أبى هريرة) প্রতি শত বৎসরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য	৫৯৯
৯৮৬	إن الله يصنع كل صانع (حذيفة) নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক আবিষ্কারক ও আবিষ্কারকে সৃষ্টি করেন।	১৬৩৭
৯৮৭	إن الله يقول: أنا خير شريك (الضحاك بن قيس) আমি হলাম সর্বোত্তম অংশীদার। সুতরাং আমার সঙ্গে যে কাউকে অংশীদার স্থির করবে	২৭৬৪
৯৮৮	إن الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما (عبد الله بن عمرو) নিশ্চয়ই ঈমান তোমাদের অন্তরে পুরাতন হয়ে যায় যেমনিভাবে কাপড় পুরাতন হয়ে থাকে।	১৫৮৫
৯৮৯	إنّ أول شيءٍ خَلَقَهُ الله عزّ وجلّ: القلمُ (ابن عمر) আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন	৩১৩৬
৯৯০	إنّ أول الناس يقضى يوم القيامة عليه (أبو هريرة) কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ	৩৫১৮
৯৯১	إنّ أهل الجنّة ييسرون لعمل أهل الجنة (عبدالله بن عمر) নিশ্চয়ই জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের আমল সহজ করে দেয়া হয়।	৩৫২১
৯৯১	فى شىء قد خلا ومضى (عبدالله بن عمر) ঐ বিষয়ে যা হয়ে গেছে এবং যে ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে।	৩৫২১
৯৯২	إن بعضكم على بعض شهداء (أبو هريرة) নিশ্চয়ই তোমাদের কতক কতকের বিপক্ষে সাক্ষী।	২৬০০
৯৯২	وجبت (أبو هريرة) (এটাও তার জন্য) অবধারিত হয়ে গেছে।	২৬০০

Contents

৯৯৩	إِنَّ ثَلاثَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ. فَوَقَعَ الجَبَلُ (النعمان بن بشير) তিনি বললেন, তিনজন লোক পর্বতগুহায় (আশ্রয় নিয়ে) ছিল	৩৪৬৮
৯৯৩	قال الجبل: طاق؛ ففرج الله عنهم فخرجوا (النعمان بن بشير) তিনি বলছেন পর্বত (ছিল) ধনুক (সাদৃশ্য)। অত:পর আল্লাহ তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন (এবং পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল) এবং তারা সকলে (হেঁটে) বের হয়ে গেল।	৩৪৬৮
৯৯৪	إن الدجال يطوي الأرض كلها إلا مكة والمدينة (أنس) নিশ্চয়ই দাজ্জাল মক্কা-মদীনা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করবে।	৩০৮৪
৯৯৫	إن ما قدر في الرحم سيكون (أبو سعيد الزرقي) গর্ভাশয়ে (পূর্ব থেকে) যা সুনির্ধারিত তা ঘটবেই।	১০৩২
৯৯৬	إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء (عبد الله بن مسعود) আব্দুল্লাহ্র পরিবার শিরক থেকে পবিত্র	২৯৭২
৯৯৬	إن الرقى و التمائم و التولة شرك (عبد الله بن مسعود) নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক তাবিজ এবং যাদুমন্ত্র শিরক (এর অন্তর্ভুক্ত)।	২৯৭২
৯৯৭	إن سَرَّكَ أَنْ تفي بنذرك؛ فأعتقي مُحَرَّراً من هؤلاء (أبو هريرة) তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করতে চাইলে এসব যুদ্ধবন্দীদের যে কাউকে আযাদ কর।	৩১১৪
৯৯৭	هذا نَعَمُ قومي (أبو هريرة) এটা আমার সম্প্রদায়ের উট	৩১১৪
৯৯৭	هم أشد قتالاً في الملاحم (أبو هريرة) "তারা (বনূ তামীম) যুদ্ধ ময়দানে সর্বাধিক লড়াইকারী"	৩১১৪
৯৯৮	إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه (أبو هريرة) শয়তান তোমাদের এ ভূমিতে (তার) উপাসনা করা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।	২৬৩৫
৯৯৯	إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في (جابر بن عبد الله الأنصاري) নিশ্চয়ই শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে আরব উপদ্বীপে মুসল্লীদের তার উপাসনা করা থেকে	১৬০৮
১০০০	إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه (سبرة بن أبي فاكه) নিশ্চয়ই শয়তান বনী আদমকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেকগুলো পথ বেছে নিয়েছে।	২৯৭৯

٥٠١- عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيْهِ مِحْجَنٍ : أَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَمِحْجَنٌ فِىْ مَجْلِسِهٖ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقَالَ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلٰكِنِّىْ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ أَهْلِيْ ، فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ . (الصحيحة: ١٣٣٧)

৫০১. বুস্‌র ইবনু মিহজান তাঁর পিতা মিহজান (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে তিনি বসা ছিলেন। অত:পর সলাতের আযান দেয়া হলো। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে সলাতে চলে গেলেন। অত:পর ফিরে এলেন। মিহজান তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় না করে সে মজলিসেই বসে রইলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, লোকদের সাথে সলাত আদায় করতে কোন্ জিনিস তোমাকে বিরত রাখল? তুমি কী মুসলিম নও? অত:পর তিনি বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তবে আমি আমার ঘরে সলাত আদায় করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, সলাত আদায় করে থাকলেও যখন (মাসজিদে) আসবে লোকদের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করে নিবে। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৩৭)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মালিক (র.) হাদীসটি তাঁর মুআত্তার হা: ১৩২; ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানের (২/১১২); বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (২/৩০০); দারাকুতনী তাঁর সুনানের (১/৪১৫); ইমাম বাগাবী তাঁর শরহুস সুন্নাহ'র (৩/৪৩০); যাইলাঈ তাঁর নসবুর রায়াহ এর হা: ৪৩৩; ইবনু আব্দুল বার ত্বাজরীদুত তাহমীদে ৮৪; এছাড়াও ইরওয়াউল গালীল-এর (২/৩১৪); আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২০৬৮৫ এবং ইমাম ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদের হা: ৪/২২২ এবং ৪/২৫২ এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٢ـ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَارَوَنْد (وَ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: اِبْنُ قُنْبُرٍ) قَالَ: سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلاَةِ أَبِيْهِ فِي السَّفَرِ ؟ فَأَخْبَرَ عَنْ أَبِيْهِ (ابْنِ عُمَرَ) ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُم الأَمْرُ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ . (يَعْنِيْ اَلْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ) . (الصحيحة:١٣٧٠)

৫০২. কাসীর ইবনু কারাওয়ান্দ বলেন, আমরা সালিম ইবনু আব্দুল্লাহর নিকট সফরে তার পিতার সলাত কিরূপ ছিল জানতে চাইলাম। অত:পর তিনি তার পিতা (ইবনু উমার) থেকে সংবাদ দেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যদি এমন বিষয় উপস্থিত হয় যে সে তা হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা করে, তবে সে যেন এই সলাত (তথা দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে) পড়ে নেয়। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৭০)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নাসাঈ হাদীসটি তাঁর সুনানের (১/২৮৬)-তে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর 'কানযুল উম্মাল' এর হা: ২০১৮৮-তে ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ বিদ্যমান এবং সানাদের সকল রাবীই সিকাহ।

٥٠٣ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ إِلَى الْمَسْجِدِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَسَنَةً، وَ مَحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً حَتَّى يَأْتِيَ مَقَامَهُ . (الصحيحة:١٠٦٣)

৫০৩. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান যখন মাসজিদের দিকে রওনা হয় সে তার ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত তার প্রতি কদমে কদমে আল্লাহ একটি নেকী দান করেন এবং একটি করে গুনাহ মোচন করেন। **(সহীহাহ্ হা. ১০৬৩)**

হাদীসটি সহীহ লিগাইরীহি।

হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ রয়েছে। এ হাদীসটির সানাদের প্রায় সকলেই সিকাহ। ইমাম বুখারী তাঁর আত্‌তারীখুল কাবীরে (৯/১৭) হাদীসটির সমর্থক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আবূ নসর তাঁর আস-সলাত (২/১৯)-এ মুসা ইবনু ইয়াকূবের তরীকে 'আবূ হুরাইরাহ' (রা)-এর সূত্রে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٤ـ عَنْ زَيْـنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَتْ إِحْدَاكُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيْبًا .(الصحيحة: ١٠٩٤)

৫০৪. যয়নাব আসসাকাফী থেকে বর্ণিত। নাবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নারীদের কেউ যদি মাসজিদে গমন করে তবে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। **(সহীহাহ্ হা. ১০৯৪)**

হাদীসটি হাসান।

ইমাম আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী হাদীসটি তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ৪৫১৭৭ এবং ৪৫১৮০-তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৩৬৩); ইবনু সাআদ তাঁর আত-তবাকাত (৮/২৯০); নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/২৮৩); ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশক (১৭/২৭৪/১)-এ বুকাইর ইবনু আব্দুল্লাহ'র সূত্রে যাইনাব আস-সাকাফীয়্যাহ থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٥ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيْبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ .(الصحيحة: ١٠٣١)

৫০৫. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন মাসজিদে গমন করে তখন সে যেন সুগন্ধি থেকে শরীরকে পবিত্র করে নেয় যেমনিভাবে নাপাকী থেকে সে নিজেকে পবিত্র করে নেয়। **(সহীহাহ্ হা. ১০৩১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানের (৮/১৫৪)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা'র (৩/১৩৩)-এ আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনু আবী উবাইদের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এই ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ। এছাড়াও আল্লামা শাওকানী তাঁর আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুআহ'র হাঃ ১৩৬-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٥٠٦ـ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ وَ أَمِنُوا ؛ فَـ [وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ !] مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُم لِصَاحِبِهِ فِى الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهُ فِى الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مِنْ مُجَادَلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِى إِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ أُدْخِلُوا النَّارَ . قَالَ : يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا: ! إِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا؛ وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا؛وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا ؛ [وَيُجَاهِدُوْنَ مَعَنَا]؛ فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ . قَالَ : فَيَقُوْلُ : اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ ؛ فَيَأْتُوْنَهُمْ ؛ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ ؛ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُم ؛ [لَمْ تَغْشَ الوَجْهَ] ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلٰى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ؛ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ إِلٰى كَعْبَيْهِ [فَيُخرِجُونَ مِنْها بَشَراً كثيراً] ؛ فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ! قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا .قَالَ : ثُمَّ [يَعُوْدُوْنَ فَيَتَكَلَّمُوْنَ فَـ] يَقُوْلُ : أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ دِيْنَارٍ مِّنَ الْإِيْمَانِ . [فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقاً كَثِيْراً]، ثُمَّ [يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنا! لَمْ نَذَرْ فِيْهَا أَحَداً مِّمَّنْ أَمَرتَنَا. ثُمَّ يَقُوْلُ : اِرْجِعُوْا،فَـ] مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِيْنَارٍ [فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقاً كَثِيْراً، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيْهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا...]؛ حَتّٰى يَقُوْلَ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ.[فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقاً كَثِيْرًا]، قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهَذَا الْحَدِيْثِ فَلْيَقْرَأْ هٰذِهِ الْآيَةَ : (إِنَّ اللهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيْماً) [النِّسَاءُ /٠] ؛ قَالَ :فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ! قَدْ أَخْرَجْنا مَنْ أَمَرْتَنَا؛ فَلَمْ يَبْقَ فِىْ النَّارِ أَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ . قَالَ: ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ : شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ؛ وَشَفَعَتِ الْأَنْبِيَاءُ ؛ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؛ وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

قال : فَيَقْبَضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ أَوْ قَالَ : قَبْضَتَيْنِ نَاساً لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْراً قَطُّ؛ قَدِ احْتَرَقُوا حَتَّى صَارُوْا حُمَماً. قَالَ: فَيُؤْتَى بِهِمْ إِلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: (الْحَيَاةُ) ؛ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ ؛ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ؛ [قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ؛ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ؛ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ؛ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ] ؛ قَالَ : فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِم مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ؛ وَفِيْ أَعْنَاقِهِمْ الْخَاتَمُ ؛(وَفِيْ رِوَايَةٍ: الْخَوَاتِمُ) : عُتَقَاءُ اللهِ . قَالَ : فَيُقَالُ لَهُمْ : اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ؛ فَمَا تَمَنَّيْتُمْ وَرَأَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ [وَ مِثْلُهُ مَعَهُ]. [فَيَقُوْلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ؛ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ]. قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ! أَعَطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ . قَالَ : فَيَقُوْلُ : فَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِيْ أَفْضَلَ مِنْهُ . فَيَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ! وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ [قَالَ:] فَيَقُوْلُ: رِضَائِيْ عَنْكُم ؛ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَداً) . (الصحيحة: ٣٠٥٤)

৫০৬. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনদের যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা ঈমান আনবে। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ তখন দুনিয়াতে তোমাদের কেউ তার অধিকার আদায়ে যার নিকট হক পায় তার সাথে যে (পরিমাণ) বিতর্কে লিপ্ত হবে তার চেয়ে কঠোর বিতর্কে লিপ্ত হবে মুমিনরা তাদের প্রভুর সাথে তাদের সেসব ভাইদের ব্যাপারে যাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করতো, সিয়াম রাখত, হজ্জ করত এবং জিহাদ করত (অথচ) আপনি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন, অত:পর আল্লাহ্ বলবেন যাও এবং তাদের থেকে যাদেরকে চিন বের করে নিয়ে আস। অত:পর তারা তাদের নিকট আসবে এবং তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। আগুন তাদের চেহারাকে ভক্ষণ করবে না। তাদের কাউকে আগুন তার গোছা পর্যন্ত ঝলসে দিয়েছে কারো বা তার গোড়ালিদ্বয় পর্যন্ত। তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। অত:পর বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের যাদের বের করে আনার নির্দেশ করেছেন আমরা তাদেরকে বের করে এনেছি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা ফিরে এসে (আল্লাহর সঙ্গে আবারও) কথোপকথন করবে। অত:পর আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে এক দীনার সমপরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। অত:পর তারা প্রচুর লোককে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আনবে। এরপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি যাদেরকে বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের কাউকেই আমরা ছেড়ে আসি নি। অত:পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা ফিরে যাও এবং যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তারা তাদেরকে বের করে আনবে। তারা প্রচুর লোককে বের করে আনবে। এরপর বলবে, হে আমাদের রব! যাদের বের করে আনার আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন তাদের কাউকেও আমরা ছেড়ে আসিনি। অত:পর আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আন। অত:পর তারা প্রচুর লোককে বের করে আনবে। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এ হাদীসকে সত্যায়ন না করে সে যেন এ আয়াত পাঠ করে "নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন। (সূরা: আন-নিসা: ৪০)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অত:পর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যাদেরকে বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাদেরকে বের করে এনেছি। কল্যাণ রয়েছে এমন কেউ আর জাহান্নামে নেই। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অত:পর আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতারা শাফা'আত করেছে, আম্বিয়ারা শাফা'আত করেছে এবং মুমিনরা শাফা'আত করেছে। এখন এক

'আরহামুর রাহেমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট নেই। এই বলে তিনি এক বা দুই মুষ্টি ভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম হতে বের করবেন যারা কখনো নেক কাজ করেনি। যারা জ্বলে-পুড়ে কালো কয়লা হয়ে গেছে। অত:পর তাদেরকে হায়াত নামক পানিতে ফেলে দেয়া হবে এবং তাদের উপর ঢেলে দেয়া হবে। তাতে তারা স্রোতের ধারে যেন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে উঠবে। তোমরা সে ঘাসগুলোকে পাথর এবং বৃক্ষসমূহের নিকট দেখতে পাও এগুলোর মধ্যে যেগুলো সূর্যের দিকে থাকে সেগুলো সবুজ হয় আর যেগুলো ছায়ায় থাকে সেগুলো সাদা হয়।

রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন তারা তাদের দেহ থেকে বের হয়ে আসবে মুক্তার মতো (চকচকে অবস্থায়) তাদের ঘাড়ে সিলমোহর থাকবে। অপর বর্ণনায় সিলমোহর হলো: আল্লাহর আযাদকৃত অত:পর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা কামনা করেছ এবং দেখেছ সব তোমাদের, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অত:পর জান্নাতীরা তাদের দেখে বলবে, তারা হলো পরম দয়ালুর আযাদকৃত। তাদের কোন আমল করা ছাড়াই তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং তারা কোন সৎকাজও আগে প্রেরণ করেনি। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অত:পর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা পৃথিবীর আর কাউকে দান করেন নি। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অত:পর আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্য আমার নিকট এর চেয়েও উত্তম বিনিময় রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে উত্তম বিনিময় আর কি? রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অত:পর আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি। সুতরাং তোমাদের উপর আর কখনো আমি রাগ করব না। **(সহীহাহ্ হা. ৩০৫৪)**

হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন, হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১১৮৯৮, (১৮/৩৯৪-৩৯৬); ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের ২৫৯৮; ইমাম নাসাঈ তাঁর আল-মুজতবার (৮/১১২-১১৩)-তে; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৬০; ইবনু খুযাইমাহ তাঁর আত-তাউহীদের ৩০৯;

বাগাবী তাঁর শরহুস সুন্নাহর হাঃ ৪৩৪৮-তে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইমাম আহমাদ এ সূত্র ব্যতীত ভিন্ন সূত্রে তাঁর মুসনাদের হাঃ ১১০১৬, ১১১২৭ ও ১১৮৩৫ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফের হাঃ ২০৮৫৭ এ তার তরীকে সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

٥٠٧ـ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَ النَّاسُ رُكُوْعٌ، فَلْيَرْكَعْ ، حِيْنَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ اَلسُّنَّةُ . (الصحيحة: ٢٢٩)

৫০৭. আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনুয যুবাইরকে মিম্বারে (একথা বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে এবং লোকদেরকে রুকূ অবস্থায় পায়। তাহলে প্রবেশের সময়ই যেন সে রুকু করে। এরপর রুকু অবস্থায় ধীরে ধীরে কাতারে প্রবেশ করে– কারণ এমনটি করা সুন্নাত। (সহীহাহ্ হা. ২২৯)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম মুরতাদা আয্-যাবিদী তাঁর 'ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন'-এর (৩/৩৩৪)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম তবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (১/৩৩/১)-এ زَوَائِدُ الْمُعْجَمَيْنِ: اَلأَوْسَطُ وَ الصَّغِيْرُ মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী বলেন, ইবনুয যুবাইর থেকে শুধু এই ইসনাদেই বর্ণিত। হারমালা এই ক্ষেত্রে মুতাফাররিদ।

আমি (আলবানী) বলব: তিনি সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। আর তাঁর পূর্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সকেলেই শাইখাইনের রাবী ও সিকাহ। আর মুহাম্মাদ ইবনু নসর এর নাম হলো, ইবনু হামিদ আল-ওয়াযি' আল-বাযযার।

٥٠٨ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (وَفِى رِوَايَةٍ: عُثْمَانُ)، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ؟! فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ! فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ؛ فَلْيَغْتَسِلْ. (الصحيحة: ٣٩٧١)

৫০৮. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। উমার (রা.) একদিন জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন একজন লোক প্রবেশ করল। উমার বললেন, তোমরা সলাতে দেরি কর কেন? অত:পর লোকটি বলল, না, কারণ হলো, আমি আযান শুনে উযূ করেছি। উমার বললেন, তোমরা কি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শোননি যে, তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর উদ্দেশ্যে রওনা করে সে যেন গোসল করে নেয়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৯৭১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীর (২/৪); ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানের (৩/১০৫); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হাঃ ৩১৯ ও ৩২০, (১/৪০৭); ইমাম তায়ালিসী তাঁর মুসনাদের হাঃ ৫২ ও ১৪০; ইমাম বাযযার তাঁর মুসনাদের হাঃ ২১৮; আব্দুস সামাদ ইবনু আব্দুল ওরিস এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (২/৯৪); যাবিদী তাঁর ইতহাফ এর (৩/২৪৬); আবূ নুআঈম তাঁর হিলয়াতুল আওলিয়ার (৮/১৯৮) এবং মিনহাতুল খালিকের হাঃ ২৭৭-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

٥٠٩ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَنَّ أَعْمَى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَسْمَعُ النِّدَاءَ ، وَلَعَلِّيْ لَا أَجِدُ قَائِدًا؟ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ ، فَأَجِبْ دَاعِيَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . (الصحيحة:١٣٥٤)

৫০৯. কা'ব ইবনু উজরা বলেন, আমার চাচা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আযান শুনি কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি জামাতে শরীক হলে দলপতির সাক্ষাৎ পাবো না। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আযান শুনলে মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিবে। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৫৪)**

হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা মুরতাদা আযযাবিদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের (৩/১১); আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তার কানযুল উম্মালের হাঃ ২০৯৯৬ ও ২১০০৫২; ইমাম সুয়ূতী তাঁর আদ-দুররুল মানসুর এর (৬/৩১৫); ইবনু আবী হাতিম আররাযী তাঁর ইলালের হাঃ ৪৪৯-তে; ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৬/১৫০) এবং দারাকুত্নী তাঁর সুনানের (২/৮৭) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٥١٠ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ بن مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُنَادِىَ يُثَوِّبُ بِالصَّلَاةِ فَقُوْلُوْا كَمَا يَقُوْلُ.

(الصحيحة: ١٣٢٨)

৫১০. সাহল ইবনু মু'আয (রা.) তাঁর পিতা থেকে (এবং তিনি) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে সলাতের জন্য ডাকতে শুনবে তখন সে (মুয়াজ্জিন) যেরূপ বলবে তোমরাও অনুরূপ বল।

(সহীহাহ্ হা. ১৩২৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হাঃ ৪১১-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ভিন্ন শব্দে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর কিতাবুস সালাতের হা. ১১; আবূ দাউদ তার সুনানের হাঃ ৫২৩; তিরমিযী তার সুনানের হাঃ ৩৬১৪; নাসাঈ তার সুনানের (২/২৫) বাগাভী তার শরহুস সুন্নাহ এর (২/২৮৪) মিশকাতুল মাসাবীহ এর হাঃ ৬৫৭; ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশ্ক এর হাঃ ৪১৪; ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (১/২২৬); তালখীসুল হাবীরের (১/২১১); তাফসীরে ইবনু কাসীরের (৪/১১৬); ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী তাঁর ইলালের হাঃ ৫০৩; ইমাম মুনযিরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব এর (১/৮); যাবীদী তাঁর ইতহাফের (৩/৫১ ও ৫/৪৯); শাইখ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল এর (১/২৫৯) এবং আলী মুত্তাকী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ২০৯৯৮ ও ২১০০৬-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٥١١ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ اِثْنَتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا؟ فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. (الصحيحة: ١٣٥٦)

৫১১. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (একথা) বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের কেউ যখন সলাতে ভুল করে যে, এক রাকাত পড়েছে না দুই

রাকাত (কিছুই) বলতে পারে না তাহলে সে যেন এক রাকাতের উপর বেনা করে। আর যদি (এটা) না জানে যে দুই রাকাত পড়েছে না তিন রাকাত তবে সে দুই রাকাতের উপর বেনা করবে। আর যদি না জানে যে তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত। তবে সে যেন তিন রাকাতের উপর বেনা করে। এবং সালাম ফেরাবার পূর্বে দুটি সেজদা করে নেয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৩৫৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী তাঁর সুনানের হাঃ ৩৯৮; ইমাম বাগাভী তাঁর শরহুস সুন্নাহর (৩/২৮২); যাইলাঈ নসবুর রা'য়াহর ৩/১৭০ ও ১৭৪; আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ১৯৮৪৩ ও ১৯৮২৭; ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৪/৩৩) ও (৬/৩৩৪) এবং দারাকুতনী তাঁর সুনানের (১/৩৭০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٥١٢- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَمُرُّ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. (الصحيحة: ١٣٨٦)

৫১২. জুবাইর ইবনু মুতঈম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন (তার) সামনে 'সুতরা' (মুসল্লীর সামনে স্থাপিত লাঠি) রেখে সলাত আদায় করে তাহলে সে যেন তার নিকটে দাঁড়ায় যাতে তার ও (সে) সুতরার মাঝে শয়তান চলাচল করতে না পারে। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৮৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানে হাঃ ৬৯৫; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ২ পৃষ্ঠায়; ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে ২য় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা'র ২য় খণ্ডের ২৭২ পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মু'জামু কাবীরের ২য় খণ্ডের ১১৯, ১৪৬, ২৫১ পৃষ্ঠায়; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতের হাঃ ৭৮২; তহাবী শরহু মুশকিলিল আসারের ৩য় খণ্ডের ২৫১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٥١٣- عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَا يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ. (الصحيحة: ١٣٢٩)

৫১৩. ই'সমা ইবনু মালিক আল-খিতমী (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত যে, তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সলাত আদায় করে তবে সে যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসা বা কথা বলার পূর্বে অন্য কোন সলাত আদায় না করে। **(সহীহাহ্ হা. ১৩২৯)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহার 'জুমুআ অধ্যায়' হাঃ ৬৭; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৪৯৯ পৃষ্ঠায়; নাসাঈ তাঁর সুনানের ৩য় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা'র ৩য় খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হাঃ ২১১৬৪; ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয্ যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেন।

٥١٤ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِىْ سَعِيْدٍ : أَحَدُنَا يُصَلِّىْ فَلَا يَدْرِىْ كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(الصحيحة: ١٣٦٢)

৫১৪. ইয়ায ইবনু হিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমাদের কেউ সলাত আদায় করে কিন্তু সে জানে না যে, সে কিভাবে সলাত আদায় করেছে (এখন তার করণীয় কী)? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে এবং সে জানে না যে সে কিভাবে সলাত আদায় করেছে তবে সে যেন বসাবস্থায় দুটি সিজদা করে। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৬২)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে হাঃ ৩৯৬ এবং হাফিজ ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদ নামক হাদীস গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরাতে হাঃ ১২০৪; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল হাঃ ১৯৮২৮; আবূ দাউদ তাঁর সুনানে হাঃ ১০২৯ এবং ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

٥١٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزَيِّنُ لَهُ. (الصحيحة:١٣٦٩)

৫১৫. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে তখন সে যেন তার দুটি পোশাক পরিধান করে কেননা আল্লাহই সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের সর্বাধিক উপযুক্ত। (সহীহাহ্ হা. ১৩৬৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম মুসতাদরাকের ১ম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহে হাঃ ১০০৯; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানুযুল উম্মালে হাঃ ২০১১৭; মুরতাযা যাবিদী তাঁর ইতহাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকীনের ৩য় খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায়; ইমাম সুয়ূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ দুররে মানসুরের ৩য় খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٥١٦ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا . (الصحيحة:١٣٦٣)

৫১৬. মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম বসে সলাত আদায় করলে তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে। (সহীহাহ্ হা. ৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানে হাঃ ৬০২; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা'র ২য় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থের হাদীস নং ১৩১৫; হাফিজ যা ইলাঈ নাসবুর রায়াহ'র ২য় খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায়; আলী আল্-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হাঃ ২০৪৬২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٥١٧ـ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلُّوْا عَلَى جَنَازَةٍ وَ أَثْنَوْا خَيْرًا ، يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ فِيْمَا يَعْلَمُوْنَ وَأَغْفِرُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ. (الصحيحة:١٣٦٤)

৫১৭. রুবাইয়্যি বিনতি মু'আব্বিয (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন জানাযার সলাত আদায় কর এবং (মাইয়্যিতের) ভালো প্রশংসা কর (তখন) আল্লাহ বলেন, তারা যে বিষয়ে অবগত সে বিষয়ে আমি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম এবং আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম –এমন বিষয়ে যা তারা জানেনা।

(সহীহাহ্ হা. ১৩৬৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হাদীস নং ৪২২-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে যেগুলো তার মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রূপে ধরা হয়। তবে হাদীসটি ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর লিসানুল মিযানে উল্লেখ করেছেন।

٥١٨ـ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ الْمُعَطَّلِ السَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ ، وَ أَنَا بِهِ جَاهِلٌ ، مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ) فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُوْرَةٌ وَ مُتَقَبَّلَةٌ ، حَتَّى تَعْتَدِلَ عَلَى رَأْسِكَ مِثْلَ الرُّمْحِ ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ عَلَى رَأْسِكَ ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيْهَا جَهَنَّمُ ، وَ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزُوْلَ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، (ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ). (الصحيحة: ١٣٧١)

৫১৮. সাফওয়ান ইবনুল মুআত্তাল আস্-সুলামী (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করব যা আপনি জানেন অথচ আমি সে সম্পর্কে (একেবারেই) অজ্ঞ। সকাল ও সন্ধ্যায় এমন কোন সময় আছে কি, যে

সময়ে সলাত আদায় করা মাকরূহ? অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাক। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে উদিত হয়। এরপর যখন সূর্যোদয় হয় তখন (আবার) সলাত আদায় করতে পারবে। কেননা নির্ধারিত সময়ে সলাতের সময় হয় এবং (সে সময়ে সলাত আদায় করলে) তা কবুল করা হয়।

(এভাবে সলাত আদায় করতে পারবে) তোমার মাথার উপর বর্শার ন্যায় সূর্য সোজা হয়ে খাড়া (দণ্ডায়মান) হওয়ার আগ পর্যন্ত। অত:পর সূর্য যখন তোমার মাথা বরাবর চলে আসে তখন এ সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয় এবং তখন জাহান্নামের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয়। অত:পর সূর্য যখন তোমার ভ্রুর ডানপার্শ্ব (মধ্য গগণ) থেকে হেলে পড়ে তখন (যুহরের) সলাত আদায় কর কেননা তখন সলাতের সময় হয় এবং কবুল করা হয়। এভাবে আসর সলাত পর্যন্ত (সলাত আদায় করতে পারো এবং) এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাক। (সহীহাহ্ হা. ১৩৭১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২২৪ পৃষ্ঠায়; ইবনু আসাকির তাহযীবে তারিখে দিমাশকের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৪০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে। বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরার ২য় খণ্ডের ৪৫৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে হা: ১২৫২; হাকিম মুসতাদরাকের ৩য় খণ্ডের ৫১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

٥١٩ـ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ لَا عَنْ يَمِيْنِكَ وَ لٰكِنْ اُبْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمَيْكَ وَادْلُكْهُ. (الصحيحة: ١٢٢٣)

৫১৯. তারিক ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তুমি যখন সলাত আদায় কর তখন তুমি তোমার সম্মুখে এবং ডানে থুথু ফেলবে না। বরং অবসর হলে বামে থুথু ফেল অন্যথায় পায়ের নিচে ফেলে তা মর্দন করবে। (সহীহাহ্ হা. ১২২৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায়; আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ কিতাবে হা: ১৬৮৮-তে রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে। বাইহাকী তাঁর সুনানের ২য় খণ্ডের ২৯২ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

٥٢٠ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَه؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِيْ اللهَ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنَهَا. (الصحيحة: ٣٩٧٤)

৫২০. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে যেন তার সম্মুখে থুথু না ফেলে। কেননা সে যখন সলাতে রত (নিয়োজিত) থাকে (তখন সে) আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করে এবং ডানেও যেন (থুথু) না ফেলে। কেননা তার ডানপার্শ্বে ফেরেশতা থাকে। (বরং) সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে কিংবা পায়ের নিচে থুথু ফেলে তা মুছে ফেলে। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৪৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী তাঁর সহীহে ১ম খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায়; খাতীবে তাবরিযী তাঁর মিশকাতের হা: ৭১০; হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী'র ১ম খণ্ডের ৫১২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

এয়াড়াও ভিন্ন শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন– হাফিয আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে হা: ১৬৮৬; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ১৯৯৪১-তে।

٥٢١ـ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ - أَوْ قَالَ الرَّجُلُ - فِيْ صَلَاتِهِ يَقْبَلُ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ قِبْلَتِهِ وَلَا يَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَإِنَّ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ لِيَبْزُقَنَّ عَنْ يَسَارِهِ. (الصحيحة: ١٠٦٢)

৫২১. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন আল্লাহ তার (সলাত আদায়কারীর) সামনাসামনি হন। অত:পর তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে এবং তার ডানে যেন থুথু না ফেলে। কেননা পূণ্য লেখক (ফেরেশতা) তার ডানে থাকে। বরং সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে। (সহীহাহ্ হা. ১০৬২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৯৪৫; ইমাম বাগাভী শরহুস সুন্নার ৩য় খণ্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায়; আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ৯৯৭৩; হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায়; ইমাম মুনযিরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায়; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ১০২৭; ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা'র ২য় খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٢ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

(الصحيحة: ٣٢١)

৫২২. মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন দুই রাকাতের মাঝে (না বসে) দাঁড়িয়ে যায়। (সম্পূর্ণ) সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই যদি স্মরণ হয় তবে বসে যাবে। আর যদি সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে (আর ফিরে এসে) বসবে না এবং দুটি সিজদায়ে সাহু করবে। (সহীহাহ্ হা. ৩২১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদীস নং ১২০৮; আবূ দাউদ হা. ১০৩৬; দারাকুতনী তাঁর সুনানের হা. ১৪৫; ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (২/৩৪৩); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৫৩, ২৫৩-২৫৪)-এ জাবির আল-জুওফী'র তরীকে মাকতুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তালখিসুল হাবীরের ২য় খণ্ডের ৪ পৃষ্ঠায় ও ইরওয়াউল গালীল-এর ২য় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

٥٢٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ : إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

(الصحيحة:٥٩٧)

৫২৩. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআনের ক্বারী যখন দিন-রাত (তা) তিলাওয়াতের গুরুত্ব দেয় (তখন) তার কুরআন মুখস্ত থাকে অন্যথায় সে তা ভুলে যায়। **(সহীহাহ্ হা. ৫৯৭)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'সালাতুল মুসাফির' অধ্যায়ে হাদীস নং ২২৭; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হাদীস নং ২৭৮৫-তে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি অন্য শব্দেও ইমাম মুসলিম একই অধ্যায়ে হাঃ ২২৩; আবূ দাউদ তাঁর সুনানে হাঃ ১৩১১; নাসায়ী তাঁর সুনানের ১ম খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٤ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) . فَأَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (الصحيحة:٢٥٣٤)

৫২৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়ে আমীন বলে তখন তোমরাও (তার সঙ্গে উচ্চস্বরে) আমীন বল। কেননা ফেরেশতা তার দোয়ার উপর আমীন বলে। সুতরাং যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীনের সঙ্গে মিলে যাবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(সহীহাহ্ হা. ২৫৩৪)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হাফিয সুয়ূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আদদুররুল মানসুর' ১ম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে (৪/১৪০৮)-এ আবূ হুরাইরাহ (রা) সূত্রে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আরবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। হাদীসটি ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবিলের হা. ৩৪৪-এ .. إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا , فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ শব্দে উল্লেখ রয়েছে।

٥٢٥ـ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : إِذَا قَضَى أَحَدُكُم الصَّلَاةَ فِىْ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِّنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا . (الصحيحة:١٣٩٢)

৫২৫. আবূ সাঈদ (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার মাসজিদে কাযা সলাত আদায় করে সে যেন তার (নিজের) ঘরেও কিছু সলাত আদায় করে। কেননা আল্লাহ তার (এ) সলাতের কারণে তার ঘরে বরকত দান করেন। (সহীহাহ্ হা. ১৩৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি এই শব্দে ইমাম বাগাভী শরহুস সুন্নাহের ৪র্থ খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায়; খাতীবে বাগদাদী তারীখে বাগদাদের ৪র্থ খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। হাফিয সুয়ূতী জামউল জাওয়ামিতে হা: ২৩৫৮; ইবনু মাজাহ সুনানে হা: ১৩৭৬; ইমাম আহমাদ সুনানে ৩য় খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা সহীহে হা: ১২০৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٦ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا لَا نَدْرِىْ مَا نَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ . فَقَالَ : إِذَا قَعَدْتُمْ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُوْلُوْا : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ . (الصحيحة:٨٧٨)

৫২৬. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, এবং আমাদের রবের প্রশংসা ছাড়া প্রতি দুই রাকাতে আর কি পড়তে হয় তা আমরা জানতাম না। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সকল মঙ্গল ও কল্যাণের শুরু শেষ শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক দুই রাকাতে তোমরা যখন বসবে তখন এ দু'আ পড়বে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

"সমস্ত সম্মান, সমস্ত উপাসনা এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি অনুগ্রহ ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।" এরপর দু'আসমূহের মধ্যে যে দু'আ সে পছন্দ করে তা করবে। **(সহীহাহ্ হা. ৮৭৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সমষ্টিগতভাবে সহীহ। হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরের ১০ম খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় এই শব্দে এবং অন্য শব্দে ১০ম খণ্ডের ৪৯, ৬০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তহাবী (র.) শরহুমাআনিল আসারের ১ম খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠা; নাসায়ী তাঁর সুনানে ২য় খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায়; ইবনু হাজার আল-আসকালানী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী'র ২য় খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٧ـ عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عِظْنِىْ وَ أَوْجِزْ . فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ فِىْ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ . وَ لَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا . وَ اجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِىْ أَيْدِي النَّاسِ . (الصحيحة: ٤٠١)

শব্দের যেয়াদা ছাড়া আবূ সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে যা সহীহ্। সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ১২০৩; সুয়ূতী যাওয়ায়েদে জামের (১/২১)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٥٥٨ـ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمِ الْجَيْشَانِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِىْ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِىَ الْوِتْرُ ، فَصَلُّوْهَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلٰى صَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ أَبُوْ تَمِيْمٍ : فَأَخَذَ بِيَدِىْ أَبُوْ ذَرٍّ فَسَارَ فِى الْمَسْجِدِ إِلٰى أَبِىْ بَصْرَةَ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَبُوْ بَصْرَةَ : أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ(الصحيحة:١٠٨)

৫৫৮. আবূ তামীম আল-জাইশানী থেকে বর্ণিত। আমর ইবনুল আস (রা.) একদিন জুমু'আর খুতবা দিলেন এবং (এ খুতবায়) বললেন যে, আবূ বাসরা আমার নিকট বর্ণনা করেছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য আরো একটি সলাত বৃদ্ধি করেছেন তা হলো বিতর। সুতরাং তোমরা তা ঈশা ও ফজরের মাঝে আদায় কর। আবূ তামীম বলেন, আবূ যর আমার হাত ধরলেন এবং মাসজিদে আবূ বাসরার নিকট নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমর যা বলছে আপনি কি তা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন? আবূ বাসরা বললেন, (হ্যাঁ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি এমনটি শুনেছি। **(সহীহাহ্ হা. ১০৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৬/৭) তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/১০০/১)-তে দুটি তরীকে ইবনু মুবারক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ্ এবং এর সকল রাবী সিকাহ্ ও মুসলিমের রাবী। ইবনু লাহিয়া থেকে হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে যা আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৭৯); তহাবী তাঁর শরহু মায়ানিল আসারের (১/২৫০); হায়েস ইবনু আবি উসামা তাঁর মুসনাদের (১/৩১); তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের (১/১০৪/২)-; দুলাবী তাঁর আল-কুনা ওয়াল আসমার (১/১৩)-তে উল্লেখ করেছেন।

٥٥٩ـ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ أَلَا وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ـ (الصحيحة:١١٤١)

৫৫৯. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (পাঁচ ওয়াক্ত) সলাতের সাথে (আরো) এক সলাত বৃদ্ধি করেছেন। এ সলাত তোমাদের জন্য (আরবের) লাল উট অপেক্ষা উত্তম। (শোনো) এ সলাত হলো ফজরের পূর্বের দু' রাকাত (সুন্নাত)।

(সহীহাহ্ হা. ১১৪১)

হাদীসটি হাসান।

বাইহাকী তাঁর সুনানে (২/৪৬৯)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুয়াবিয়া ইবনু সালামের তরীকে গরীব। তবে বাইহাকী হাদীসটির সানাদ ইবনু খুযাইমার তরীকে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু বুজাইর حافظ كبير صدوق এবং সানাদে তাঁর উপরে যারা রয়েছেন তাঁরা সকলেই মুসলিমের রাবী ও সিকাহ। তবে আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আল-খল্লাল বিতর্কিত। তিনিও সত্যবাদী। ফলে ইসনাদটি জাইয়্যিদ।

٥٦٠ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهَ لَيَعْجِبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيْعِ ـ (الصحيحة:١٦٥٢)

৫৬০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয় জামাতে সলাত পড়া দেখে আল্লাহ বিস্মিত হন।

(সহীহাহ্ হা. ১৬৫২)

হাদীসটি যঈফ।

খতীবে বাগদাদী তাঁর 'আল-মুত্তদ্দিহ্' (২/২/২)-এ আহমাদ 'রুহ' এর তরীকে উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমাদ (২/৫৭); হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা ইবনু আদি তাঁর কামেলের (১/৭৫)-তে হাম্মাদ ইবনু কিরাতের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সালিহ আল-মুব্বিয়াকার কারণে হাদীসটি দুর্বল।

Contents

٥٦١ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَيُنَادِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيْرَانِيْ، أَيْنَ جِيْرَانِيْ؟ قَالَ: فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا! وَمَنْ يَنْبَغِيْ أَنْ يُجَاوِرَكَ؟ فَيَقُوْلُ: أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ؟ ـ (الصحيحة:٢٧٢٨)

৫৬১. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন ঘোষণা দিবেন, "আমার প্রতিবেশীরা কোথায়; আমার প্রতিবেশীরা কোথায়?" তিনি বলেন, ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রতিবেশী কারা? অত:পর আল্লাহ বলবেন, মাসজিদ আবাদকারীরা কোথায়? **(সহীহাহ্ হা. ২৭২৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হারিস বিন আবূ উসামা তাঁর মুসনাদের (১/১৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এটা জায়্যিদ ইসনাদ। এর সকল রিজালই সিকাহ এবং কুতুবুস সিত্তাহ্‌র রাবী। তবে ফাইয়্যাজ ইবনু গজওয়ান ছাড়া। এরপর তিনি রাবীর তরজমা ও হালাত নিয়ে আলোচনা করেছেন।

٥٦٢ـ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ ـ

(الصحيحة:٢٢٣٤)

৫৬২. আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'। **(সহীহাহ্ হা. ২২৩৪)**

হাদীসটি হাসান।

ইবনু ওয়াহাব তাঁর জামের (২/৫৮)-তে উসামা ইবনু যায়িদ আল-লাইসীর তরীকে আয়িশা (রা.) থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান ইবনু ওহাব এর তরীকে যঈফ। যঈফ আবূ দাউদ হা: ১০৪।

٥٦٣ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ، وَ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ـ (الصحيحة:٢٥٣٢)

৫৬৩. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা কাতার মিলিয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং যে মাঝের ফাঁকা বন্ধ করে আল্লাহ এ কারণে তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩২)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৯৯৫; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৮৯)-তে ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ এর তরীকে 'আয়িশা (রা.) থেকে মারফূ'আন উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটির সানাদের সকল রাবীই সিকাহ –ইবনু আইয়্যাশ ব্যতীত।

হাদীসটির মুতাবায়াত রয়েছে যা আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৬৭, ১৬০); ইবনু খুযাইমাহ্ তাঁর সহীহ্র হাঃ ১৫৫০; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ১৫১১; আবদ ইবনু হুমাইদ হাঃ ৩৯৪ এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/২১৪)-তে উসামা ইবনু যায়িদের তরীকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে হাকিম, صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ বলেছেন।

٥٦٤ـ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوْسٌ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِى الْمُصَلَّى) يَوْمَ الْأَضْحٰى، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، وَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْسَكٍ (وَ فِىْ رِوَايَةٍ: نُسُكٍ) يَوْمِكُمْ هٰذَا اَلصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، اِسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَعْطٰى قَوْسًا أَوْ عَصًا فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ. (الصحيحة:١٦٧٨)

৫৬৪. বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর ঈদের দিন রাসূলের আগমনের অপেক্ষায় আমরা মুসল্লায় উপবিষ্ট ছিলাম। অবশেষে

তিনি আসলেন এবং লোকদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের আজকের এ দিনের সর্বপ্রথম ইবাদত হলো এ সলাত। এরপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে লোকদেরকে নিয়ে দু'রাকাত সলাত আদায় করলেন। অত:পর সালাম ফিরালেন। লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে বসল। অত:পর তাঁকে একটি ধনুক বা লাঠি দেয়া হলো। অত:পর তিনি তাতে ভর দিলেন। এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও সানা পাঠ করার পর তাদেরকে (কিছু বিষয়ের) আদেশ (এবং কিছু বিষয়ের) নিষেধ করলেন। **(সহীহাহ্ হা. ১৬৭৮)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৮২) ও তাবারানী কাবীরের হা: ১১৬৯-তে কালবীর তরীকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: هٰذَا اِسْنَادٌ حَسَنٌ এবং এর সকল রাবীই সিকাহ ও আস্থাবান। হাদীসটি সহীহাইনেও রয়েছে।

٥٦٥ـ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ الأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى هَيْئَتِهَا وَ يَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيْرَةً أَهْلُهَا يَحُفُّوْنَ بِهَا كَالْعَرُوْسِ تُهْدٰى إِلٰى كَرِيْمِهَا تُضِيْءُ لَهُمْ يَمْشُوْنَ فِىْ ضَوْئِهَا أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا وَ رِيْحُهُمْ تَسْطَعُ كَالْمِسْكِ يَخُوْضُوْنَ فِى جِبَالِ الْكَافُوْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ مَا يَطْرِقُوْنَ تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ لاَ يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ الْمُؤَذِّنُوْنَ الْمُحْتَسِبُوْنَ. (الصحيحة:٧٠٦)

৫৬৫. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে দিনসমূহকে তার নিজ নিজ অবস্থার উপর পুনরুত্থিত করবেন। জুম'আ আদায়কারীর মর্যাদায় জুমা'আকে দীপ্তি-উজ্জ্বল করে হাশর করা হবে। জুমা'আ আদায়কারীগণ নব-বরের বেষ্টনীর ন্যায় জুমু'আকে বেষ্টনী দেবে এবং তাকে তার প্রকোষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তার আলোতে চলবে, তাদের শরীরের রং সাদা বরফতুল্য

হবে এবং তাদের সুঘ্রাণ মিশকের মতো হবে। তারা কর্পুরের পাহাড়ে বিচরণ করবে। তাদের দিকে জ্বিন-ইনসান (অপলক নেত্রে) তাকিয়ে থাকবে এবং তারা চোখের পলকের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একমাত্র সওয়াব প্রত্যাশী মুআযযিনগণ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সাথে মিশতে পারবে না। **(সহীহাহ্ হা. ৭০৬)**

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর (১/১৮২/১); হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/২৭৭) এবং ইবনু আদি তাঁর আল-কামিলের (৪/২০৫)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: هٰذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ এবং এর সকল রাবীই সিকাহ্। ইমাম হাকিম বলেন: هٰذَا حَدِيْثٌ شَاذٌّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

٥٦٦ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا رَكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِيْ هٰذَا، وَالْبَيْتُ الْعَتِيْقُ. (الصحيحة:١٦٤٨)

৫৬৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই উষ্ট্রবাহনকে যে অভিমুখে আরোহণ করা হয় তার মাঝে সর্বোত্তম হলো, আমার মাসজিদ এবং মহান ঘর (বাইতুল আতীক)। **(সহীহাহ্ হা. ১৬৪৮)**

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ (৩/৩৫০); আবূ ইয়া'লা (২/৬০৫); বাগাভী আবুল জাহাম এর হাদীসে (২/২); তাবারানী তাঁর আওসাতে (১/১১৪/২); আল-ফাকিহী তাঁর 'হাদীসে' (১/১৫/১) এবং তাঁর থেকে ইবনু বিশরান 'আল-আমালী-এর (৫৫/২); আবদ ইবনু হুমাইদ তাঁর আল-মুনতাখাবু মিনাল মুসনাদের (১১৪/২); লাইসের তরীকে জাবির (রা.) থেকে মারফূআন উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাবারানী বলেন: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا الْعَلَاءُ।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির ইসনাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। মুনযীরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (২/১৪৫) এবং তহাবী মুশকিলুল আসারের (১/২৪১)-তে উল্লেখ করেছেন।

٥٦٧ـ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبْثَ بْنَ رِبْعِيٍّ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا شَبْثُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذٰلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ أَقْبَلَ اللهُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ. (الصحيحة:١٥٩٦)

৫৬৭. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদিন) শাবস ইবনু রিবঈকে তার সম্মুখে থুথু ফেলতে দেখলেন। অত:পর তিনি বললেন, শাবস! তুমি তোমার সম্মুখে থুথু ফেলো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ তার চেহারা বরাবর হন যতক্ষণ না সে অন্য কোন কাজে কিংবা অপছন্দনীয় কোন কাজে লিপ্ত না হয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৫৯৬)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু মাজাহ্ তাঁর সুনানের (১/৩১৯-৩২০)-তে আবূ বাকর ইবনু আইয়্যাশের তরীকে হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। বুসিরী তাঁর কিতাবের (২/৬৫)-তে উল্লেখ করেছেন যে, এই সানাদটি সহীহ্ এবং এর রিজালদের সকলেই সিকাহ।

আমি (আলবানী) বলব: বরং হাদীসটির সানাদ হাসান হবে আবূ বাকর ইবনু আইয়্যাশ সম্পর্কে কালাম থাকার কারণে।

٥٦٨ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيْ سِتِّيْنَ سَنَةً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُوْدَ وَيُتِمُّ السُّجُوْدَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوْعَ. (الصحيحة:٢٥٣٥)

৫৬৮. আবূ হুরাইরা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। একজন লোক ৬০ বছর সলাত আদায় করে কিন্তু তার কোন সলাত কবূল করা হয় না। সম্ভবত সে যথাযথভাবে রুকু আদায় করলেও সিজদা (যথাযথভাবে) করে না। অনুরূপ সিজদা যথাযথভাবে আদায় করলেও রুকু যথাযথভাবে আদায় করে না। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩৫)

হাদীসটি হাসান।

আবূ নু'আঈম আল-আসবাহানী আত-তারগীবের (২/২৩৬)-তে আবুশ শায়েখের তরীকে ইবনু আহমাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেনঃ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের হাদীস এবং এর সকল রাবীই সিকাহ। ইবনু আদি তাঁর কামেলের (৭/২৫৬)-তে দুর্বল সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং মুনযিরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীবের (১/১৮২)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٩ـ عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ، وَأَدْوَمَهُ عَلَى نَفْسِهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ). (الصحيحة:٢٠٥٦)

৫৬৯. নাফি ইবনু সারজিস (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী আবূ-ওয়াকিদ আল-লাইসীর নিকট তাঁর মৃত্যু রোগের সময় আসেন। তখন তিনি (আবূ ওয়াকিদ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন, লোকদের উপর অধিকতর সলাত হালকাকারী ও নিজের উপর সলাতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অধ্যাবসায়। **(সহীহাহ্ হা. ২০৫৬)**

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/২১৯); আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (১/৪০২)-তে বর্ণনা কেরছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর রিজাল সিকাহ ও মুসলিমের রিজাল। তবে সারজিস মুসলিমের রাবী নয়।

٥٧٠ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ (مُرْسَلًا) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيْرَ. (الصحيحة:١٧١)

৫৭০. যুহরী থেকে মুরসাল[২] সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন (সলাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে) বের হতেন এবং সলাতের স্থানে আসা পর্যন্ত এবং সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। সলাত শেষ হলে তাকবীর পড়া বন্ধ করতেন।

(সহীহাহ্ হা. ১৭১)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (২/১/২) এবং তাঁর তরীকেই মাহামেলী তাঁর 'কিতাবু সলাতিল ঈদাইন' এর (২/১৪২/২)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর শাহেদ রয়েছে যা বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/২৭৯) ইবনু উমারের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

٥٧١ـ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَدِمْتُ الرِّقَّةَ، فَقَالَ لِىْ بَعْضُ أَصْحَابِىْ: هَلْ لَكَ فِىْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: غُنَيْمَةٌ، فَدَفَعْنَا إِلٰى وَابِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِىْ: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلٰى دَلِّهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ، ذَاتُ أُذُنَيْنِ، وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ، وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى عَصًا فِىْ صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا (لَهُ) بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا قَالَ: حَدَّثَتْنِىْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِىْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. (الصحيحة:٣١٩)

৫৭১. হেলাল ইবনু ইসাফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন 'রিক্কা'য় আসলাম। তখন আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে বলল, আপনি কি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক? তিনি বলেন, আমি বললাম, এটাতো সৌভাগ্যের বিষয়। অত:পর আমরা ওবিসার নিকট আসলাম। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, আমরা প্রথম তাঁর মন ভোলানো বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য করব। সুতরাং আমরা এসে তাঁর পরনে দু' কানবিশিষ্ট মাথার সঙ্গে মিশানো টুপি

---

2 শাইখ আলবানী (র) তাঁর সহীহা'র (১/৩৩০)-এ বলেন, তবে হাদীসটির মাওসুল শাহেদ বিদ্যমান। যার কারণে হাদীসটি শক্তিশালী। *–তাজরীদকারক।*

এবং ধূলিময় রেশমী কোট দেখতে পেলাম। আর তখন তিনি একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। সালাম দেয়ার পর আমরা তাঁকে (লাঠিতে ভর দিয়ে সলাত আদায় করা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উম্মু কাইস বিনতি মিহসান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তিনি সলাতের স্থানে একটি খুঁটি বানিয়ে নেন। যাতে তিনি ভর দিতেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৯)**

হাদীসটি হাসান।

আবূ দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৯৪৮-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদের সকল রিজালই সিকাহ –আবদুর রহমান ব্যতীত। তবে তার মুতাবিঈ রয়েছে আর সে হলো ইবরাহীম ইবনু ইসহাক। যা হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে (১/২৬৪-২৬৫) এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানে (২/২৮৮) উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ বলেছেন।

٥٧٢ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؛ ذَهَبَ حَتَّى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ.

(الصحيحة: ٣٥٠٦)

৫৭২. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শাইতান যখন সলাতের আযান শোনে তখন সে মাদীনা থেকে রওহা পর্যন্ত চলে যায়।

(সহীহাহ্ হা. ৩৫০৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহর (১/১৬); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৪৮৩); বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৪৩২); হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (৪/১১৯, ১৩৭); জমউল জাওয়ামে হা: ৫৬২৯ ও ৫৬৪৪; আল মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ২০৮৮৪ ২.৮৮৫ ও ২০৯৫১; খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হা: ৩৯৩ এবং মিশকাত হা: ৬৭৪ তারগীব (১/১৭৭)।

٥٧٣ـ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيْدَةُ الظُّلْمَةِ وَالْمَطَرِ. فَقُلْتُ: لَوْ أَنِّيْ

اِغْتَنَمْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ شُهُوْدَ الْعَتَمَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَنِيْ وَمَعَهُ عُرْجُوْنٌ يَمْشِيْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا قَتَادَةُ ! هٰهُنَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟. قُلْتُ: اغْتَنَمْتُ شُهُوْدَ الصَّلَاةِ مَعَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَعْطَانِيْ الْعُرْجُوْنَ، فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَلَفَكَ فِيْ أَهْلِكَ؛ فَاذْهَبْ بِهٰذَا الْعُرْجُوْنِ؛ فَأَمْسِكْ بِهِ حَتَّى تَأْتِيَ بَيْتَكَ؛ فَخُذْهُ مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ فَاضْرِبْهُ بِالْعُرْجُوْنِ. فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَضَاءَ الْعُرْجُوْنُ مِثْلَ الشَّمْعَةِ نُوْراً، فَاتَّضَأْتُ بِهِ، فَأَتَيْتُ أَهْلِيْ فَوَجَدْتُهُمْ رُقُوْداً، فَنَظَرْتُ فِي الزَّاوِيَةِ فَإِذَا فِيْهَا قُنْفُذٌ، فَلَمْ أَزَلْ أَضْرِبُهُ بِالْعُرْجُوْنِ حَتَّى خَرَجَ. (الصحيحة: ٣٠٣٦)

৫৭৩. আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদাহ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা কাতাদাহ ইবনু নু'মান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একদিন) রাত ছিল খুব অন্ধকার এবং বৃষ্টিময়। আমার মনে মনে ইচ্ছা জাগলো যে, আমি যদি এ রাতকে গনীমত মনে করে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে গিয়ে ঈশার সলাতে শরীক হতাম তবে খুবই ভালো হত। সুতরাং আমি তাই করলাম। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত শেষ করার পর আমাকে দেখতে পেলেন। (তখন) তাঁর সঙ্গে ছিল একটি খেজুর কাঁদির মূল দণ্ড তিনি তাতে ভর দিয়ে চলছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, কাতাদাহ কি খবর এখানে এ সময়ে? (উত্তরে) আমি বললাম– ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথে সলাতে উপস্থিত হওয়াকে আমি গনীমত মনে করেছি! অত:পর তিনি আমাকে (তাঁর হাতের সেই) খেজুরের কাঁদির মূল দণ্ডটি দিয়ে বললেন, তোমার অনুপস্থিতিতে শাইতান তোমার পরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। খেজুরের কাঁদির মূল দণ্ডটি নিয়ে যাও এবং তোমার ঘরে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত একে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। আর ঘরের পিছনে গিয়ে শাইতানকে এ খেজুরের কাঁদির (এ) মূল দণ্ড দিয়ে প্রহার কর। অত:পর

আমি মাসজিদ থেকে বেড়িয়ে পরলাম। (আশ্চর্য) খেজুর কাঁদির মূল দণ্ডটি মোমবাতির ন্যায় আলো ছড়াতে লাগল। এর কারণে আমার চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠল। অত:পর আমি আমার পরিবারের নিকট এসে তাদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। অত:পর আমি ঘরের কোণায় তাকালাম, দেখলাম সেখানে একটি শজারু দাঁড়িয়ে আছে। অত:পর আমি সেটাকে খেজুর কাঁদির মূল দণ্ড দিয়ে মারতে লাগলাম ফলে সে বের হয়ে গেল।

(সহীহাহ্ হা. ৩০৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তাবারানী হাদীসটি তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের (৬/১৯)-তে আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদার সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও শাইখাইনের শর্ত মুতাবিক এবং সানাদের সকল রাবীর তরজমা তাহযীবে রয়েছে। তবে উমার ইবনু কতাদা-এর তরজমা ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতীম উভয়েই তাঁদের কিতাবে তাঁর ছেলে আসিমের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর কোন ধরনের জরাহ্ উল্লেখ করেননি। আর এমনটিই উল্লেখ করেছেন, ইবনু হিব্বান তাঁর আস-সিকাত (৫/১৪৬)-এ। হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে, যা ইমাম আত-তবারানী তাঁর কিতাবে (১৯/১৩-১৪)-এ কতাদা ইবনু নুমান (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٧٤ـ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً شَاباً عَزْباً فِيْ عَهْدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَكُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ. فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا؛ يَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقُلْتُ: اَللّٰهُمَّ! إِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَكَ خَيْرٌ؛ فَأَرِنِيْ رُؤْيَا يُعَبِّرُهَا لِيْ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِيْ فَانْطَلَقَا بِيْ. فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ. فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ. فَانْطَلَقَا بِيْ إِلَى النَّارِ؛ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ. وَإِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ. فَأَخَذُوْا بِيْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَفْصَةَ! فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ؛ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ.

(الصحيحة: ٣٥٣٣)

৫৭৪. সালিম (রা.) ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে কুমার যুবক ছিলাম। আমি মাসজিদে ঘুমাতাম। আমাদের মাঝে যে স্বপ্ন দেখত সে তা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বর্ণনা করত। আমি মনে মনে বলতাম, আল্লাহ! আপনার নিকট আমার জন্য যদি কোন কল্যাণ থাকত আর আমাকে তা স্বপ্নে দেখাতেন (এবং) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাখ্যা বলে দিতেন (তবে খুবই ভালো হত)।

সুতরাং আমি এক রাতে ঘুমালাম। (ঘুমের মাঝে) দেখলাম আমার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসল এবং আমাকে নিয়ে চলল। আর তাদের সঙ্গে অপর আরেকজন ফেরেশতা সাক্ষাৎ করল। বলল, তুমি পরিণতি চিন্তা করনি। অত:পর ফেরেশতা দু'জন আমাকে নিয়ে জাহান্নামের দিকে চলল। জাহান্নাম দেখতে ছিল কূপের সঙ্কোচনের ন্যায় সঙ্কুচিত। আর সেখানে অনেক লোক ছিল। যাদের কতককে আমি চিনি। অত:পর তারা আমাকে ডানদিকে (জান্নাতে) নিয়ে চলল।

ভোর হলে হাফসাকে আমি (ঘটনাটি) বললাম। আর মনে মনে ধারণা করলাম, হাফসা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বর্ণনা করেছেন। অত:পর বললেন, আব্দুল্লাহ নেককার লোক, যদি সে রাতে বেশি বেশি সলাত আদায় করত। সালিম বলেন, এরপর থেকে আব্দুল্লাহ রাতে বেশি বেশি সলাত আদায় করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩৫৩৩)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর (৫/৩১, ৯/৪৭, ৫১); ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হাঃ ৩৮-২৫; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের ৩৯১৯; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৫); হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (৯/৩৪৬); মিনহা হাঃ ১৭৯১ ও ২৫৫৬; ফাতহুল বারী (৭/৯০ ও ১২/৪১৯); মুসনাদে ইবনু উমার হাঃ ৩০; হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ৩৩৫১৪ এবং ইবনু কাসীর তাঁর আল-বিদায়া ওয়ান নিহারয়া'র (৯/৫)-তে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও বুখারীর'র শর্ত অনুযায়ী।

Contents

٥٧٥ـ عَنْ أَبِى الْمُنِيْبِ قَالَ : رَأَى ابْنُ عُمَرَ فَتًى قَدْ أَطَالَ الصَّلاَةَ وَ أَطْنَبَ ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَعْرِفُهُ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنِّىْ لَوْ عَرَفْتُهُ لَأَمَرْتُهُ بِكَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ، فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ أُتِىَ بِذُنُوْبِهٖ كُلِّهَا فَوُضِعَتْ عَلٰى عَاتِقَيْهِ ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ .
(الصحيحة:١٣٩٨)

৫৭৫. আবূল মুনীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা.) একজন যুবককে সলাত দীর্ঘ করতে দেখে বললেন, তোমাদের কে আছে একে চিনে? একজন ব্যক্তি বলল, আমি তাকে চিনি। অত:পর তিনি (ইবনু উমার) বললেন, আমি তাকে চিনলে তাকে বেশি বেশি রুকু ও সিজদার নির্দেশ করতাম। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বান্দা যখন সলাতে দাঁড়ায় তার সমস্ত গুনাহ এনে তার কাঁধের উপর রেখে দেয়। অত:পর যখনই সে রুকু বা সিজদা করে তার থেকে (গুনাহসমূহ) ঝরে পড়ে। (সহীহাহ্ হা. ১৩৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

মুহাম্মাদ আবূ নসর তাঁর 'আস্-সালাত' (২/৬৪)-তে; কিয়ামুল লাইলের ৫২ পৃষ্ঠায়; আবূ নুআঈম তাঁর হিলয়াহ (৬/৯৯-১০০)-এর সাওর এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ যুবাইর ইবনু নুফাইর তাঁর মুতাবাআত করেছেন যা ইবনু নসর তাঁর কিতাবের (১/৬৫)-তে আবূ সালিহ এর তরীকে উল্লেখ করেছেন।

٥٧٦ـ عَنْ عَلِيٍّ: أَمَرَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّوَاكِ ، وَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّىْ أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْاٰنَ وَيَدْنُوْ ، فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُوْ حَتّٰى يَضَعَ فَاهُ عَلٰى فِيْهِ فَلَا يَقْرَأُ اٰيَةً إِلَّا كَانَتْ فِىْ جَوْفِ الْمَلَكِ. (الصحيحة:١٢١٣)

৫৭৬. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াকের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, বান্দা যখন সলাত আদায় করতে দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তার পিছনে এসে কুরআন শুনতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে (ফেরেশতা) তার মুখ বান্দার মুখে রাখে। অত:পর বান্দা যে আয়াতই পড়ে তা ফেরেশতার উদরে প্রবেশ করে থাকে। **(সহীহাহ্ হা. ১২১৩)**

হাদীসটি হাসান।

বাইহাকী তাঁর 'আস্-সুনানুল কুবরার' (১/৩৮) দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর 'আলমুখতারাহ' এর (১/২০১) এ খালিদ এর তরীকে আলী (রা.) থেকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবূ নুআঈম তাঁর 'আত্ তারগীবের (১/৯৮৭) এ। হাদীসটির মুতাবিঈ হলেন, ফুজাইল ইবনু সুলাইমান।

আমি (আলবানী) বলব: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الْبُخَارِيْ

তাছাড়া বাজ্জার এমন ভালো সনদে উল্লেখ করেছেন যাতে কোন সমস্যা নেই।

٥٧٧ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَ اٰخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. (الصحيحة:١٦٩٦)

৫৭৭. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সলাতের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। যুহরের সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার থেকে এবং এর ওয়াক্ত শেষ হয় আসরের ওয়াক্ত হলে। আর আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় আসরের ওয়াক্ত হওয়া থেকে। আর এর ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্য যখন হলুদ বর্ণের হয়।

আর মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে এবং শেষ হয় যখন দিগন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। আর ঈশার প্রথম ওয়াক্ত হয় যখন দিগন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। আর এর সময় শেষ হয় মধ্য রাতে এবং ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন ফজর উদিত হয় এবং শেষ হয় যখন সূর্যোদয় হয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৬৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/২৮৪); তহাবী শরহে মা'আনিল আসারের (১/৮৯); দারাকুতনী তাঁর সুনানের ৯৭ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৩৭৫-৩৭৬) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৩২)-এ মুহাম্মদ ইবনু ফুযাইলের তরীকে উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন, হাদীসটির সানাদ সহীহ আলা শর্তে শাইখাইন।

٥٧٨ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَاداً، اَلْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوْا يَفْتَقِدُوْنَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوْا عَادُوْهُمْ، وَإِنْ كَانُوْا فِيْ حَاجَةٍ أَعَانُوْهُمْ. وَقَالَ: جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ حِكْمَةٍ، أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ. (الصحيحة: ٣٤٠١)

৫৭৮. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা সর্বদা মাসজিদে গমনাগমন করে, তারা পেরেকস্বরূপ। ফেরেশতাকূল হলেন তাদের সভাসদ। যদি তারা অনুপস্থিত থাকে তাহলে তারাও চলে যায়, তারা রোগাক্রান্ত হলে সেবা করে, তারা কাজে নিয়োজিত হলে, তাদের কাজে সহযোগিতা করে। এরপর তিনি বলেনঃ মাসজিদে উপবেশনকারীর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলোঃ সে হবে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু অথবা সেখানে (পাওয়া যাবে) বিজ্ঞানময় বাক্যালাপ, অথবা তা আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবন্ত। **(সহীহাহ্ হা. ৩৪০১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে হাঃ ৯৪২৪ (১৫/২৪৮); আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (১/২২০); আদ্-দুররুল মানসুর (২/২১৬); আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের হাঃ ২০৫৮৫ মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। কানযুল উম্মাল হাঃ ২০৩৫১; তাবারানী কাবীর হাঃ ২০৫৮৫।

Contents

٥٧٩ـ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّيْ وَخَطَايَاهُ مَرْفُوْعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ. فَيَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ؛ وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ.

(الصحيحة:٣٤٠٢)

৫৭৯. সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সালাত আদায়কারী মুসলিম ব্যক্তি যখন সিজদা করে তখন তার পাপরাশি মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, এমনকি সে সালাত শেষ করার সাথে সাথেই তার পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩৪০২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম সুয়ূতী তাঁর জময়ুল জাওয়ামের হাঃ ৫৮৯৪-তে; হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ১৮৪৬৯-তে এবং ইমাম বাইহাক্বী তাঁর আল-মুজামুল সগীরের (২/১৩৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

٥٨٠ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اِطَّلَعَ مِنْ بَيْتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الْمُصَلِّيْ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيْهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. (الصحيحة:١٦٠٣)

৫৮০. আবূ হুরাইরা এবং আয়িশা (রা.) থেকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন লোকেরা উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করে সলাত আদায় করছে। অত:পর তিনি তাদেরকে বললেন, মুসল্লী তার সলাতে তার রবের সঙ্গে সংগোপনে কথা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, তার সঙ্গে কোন জিনিসের সংলাপ করছে এবং তোমাদের কেউ যেন কারোর উপর উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে। (সহীহাহ্ হা. ১৬০৩)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তাঁর আল-আওসাতে হা: ৪৭৫৭; আবূ দাউদ (১/২০৯)।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটি সহীহ আলা শর্তে শায়খাইন। হাদীসটির শাহেদও রয়েছে যা আল-বায়াদী থেকে বর্ণিত। মুসনাদে আহমাদ (১/২৩৫-২৩৬), (২/৪৪৯); ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٥٨١ـ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثِقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ اِسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ. (الصحيحة:١٩٩٣)

৫৮১. সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। অত:পর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এ সফর কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কেউ যখন বিতির পড়বে তখন দুই রাকাত (নফল) পড়ে নিবে। অত:পর যদি রাতে উঠতে পারে, তবে তো ভালো কথা। অন্যথায় এই দুই রাকাআত তার (রাতের সলাতের) পক্ষে যথেষ্ট হবে।

(সহীহাহ্ হা. ১৯৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

দারেমী তাঁর মুসনাদে (১/৩৭৪); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহের হা: ১১০৩; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৬৮৩; ইবনু ওহাব এর তরীকে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তাঁর সুনানের ১৭৭ পৃষ্ঠায়; তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে হা: ১৪১০-তে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটির দ্বারা ইবনু খুযাইমাহ ইসতিদলাল করেছেন।

٥٨٢ـ عَنْ أَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا؛ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ. (الصحيحة: ٣٥٤٩)

৫৮২. আবূ বাসরা গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে মুখাম্মাসে (একটি রাস্তার নাম) আসরের সলাত আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন,

এই সলাত তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল। তবে তারা তা ধ্বংস করে ফেলেছিল। কাজেই যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। কিন্তু এরপর কোন সলাত নেই যতক্ষণ না শাহেদ উদিত হয়। আর শাহেদ হলো নক্ষত্র (অর্থাৎ, যাবৎ না রাত আসে।)

(সহীহাহ্ হা. ৩৫৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হা: ৫৬৮; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৯৭); আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (১/২৯১); আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৯৩৯৫; আবূ আওয়ানাহ তাঁর মুসনাদের (১/৩৫৯); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৫২); শরহে মা'আনিল আসার (১/১৫৩)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٥٨٣ـ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْيَهُوْدَ لَيَحْسُدُوْنَكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ. (الصحيحة:٦٩٢)

৫৮৩. আনাস (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের অন্য কিছুতে এতোটা হিংসা করে না যতটা না হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলাতে। **(সহীহাহ্ হা. ৬৯২)**

হাদীসটি সহীহ।

আবূ নুআঈম তাঁর আহাদীসু মাশায়েখে, আবুল কাসিম আল-আসম গ্রন্থের (১/৩৫); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (১১/৪৩); দিয়া আল-মাকদিসী আল-মুখতারাহর ৪৫/১-তে ইবরাহীম ইবনু ইসহাক আল-হরবীর তরীকে বর্ণনা করেছেন।

٥٨٤ـ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِشَارَةٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فِيْ صَلَاتِنَا ، فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ. (الصحيحة:٢٩١٧)

৫৮৪. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন ব্যক্তি (একদিন) রাসূলকে সালাম দিল, তিনি তখন সলাত আদায় করছিলেন। অত:পর ইশারার মাধ্যমে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সালামের উত্তর দিলেন। আর সালাম ফিরিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমরা পূর্বে সলাতে (রত অবস্থায়) সালামের উত্তর দিতাম অত:পর তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। **(সহীহাহ্ হা. ২৯১৭)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আত-তহাবী তাঁর ‘শরহে মা‘আনিল আসারের (১/২৬৩); বাজ্জার তাঁর মুসনাদের (১/২৬৮/৫০৪ কাশফুল আসতার) তাবারানী আল-মু‘জামুল আওসাতের (২/২৪৬/১/৮৭৯৫)-তে আব্দুল্লাহ ইবনুস্ সালিহ’র তরীকে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর রওযুন নজীর হা: ৬৩৭।

٥٨٥ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، وَ امْرَأَةٌ تُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ ، اِلْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: اِضْطَجِعِيْ إِنْ شِئْتِ ، قَالَتْ : إِنِّيْ أَجِدُ نَشَاطًا ، قَالَ: إِنَّكِ لَسْتِ مِثْلِيْ إِنَّمَا جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيحة: ١١٠٧، ٣٣٢٩)

৫৮৫. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) কিয়ামুল লাইল করলেন। (তাঁর দেখাদেখি) তাঁর একজন স্ত্রীও তাঁর মতো সলাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি (বিষয়টি) উপলব্ধি করে তার দিকে তাকালেন, অত:পর বললেন, তুমি চাইলে ঘুমাতে পার। তাঁর একজন স্ত্রী বললেন, আমি প্রাণবন্ততা অনুভব করছি। তিনি বললেন, তুমি তো আমার মতো নও। আমার চোখের শীতলতা সলাতে।
(সহীহাহ্ হা. ১১০৭, ৩৩২৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু নসর তাঁর আস্-সালাত গ্রন্থের (২/৬৮)-তে আনাস (রা.) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এই তরীকেই হাদীসটি ওকাইলী আল-হারবীর তরজমায় উল্লেখ করেছেন (২৬৫) এবং বলেছেন, তার কোন متابع নেই।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির ইসনাদ সহীহ ও এর সকল রাবীই মুসলিমের রাবী এবং সিকাহ। তবে ইয়াহইয়া ইবনু উসমান সিকাহ নন। ইয়াহইয়া ইবনু উসমান-এর প্রকৃত নাম, আবূ যাকারিয়্যাহ আল-হারবী আল-বাগদাদী। আবূ যুরা‘আহ বলেন, সিকাতুন। ইবনু মাইন, কোন সমস্যা নেই। যা মিজানুল ই‘তিদাল এবং তাজীলুল মানফা‘আহ এবং তারীখুল ইসলামের (১৭/৪০৩)-তে উল্লেখ রয়েছে।

Contents

٥٨٦ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ: أَنَّ أَبَا بَصْرَةَ جَمِيْلَ بْنَ بَصْرَةَ لَقِىَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِّنَ (الطُّوْرِ)، فَقَالَ: لَوْ لَقِيْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ، إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا تُضْرَبُ أَكْبَادُ الْمَطِىِّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى. (الصحيحة:٩٩٧)

৫৮৬. সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে বর্ণিত। আবূ বাসরা জামীল ইবনু বাসরা একদিন আবূ হুরাইরা (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবূ হুরাইরা (তখন) তাকে বলেন, তূর পর্বতে আমার পূর্বে যদি তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত তাহলে তুমি এখানে আসতে না। কারণ আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বাহনের উপর চড়ে শুধু তিন মাসজিদের উদ্দেশ্যেই কেবল সফর করা যায়: মাসজিদুল হারাম, আমার এ মাসজিদ এবং মাসজিদুল আক্বসা।

(সহীহাহ্ হা. ৯৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদের (১/৩০৬)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির এ সানাদ সহীহ্ এবং এর সকল রাবীই সিকাহ।

তাবারানী হাদীসটিকে তাঁর মু'জামের (২/৩১০/২১৫৯)-তে অন্য তরীকে উল্লেখ করেছেন যা সহীহ্। এরপর তাবারানী ও ইমাম আহমাদ আবূ বাসরাহ থেকে ভিন্ন আরেকটি সহীহ্ তরীকে উল্লেখ করেছেন।

٥٨٧ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعاً: إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الصَّلَاةِ: كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِى الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الَّذِىْ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِىْ يُهْدِى الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِىْ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِىْ يُهْدِى الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِىْ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِىْ يُهْدِى الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ الَّذِىْ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِىْ يُهْدِى الْبَيْضَةَ. (الصحيحة: ٣٥٧٦)

৫৮৭. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি খুব জলদি জলদি সলাতের উদ্দেশ্যে (মাসজিদে) আগমন করে তাঁর উপমা হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কুরবানীর জন্য উট পাঠায়। এরপর যে আসে তার উদাহরণ, যে একটি গরু পাঠায়। তারপর আগমনকারী একটি দুম্বা, এরপর আগমনকারী একটি মুরগী, এরপর আগমনকারী যেন একটি ডিম পাঠায়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৫৭৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানের হাঃ ৮৬৪ (১১৬/১) এ التهجير إلى الصلاة নামক অধ্যায়ে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুগীরার সানাদে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ্ ও শাইখাইনের শর্ত মোতাবেক।

٥٨٨ـ عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوْتِرْ. فَقَالَ: إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُوْتِرْ . قَالَ: فَأَوْتِرْ.

(الصحيحة: ١٧١٢)

৫৮৮. আগার আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আমি প্রভাত যাপন করেছি অথচ বিতির পড়িনি। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'বিতির শুধু রাতেই পড়তে হয়'। সে (উক্ত ব্যক্তি) বলল, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আমি প্রভাত যাপন করিছি অথচ বিতির পড়িনি। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বিতির পড়ে নাও। **(সহীহাহ্ হা. ১৭১২)**

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের হাঃ ৮৯১-তে খালিদ ইবনু আবী কারীমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: সানাদটি সহীহ্ যদিও এর শাওয়াহেদ কম। খালিদকে হাফিয ইবনু হাজার সদূক কিন্তু ভুল করে বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বাকি সকলেই সিকাহ।

٥٨٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ ! قَالَ: إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ. (الصحيحة: ٣٤٨٢)

৫৮৯. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাতে সলাত আদায় করে আর সকাল হলে চুরি করে? নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যা বলে নিশ্চয়ই শীঘ্রই এটা তাকে তা থেকে বিরত রাখবে। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৮২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৪৪৭); মিশকাতুল মাসাবীহ হাঃ ১২৩৭; আদ্-দুররুল মানসুর (৫/১৪৬); ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরের (৬/২৯১)-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেনঃ হাদীসটি সহীহ্ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

٥٩٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِيْ بَيَاضَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا؛ فَوَعَظَ النَّاسَ وَحَذَّرَهُمْ وَرَغَّبَهُمْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُصَلٍّ إِلَّا وَهُوَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ؛ فَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ. (الصحيحة: ٣٤٠٠)

৫৯০. আ'তা ইবনু এসার বাণী বায়াযার একজন আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন মাসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি তখন লোকদেরকে ওয়াজ করছিলেন এবং সতর্ক ও উৎসাহ করছিলেন। এরপর তিনি বললেন, প্রত্যেক সলাত আদায়কারীই (সলাতে) তার রবের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন (সলাত আদায়কারী) কারো সম্মুখে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে। (সহীহাহ্ হা. ৩৪০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হাঃ ১৯০২২ (৩৬৩/৩১); নাসায়ী তাঁর সুনানুল কুবরার হাঃ ৩৩৬২; ইবনু আব্দুল বার তাঁর আত-তামহীদের (২৩/৩১৬);

মালিক তাঁর মুয়াত্তার (১/৮০); বাগাভী তাঁর শরহুস সুন্নাহর হাঃ ৬০৮; বাইহাকী তাঁর শুআবুল ঈমানের হাঃ ২৬৫৬; আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের হাঃ ৪২১৭; আল-আহাদূ ওয়াল মাসানী হাঃ ২০০৬ ও ২০০৭; খলকু আফআলিল ইবাদি ১০৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ্ এবং হাদীসটি সহীহ্।

৫৯১ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمَيْصَةٌ، فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هٰذِهِ الْخُمَيْصَةَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْبِجَامِيَّةِ. فَقَالَ: إِنَّهَا تُلْهِيْنِيْ عَنْ صَلَاتِيْ، أَوْ قَالَ: تَشْغَلُنِيْ.

(الصحيحة: ٢٧١٧)

৫৯১. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি বর্গাকার কালো কাপড় ছিল। আবূ জাহম তাঁকে তা দিয়েছিল। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ খামীসা (বর্গাকার কাল কাপড়) ইনবাজামিয়্যাহ (এক প্রকার কাপড় বিশেষ) থেকেও অনেক উত্তম। তিনি বললেন, এ খামীসা (বর্গাকার কালো কাপড়) আমাকে সলাত থেকে অন্যমনস্ক করে দেয়। অথবা তিনি বলেন, আমাকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে দেয়। (সহীহাহ্ হা. ২৭১৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ তাঁর মুসনাদের (৪/৬৪/২); আয়িশা (রা.)-এর মুসনাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শায়খাইনের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্ বুখারী হাদীসটি তাঁর সহীহর (৪/৯৩/১-২) এবং মুসলিম (২/৭৮) এ হিশামের সূত্রে ভিন্ন তুরুকে উল্লেখ করেছেন।

৫৯২ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةً، فَأَطَالَ فِيْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ قَالَ: إِنِّيْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِيْ ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِيْ اِثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا

يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ غَرْقًا، فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ.

(الصحيحة: ١٧٢٤)

৫৯২. মুআয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন দীর্ঘ সলাত আদায় করলেন, সলাত শেষ হলে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজকে এত দীর্ঘ সলাত আদায় করলেন? তিনি বললেন, আমি উৎসাহ ও ভীতির সলাত আদায় করেছি এবং আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিসের প্রার্থনা করেছি। অত:পর (আল্লাহ) আমাকে দু'টি জিনিস দিয়েছেন এবং একটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, তাদের সকলের উপর যেন বিজাতীয় কোন শত্রুকে ক্ষমতা প্রদান করা না হয় (যে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবে)। অত:পর আমাকে তা প্রদান করা হয়েছে। আমি তার নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, তাদের সকলকে যেন একসঙ্গে ডুবিয়ে মারা না হয়। সুতরাং আমাকে তাও প্রদান করা হয়েছে। (তৃতীয়ত) আমি প্রার্থনা করেছিলাম যে, তাদের পরস্পরের মাঝে যেন কলহ বিবাদ না হয়। অত:পর তা কবূল করা হয় নি। **(সহীহাহ্ হা. ১৭২৪)**

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ্ তাঁর সুনানের হাঃ ৩৯৫১; ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ্র হাঃ ১২১৮; ইমাম আহমাদ মুসনাদের (৫/২৪০)-তে রাজা আল-আনসারীর তরীকে উল্লেখ করেছেন। আল-বুসিরী তাঁর যাওয়াদে ইবনু মাজাহর (১/২৬৪) এই সানাদটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: রজা ছাড়া সকলেই শাইখাইনের রাবী এবং সিকাহ। মুসলিম (৮/১৭১); তিরমিযী (২/২৭); হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে (১/৩১৪); আবূ নুআঈম তাঁর হিলয়ার (৮/৩২৬); আহমাদ তাঁর মুসনাদ-এর (১/১৭৫/১৮২)-তে এবং আল-জানাদী ফাযায়েলে মাদীনার ৫৯ নং উল্লেখ করেছেন।

٥٩٣ ـ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّيْ قَدْ بَدَنْتُ، فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوْا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوْا وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِيْ إِلَى الرُّكُوْعِ وَلَا إِلَى السُّجُوْدِ.

(الصحيحة: ١٧٢٥)

৫৯৩. আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার অনেক বয়স হয়েছে সুতরাং আমি রুকু করলে তোমরা রুকু করবে এবং আমি (রুকু থেকে) উঠলে তোমরা উঠবে। আর আমি সিজদা করলে তোমরা সিজদা করবে। আমি যেন কাউকে এমন না পাই যে, সে আমার পূর্বে রুকু-সিজদা করেছে।

(সহীহাহ্ হা. ১৭২৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হাঃ ৯৬২; ইমাম দারেমী আন সাঈদ আন আবী বুরদাহ আন আবী মূসা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকলেই সিকাহ দারেম ব্যতীত। সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৬৩০; মুসলিম ইত্যাদিতেও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

٥٩٤ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ. (الصحيحة: ٢٩٦١)

৫৯৪. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ রাকাত এবং সাত রাকাত বিতির পড়তেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৬১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু নসর আল-মারওয়াযী কিয়ামুল লাইলের ১২১ পৃষ্ঠায় আয়িশাহ (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে যিকির করেছেন। আর এমনটিই ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ্র (৪/৭১/২৪২৯)-এ তাঁর শাইখ আল-আযদীর তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এই ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ হবে শায়খাইনের শর্ত অনুযায়ী।

٥٩٥ـ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: أَوَّلُ مَا تَفْقِدُوْنَ مِنْ دِيْنِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَ اٰخِرَهُ الصَّلَاةُ. (الصحيحة: ١٧٣٩)

৫৯৫. আনাস (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা তোমাদের দ্বীনের সর্বপ্রথম হারাবে আমানত এবং সর্বশেষ সলাত। **(সহীহাহ্ হা. ১৭৩৯)**

হাদীসটি সহীহ।

আল-খারায়েতী তাঁর 'মাকারিমুল আখলাক্ব' এর ২৮ নং পৃষ্ঠায় তাম্মাম আর রাযী তাঁর আল-ফাওয়ায়েদের (২/৩১); দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর আল-মুখতারাহর

(১/৪৯৫); সাওয়ার বিন হাজিল আল-হাদ্দাদীর তরীকে আনাস (রা.) থেকে মারফূ'আন উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসের সানাদটি হাসান পর্যায়ের শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে এবং সাওয়ার ছাড়া সকলেই সিকাহ।

٥٩٦ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِّثْلَهَا غَيْرَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَ صَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا، وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الأُوْلَى. (الصحيحة: ٢٨١٤)

৫৯৬. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম দুই দুই রাকাত করে সলাত ফরজ করা হয়। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন মাগরিব ব্যতীত (প্রতি দুই দুই রাকাতের সঙ্গে) অনুরূপ আরো (দুই দুই) রাকাআত যোগ করেন। কেননা মাগরিব হলো দিনের বিতির এবং ফজরের সলাত ব্যতীত কেননা তাতে লম্বা ক্বিরাত পড়তে হয়। আর (তাঁর অভ্যাস ছিল তিনি) সফর করলে তিনি তাঁর পূর্বের সলাতে ফিরে যেতেন (অর্থাৎ দুই দুই রাকাত পড়তেন)। **(সহীহাহ্ হা. ২৮১৪)**

হাদীসটি সহীহ।

তহাবী তাঁর শরহু মা'আনিল আসারের (১/২৪১)-তে ইবনু রাজা এর তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান পর্যায়ের এবং এর সকল রাবী সিকাহ। তার ইবনু রাজা সিকাহ নয় তবে তাঁর মুতাবিঈ রয়েছে আর তিনি হলেন, মাহবুব বিন হাসান তার তরীকে আস্-সিরাজ তাঁর মুসনাদে (২/১২০)-এ এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৩০৪-তে উল্লেখ করেছেন। উভয়ের আবার মুতাবিঈ হলেন আবূ মু'য়াবিয়া আদ্-দরীর। হাদীসটির শাহেদ ইবনু হাজার তাঁর 'আল-মাতালিবুল আলিয়া'য় (২৫/২) উল্লেখ করেছেন।

٥٩٧ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ. (الصحيحة: ١٧٤٨)

৫৯৭. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে এবং সর্বপ্রথম লোকদের মাঝে রক্তের ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে। **(সহীহাহ্ হা. ১৭৪৮)**

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/১৬৩); ইবনু নসর তাঁর 'আস্-সালাত' গ্রন্থের (১/৩১); ইবনু আবী আসিম তাঁর 'আল-আওয়ায়েলের' (৪/২); তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীরে'র হাঃ ১০৪২৫; আল-কুযায়ী তাঁর মুসনাদুশ শিহাবের (১১/২/১); বাইহাকী তাঁর শুআবুল ঈমানে (২/১১৩/২); আহমাদ তাঁর মুসনাদে ৩৬৭৪, ৪২০০, ৪২১৩, ৪২১৪ এবং ইবনু আবীদ দুনইয়া আল-আহওলে (২/৯১)-তে উল্লেখ করেছেন।

٥٩٨ـ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

(الصحيحة:١٣٥٨)

৫৯৮. আনাস (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা যথাযথভাবে আদায় করা হয়, তাহলে তার সমস্ত আমল যথার্থ বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত আমল নিস্ফল হবে। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৫৮)**

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (২/১৩)-তে আনাস (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু শাজান তাঁর جزء من حديثه এর (১/১৬)-এ উসমান ইবনু সাম্মাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু নসর 'আস্- সালাত' গ্রন্থের (১/৩১)-তে; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৯০)-তে; বাগাভী তাঁর শরহুস সুন্নাহর (২/২৪/১)-এ হাদীসটি উল্লেখ করে حديث حسن বলেছেন।

٥٩٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّايَ وَالْفُرَجَ. يَعْنِيْ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيحة:١٧٥٧)

৫৯৯. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সলাতের কাতারের মাঝে ফাঁকা রাখা থেকে বিরত থাক। **(সহীহাহ্ হা. ১৭৫৭)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১২২/২)-তে হাবস ইবনু গিয়াসের তরীকে এবং ইবনু আবী হাতিম তাঁর 'ইলালের' (১/১৪১)-এ মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ আল-ওহাবী-এর তরীকে ইবনু আব্বাস থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মারফূ ও মাওকূফ উভয় ক্ষেত্রেই সহীহ। তবে মারফূ হওয়াটা অধিক উত্তম। কারণ দু'জন সিকার ঐক্য বিদ্যমান।

٦٠٠ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْرًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (الصحيحة: ٣٦٠٥)

৬০০. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করবে সে যেন আমাদের সাথে ঈশার জামাতে শরীক না হয়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৬০৫)**

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ হা: ৮০৩৫ (১৩/৪০৫); মুসলিম হা: ৪৪৪, ১৪৩; আবূ দাউদ হা: ৪১৭৫; নাসায়ী (৮/১৫৪) এবং (৮/১৯০) আবূ আওয়ানা (২/১৭); বাইহাকী তাঁর সুনানে (৩/৩৩৩)-এর মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসারের হা: ৫৯৯৫; ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহে হা: ৮৬১; ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ায এর তরীকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং এর সকল রাবীই সিকাহ।

٦٠١ـ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يُقَدِّمُ فُتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّوْنَ بِهِمْ . فَقِيْلَ لَهُ: تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَالَكَ قَالَ: إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ يَعْنِىْ فَعَلَيْهِ وَلَهُمْ. (الصحيحة: ١٧٦٧)

৬০১. আবূ হাযিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনু সা'দ আস্-সায়িদী (রা.) তাঁর গোত্রের যুবকদেরকে তাদের সলাত আদায় করাতে সামনে বাড়িয়ে দিতেন। তাকে বলা হলো, আপনি এমনটি কেন করেন, অথচ আপনিই পূর্ব থেকে সম্মুখে আছেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, ইমাম হলো যামিনদার; যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে তাকে

এবং তাদেরকে (তথা মুসল্লীদেরকে) সাওয়াব দেয়া হবে। আর যদি সে ভুল করে, তবে এর দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে তাদের উপর নয়।
(সহীহাহ্ হা. ১৭৬৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে হা: ৯৮১; আব্দুল হামিদ ইবনু সুলাইমানের তরীকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: আব্দুল হামিদ বিন সুলাইমান ব্যতীত সানাদের বাকি সকলেই সিকাহ; আর হাদীসটি সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ ৫৩০-৫৩১; আহমাদ (৫/২৬০)-তে হাসান সানাদে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হিব্বান হা: ৩৭৫ ও ৩৭৪।

٦٠٢- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ مَرْفُوْعًا: اَلْبَرَكَةُ فِيْ ثَلَاثٍ: اَلْجَمَاعَاتِ وَالثَّرِيْدِ وَالسَّحُوْرِ. (الصحيحة:١٠٤٥)

৬০২. সালমান ফারসী (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তিন জিনিসে বরকত রয়েছে: (ক) জামাতে সলাত আদায়ে; (খ) রুটি ও গোশতের মণ্ড বিশেষে এবং (গ) সাহরীতে। (সহীহাহ্ হা. ১০৪৫)

হাদীসটি হাসান।

আবূ তাহির আল-আনবারী তাঁর 'আল-মাশীখাহর' (১৫৬/১-২০)-তে; বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ঈমানের (২/৪২৬/২)-তে ইবনু আব্দুর রহমান আল-আত্তারের তরীকে সালমান ফারসী (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। দাইলামী তাঁর মুসনাদে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে হাদীসটির শাহেদ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে মুতবায়াত ও শাওয়াহেদের কারণে হাসান বলেছেন।

٦٠٣- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ يَزِيْدُ عَلٰى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ عَلٰى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ. (الصحيحة:٣١٤٩)

৬০৩. মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের সাথে নফল সলাত আদায়ের চেয়ে ঘরে (একাকী) নফল আদায় অধিক পূণ্যের কাজ। যেমনিভাবে একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে জামাতে সলাত আদায় অনেক পূণ্যের কাজ।
(সহীহাহ্ হা. ৩১৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী হাদীসটি তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২১৩৩৬। ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের হা: ৪৮৩৫; ইমাম যাবীদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের (৩/৪১৯)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٠٤ـ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ. قُلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ! فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِىْ فَقَالَ: اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ. (الصحيحة:٣٣٢٣)

৬০৪. আবূ যার (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সলাতের সম্মুখ দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর অতিক্রম করলে সলাত দোহরাতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনুস্ সামিত (রা.) বলেন, লাল ও ফ্যাকাশে বর্ণের কুকুর থেকে কালো কুকুরের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ কি? আবূ যার বললেন, তোমার মতো আমিও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। (উত্তরে) তিনি বলেছিলেন, কালো কুকুর হলো শাইত্বন।

(সহীহাহ্ হা. ৩৩২৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ৮৩১-তে এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَقْطَعُ مِنْ مُرُوْرِ الْكَلْبِ وَالْحِمَارِ... অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ইবনু ওলীদ আল-বুখারীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন হা: ২৩৮৩ (১/২৩৯১)।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবীই মুসলিমের রাবী। তবে হিশাম নামক রাবীর প্রকৃত নাম, হিশাম ইবনু হাসান। যেমনটি ইবনু হিব্বানের রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও অপরাপরগণ একাধিক তুরুকে ...يقطع الصلاة শব্দে হামীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٠٥ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيْعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءاً، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ. (الصحيحة:٣٦١٨)

৬০৫. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জামাতের সহিত সলাত আদায় একা সলাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে এবং ফজরের সলাতে দিবস ও রজনীর ফেরেশতাকূল একত্রিত হন। (সহীহাহ্ হা. ৩৬১৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহ (৪/১৭৩)-তে; ফাতহুল বারী (২/১৩৭) হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটির অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে যা মুসলিম ৪৫০; তিরমিযী হাঃ ২১৫; নসবুর রা'য়াহ (২/২৩); বাইহাকী তাঁর সুনানে (১/৩৫৯ ও ৩/৬০); আহমাদ (২/৩২৮); কানযুল উম্মাল হাঃ ২০২৬৯ ও ২০২৭০; ইলালে ইবনু আবী হাতিম ৩৩৫ ও ৪৪০-তে উল্লেখ করেছেন।

٦٠٦ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِىْ إِتْمَامَ الْمُسَافِرِ إِذَا اقْتَدٰى بِالْمُقِيْمِ، وَإِلَّا فَالْقَصْرُ.

(الصحيحة:٢٦٧٦)

৬০৬. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওটা রাসূলের সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত। অর্থাৎ মুসাফির মুকীমের ইকতিদা করলে পূর্ণ সলাত আদায় করা অন্যথায় কসর করা। (সহীহাহ্ হা. ২৬৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২১৬); আস্-সিরাজ তাঁর মুসনাদে (১/১২০); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতে (১/২৭৮/১); আবূ আওয়ানা তাঁর মুসনাদে (২/৩৪০)-তে মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমানের তরীকে। তাবারানী (২/৯২/২)-এ হারিস ইবনু উমাইরের তরীকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম (২/১৪৩-১৪৪); নাসায়ী (১/২১২); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ্ হাঃ ৯৫১; বাইহাকী তাঁর সুনানে (৩/১৫৩); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর ২৭৪৪; আহমাদ (১/২৯০ ও ৩৩৭); তহাবী (১/২৪৫); শাফেয়ী তাঁর 'আলউম' গ্রন্থের (১/১৫৯); ফাতহুল বারী (২/৪৬৫); ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তার (১/১৬৪) এবং আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে হাঃ ৪২৮৩-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٠٧ـ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوْعاً: ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ: اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ وَجَدَ. (الصحيحة:١٧٩٦)

৬০৭. নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন আনসারী সাহাবী থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। প্রত্যেক মুসলমানের উপর তিন জিনিস কর্তব্য: (ক) জুমু'আর দিন গোসল করা; (খ) মিসওয়াক করা এবং (গ) সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করা। **(সহীহাহ্ হা. ১৭৯৬)**

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৪); ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (১/২০১/১); শু'বার তরীকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। তার মুতাবায়াত করেছেন, অশী ও সুফিয়ান।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ। কেননা এর সকল রাবী সিকাহ ও শায়খাইনের রাবী। বাজ্জার তাঁর মুসনাদে হা: ৬২৪; ইবনু আবী হাতিম তাঁর 'আল-ইলাল' (১/২০৬-২০৭)-এ; হাইসামী ২/১৭-তে আবূ সাঈদ (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٠٨ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَشُهُوْدُ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيحة:١٨٠٠)

৬০৮. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের তিনটি জিনিস কর্তব্য: (ক) রোগী পরিদর্শন করা; (খ) জানাযায় শরীক হওয়া এবং (গ) হাঁচিদাতা "আলহামদুলিল্লাহ" বললে তার উত্তর দেয়া। **(সহীহাহ্ হা. ১৮০০)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ৫১৯-তে উমার ইবনু আবী সালামার তরীকে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন।

আলবানী বলেন: হাদীসটি হাসান হওয়ার যোগ্যতা রাখে। উমার ছাড়া এ সানাদের সকলেই সিকাহ এবং শাইখাইনের রাবী।

٦٠٩ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِيْ ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ مَسَاجِدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا.

(الصحيحة: ٥٩٨)

৬০৯. আবূ হুরাইরা (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে: (ক) যে ব্যক্তি আল্লাহর মাসজিদসমূহের মধ্য থেকে কোন এক মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। (খ) যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাহে বের হয়েছে এবং (গ) যে ব্যক্তি হাজ্বের উদ্দেশ্যে (ঘর থেকে) বের হয়েছে। (সহীহাহ্ হা. ৫৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

হুমাইদী তাঁর মুসনাদের হা: ১১৯০; সুফিয়ান আন আবূ যিনাদ আন আল-আ'রাজ আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূআন উল্লেখ করেছেন। আবূ নুআঈম হুমাইদীর তরীকে হিলয়াহ (৯/২৫১) এবং (৩/১৩-১৪)-তে; আবূ সালামা থেকে ভিন্ন তরীকে রিওয়ায়াত এনেছেন।

٦١٠ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوْعاً: ثَلَاثَةٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لَا تُجَاوِزُ رُءُوْسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ. (الصحيحة:٦٥٠)

৬১০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা তিন দল লোকের সলাত কবূল করেন না, তাদের সলাত আসমানের দিকে উঠে না এবং তাদের সলাত তাদের মাথার উপর উঠে না। তারা হলো:

ক. ঐ ব্যক্তি যে কোন কওমের ইমামতি করে, অথচ তার কওম তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

খ. ঐ ব্যক্তি যে বিনানুমতিতে জানাযার সালাতের ইমামতি করে এবং

গ. ঐ মহিলা, যাকে তার স্বামী রাতে ডাকে, আর সে তার ডাকে সাড়া দেয় না। (সহীহাহ্ হা. ৬৫০)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (১/১৬১); আ'তা ইবনু দীনার আল-হুজদালীর তরীকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য তরীকে আমর বিন ওলীদ আন আনাস (রা.) মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) প্রথমটিকে মু'দাল এবং দ্বিতীয়টিকে মাওসুল বলেছেন।

٦١١ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: قِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ أَدْرَكْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَسْجِدِنَا بِـ(قُبَاءَ)، فَجِئْتُ وَأَنَا غُلَامٌ [حَدَثٌ] حَتَّى جَلَسْتُ عَنْ يَمِيْنِهِ، [وَجَلَسَ أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ] ثُمَّ دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَانِيْهِ، وَأَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ. (الصحيحة:٢٩٤١)

৬১১. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী হাবীবাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? (উত্তরে) তিনি বলেন, একদিন আমাদের মাসজিদ কূবাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। (তখন) আমিও আসলাম। আমি তখন ছোট শিশু ছিলাম। আমি (এসে) তার ডানপার্শ্বে বসলাম আর আবূ বাকার (রা.) তাঁর বামপার্শ্বে এসে বসলেন। অত:পর তিনি শরবত আনতে বললেন এবং তা থেকে সামান্য পান করে আমাকে দিলেন –আমি তখন তাঁর ডানপার্শ্বেই ছিলাম। আমি পান করলাম। অত:পর তিনি সলাতে দণ্ডায়মান হলেন। আমি দেখলাম তিনি জুতা পড়ে সলাত আদায় করছেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৪১)**

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৪/২২১); ইবনু আবী আসিম তাঁর 'আল-উহদান' (৪/১৬৭/২১৪৭)-তে মাজ'মা ইবনু ইয়াকুবের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইনশাআল্লাহ হাদীসটির সানাদ হাসান পর্যায়ের। তাবারানী'র আল-মু'জামুল কাবীরে (১৯১/৪৪৯)-তে হাদীসটির শাহেদ রয়েছে।

٦١٢ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوْعًا: جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلَاةِ. (الصحيحة:١٨٠٩)

৬১২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে। **(সহীহাহ্ হা. ১৮০৯)**

হাদীসটি সহীহ।

ওকাইলী তাঁর আদ-দুয়াফা (৪৬৫)-তে মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়্যার তরীকে আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। মিশকাত হা: ৫২৬১ এবং আর-রওযূন নাযীর ৫৩; আবূ মুহাম্মাদ আল-মাখলাদী হাদীসটির মুতাবা'আত করেছেন যা আল-ফাওয়ায়েদ এর (১/২৯০)-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦١٣ـ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيحة: ٣٢٩١)

৬১৩. মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে। **(সহীহাহ্ হা. ৩২৯১)**

হাদীসটি ইসনাদুন জাইয়্যিদ।

হাদীসটির সানাদে আবূ হুজাইফার প্রকৃত নাম মুসা ইবনু মাসউদ। হাফীয ইবনু হাজার বলেন, তিনি صَدُوْقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ তবে তিনি তাসহীফ করতেন। তাঁর হাদীসগুলোকে ইমাম বুখারী মুতাবাআতে উল্লেখ করে থাকেন। ইমাম আযযাহাবী বলেন, صَدُوْقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. يَهِمُ তাঁর ব্যাপারে আহমাদ কালাম করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী তাঁকে যঈফ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তবে হাদীসটির একটি শক্তিশালী শাহেদ বিদ্যমান। যা ইয়াহইয়া ইবনু উসমান আল-হারবী সূত্রে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। যেটি ইমাম উকাইলি (৪/৪২০); ইমাম তবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাত হা. ৫৭৭২; আল-মু'জামুস সগীর ১৫৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর তরীকে খাতীবে বাগদাদী তারীখে বাগদাদের (১২/৩৭১ ও ১৪/১৯০)-এ উল্লেখ করেছেন। আর এর সানাদ সহীহ ও এর সকল রাবী সিকাহ।

٦١٤ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.

(الصحيحة: ٣٦٢٣)

৬১৪. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত আদায়কৃত সালাত কাফফারাস্বরূপ, যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ্ না করা হয়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৬২৩)**

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ হাঃ ১০৫৭৬ (১৬/৩৩৮); বুখারী তাঁর 'তারীখে' ইয়াযীদ ইবনু হারূনের তরীকে মুআল্লাকান রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে আবুল আব্বাস থেকে (১/১১৯-১২০)-তে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٦١٥- عن فضالة الليثي، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ، وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِيْ أَنْ قَالَ لِيْ: حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذِهِ سَاعَاتٌ لِيْ فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِيْ بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّيْ، قَالَ: حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ: صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوْبِهَا. (الصحيحة: ١٨١٣)

৬১৫. ফাযালা আল-লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যা আমাকে শিখিয়েছেন তার মাঝে এটাও ছিল যে, তিনি আমাকে বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যথাযথভাবে সংরক্ষণ কর। আমি বললাম, এসব সময়ে আমার অনেক ব্যস্ততা থাকে। সুতরাং আপনি আমাকে একটি ব্যাপক বিষয়ের নির্দেশ দিন যার উপর আমল করাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি বললেন, দুই আসরের সলাতের প্রতি যত্নবান হও সূর্যোদয়ের পূর্বের সলাতের প্রতি এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সলাতের প্রতি। **(সহীহাহ্ হা. ১৮১৩)**

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৪৫৩; ইমাম তহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসার (১/৪৪০); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ২৮২; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/২০,৩/৬২৮); বাইহাকী এবং ইবনু হাজার তাঁর 'আল মাতালিবুল আলিয়াহ'-এর হাঃ ৩১-তে আব্দুল্লাহ ইবনু ফাযালাহ আল-লাইসী থেকে আর তিনি তাঁর পিতা ফাযালাহ থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

٦١٦- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْدِمْنَا، فَقَالَ: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ. فَقَالَ: خِرْ لِيْ: قَالَ: خُذْ هٰذَا وَلَا تَضْرِبْهُ. فَإِنِّيْ

قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ مُقْبِلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَ إِنِّىْ قَدْ نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ. وَأَعْطٰى أَبَا ذَرٍّ الْغُلَامَ الْاٰخَرَ. فَقَالَ اِسْتَوْصِىْ بِهٖ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا فَعَلَ الْغُلَامُ الَّذِىْ أَعْطَيْتُكَ؟ قَالَ: أَمَرْتَنِىْ أَنْ أَسْتَوْصِىْ بِهٖ خَيْرًا فَأَعْتَقْتُهُ. (الصحيحة:١٤٢٨)

৬১৬. আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খাইবার থেকে ফিরছিলেন। (তখন) তাঁর সাথে দু'জন ক্রীতদাস ছিল। আলী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে একজন খাদেম দিন। তিনি বললেন, তাদের দু'জনের যাকে ইচ্ছা তুমি নিয়ে নাও। আলী (রা.) বললেন, আপনি আমাকে নির্বাচন করে দিন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'একে নাও এবং তাকে প্রহার কর না' কেননা খাইবার থেকে আমরা ফিরার পথে তাকে সলাত আদায় করতে দেখেছি। আর আমাকে সলাত আদায়কারীকে প্রহার করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আবূ যারকে অপর দাসটি প্রদান করলেন এবং বললেন, তার ব্যাপারে মঙ্গল কামনা করবে। এরপর বললেন, আবূ যার! তোমাকে আমি যে ক্রীতদাস দিয়েছিলাম তার কি অবস্থা? আবূ যার বললেন, আপনি আমাকে তার ব্যাপারে মঙ্গলের নির্দেশ করেছিলেন। সুতরাং আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। (সহীহাহ্ হা. ১৪২৮)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৫/২৫০-২৫৮)-তে হাম্মাদ ইবনু সালামার তরীকে আবূ উমামাহ (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সুয়ূতী 'আয-যিয়াদাত আ'লাল জামি' এর (২৪/২) এবং বাইহাকী তাঁর শু'আবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦١٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعاً: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى قُبَاءَ يُصَلِّىْ فِيْهِ. فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ. قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ؟ قَالَ: يَقُوْلُ هٰكَذَا. وَ بَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ. وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ. وَ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلٰى فَوْقَ. (الصحيحة: ١٨٥)

৬১৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় সলাতের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। আনসাররা তাঁকে এসে সালাম করল। তিনি তখন সলাত আদায় করছিলেন। ইবনু উমার (রা) বলেন, আমি বেলালকে বললাম, তাঁর সলাতরত অবস্থায় তারা যখন তাঁকে সালাম দিয়েছিল তখন তিনি কিভাবে তাদের (সালামের) উত্তর দিয়েছিলেন? বেলাল বললেন, তিনি এভাবে বলেছিলেন এবং (এ বলে) তার হাতের তালু প্রসারিত করলেন এবং জা‘ফর ইবনু আউন তাঁর হাতের তালু প্রসারিত করলেন এবং তালুর পেটকে নিচে এবং পিঠকে উপরের দিকে রাখলেন। (সহীহাহ্ হা. ১৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

আবূ দাউদ তাঁর সুনানে ৯২৭-তে ভালো সানাদে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী (৩/২০৪)-এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন এবং হাদীসটির অনেক তুরুক রয়েছে যা আল-মুসনাদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্।

٦١٨ـ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا: خِصَالٌ سِتٌّ ؛ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ؛ إِلَّا كَانَتْ ضَامِناً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ:

١. رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِداً، فَإِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ.

٢. وَرَجُلٌ تَبِعَ جَنَازَةً، فَإِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ.

٣. وَرَجُلٌ عَادَ مَرِيْضاً، فَإِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ.

٤. وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِ، فَإِنْ مَاتَ فِيْ وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ.

٥. وَرَجُلٌ أَتَى إِمَاماً، لَا يَأْتِيْهِ إِلَّا لِيُعَزِّرَهُ وَيُوَقِّرَهُ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذٰلِكَ؛ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ.

٦. وَرَجُلٌ فِيْ بَيْتِهِ، لَا يَغْتَابُ مُسْلِماً، وَلَا يَجُرُّ إِلَيْهِمْ سَخَطاً وَلَا نِقْمَةً، فَإِنْ مَاتَ؛ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ. (الصحيحة: ٣٣٨٤)

৬১৮. আয়িশা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। ছয়টি গুণ এমন; যে কোন মুসলিম এর একটির উপর মারা যাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

ক. যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশে (ঘর থেকে) বের হয় এ অবস্থায় সে যদি মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

খ. যে ব্যক্তি (মৃত্যুর) জানাযার সঙ্গে যায়, সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

গ. যে ব্যক্তি রোগীর সেবায় নিয়োজিত, সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

ঘ. যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে সলাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমন করে। সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব।

ঙ. যে ব্যক্তি কোন ইমামের নিকট আসে তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে, সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায়। তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব।

চ. এবং যে ব্যক্তি (নীরবতা অর্জনের জন্য) তার ঘরে বসে থাকে। কোন মুসলমানের গীবত করে না, তার সঙ্গে রাগ করে না বা তার থেকে প্রতিশোধ নেয় না। সে যদি (এমতাবস্থায়) মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব।[৩] (সহীহাহ্ হা. ৩৩৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

---

3 আমাদের শায়েখ (আলবানী) (র) অত্র হাদীসের (১৭/১১৫১) তাখরীজের শেষে উল্লেখ করেছেন যে, এ তাখরীজ ও তাহক্বীক্বের আলোকে সুস্পষ্ট হয় যে, হাদীসটি তার তরীক ও শাহেদের কারণে সহীহ। সুতরাং যঈফুল জামে থেকে একে সহীহুল জামেতে উল্লেখ করা জরুরী। পাঠকের কিতাবটি ব্যক্তিগত হলে একে সংশোধন করে নেয়া আবশ্যক। উচিত ছিল, অনেক পূর্বেই এ ব্যাপারে এ ধরনের তা'লীক তাহক্বীক্ব হওয়া কিন্তু সবকিছু আল্লাহরই হাতে। (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)، (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) –তাজরীদকারক

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (৪/৪৯১/৩৮৩৪)-এ হাকাম ইবনুল বাশীর ইবনু সালমানের সূত্রে আয়িশা (রা) সূত্রে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাকাম সত্যবাদী। তাঁর হাদীসে মুতাবাআত রয়েছে, যা ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ'র হা. ১৪৯৫-এ এবং তাঁর তরীকে ইবনু হিব্বান হা. ১৫৯৫; বাইহাকী (৯/১৬৬-১৬৭); তাবারানী (২০/৩৭/৫৪)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

তাছাড়া হাদীসটি নুরুদ্দীন আল-হাইসামী (র) তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদের হা: ৬/২৭৭; ইমাম মুনযীরী (র) তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীবের (৩/৪৪১); ইমাম আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ৪৩৫৩৬।

٦١٩ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيْثًا فَقَالَ: رَكْعَتَانِ خَفِيْفَتَانِ مِمَّا تُحَقِّرُوْنَ وَ تُنَفِّلُوْنَ يُزِيْدُهُمَا هٰذَا يُشِيْرُ إِلٰى قَبْرٍ فِىْ عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ. (الصحيحة:١٣٨٨)

৬১৯. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সদ্য সমাহিত কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এরপর বললেন, সামান্য দু'রাকাত সলাত যাকে তোমরা হালকা এবং নফল মনে কর একে ব্যক্তির আমলে বৃদ্ধি করা তোমাদের দুনিয়ার অবশিষ্ট সবকিছু থেকে তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৮৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু সায়িদ তাঁর যাওয়ায়েদে 'যুহদ' (১/১৫৯)-তে আল-কাওয়াকিব (৫৭৫ নং ৩১ হি:) থেকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ এবং মুসলিমের রাবী তবে আররিফায়ী এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া আবূ নুআঈম তাঁর আখবারে আসবাহান (২/২২৫)-তে এমনিভাবে তাবারানী তাঁর আল-আওসাতে হা: ৯০৭-তে ভিন্ন দুই তরীকায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٢٠ـ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ: أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ. (الصحيحة:٢٣٠)

৬২০. আবূ বাকরা (রা.) (মাসজিদে এসে) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রুকুবস্থায় পেলেন। সুতরাং (তাড়াতাড়ি করে) কাতারের বাইরেই তিনি রুকু করে (ধীরে ধীরে) কাতারের সম্মুখে গেলেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সলাত শেষ করে বললেন, কাতারের বাইরে তোমাদের কে রুকু করেছে এবং (ধীরে ধীরে) কাতারে প্রবেশ করেছে? আবূ বাকরা বললেন, আমি। অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এমনটি করবে না। **(সহীহাহ্ হা. ২৩০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাউদ তহাবী বাইহাকী এবং ইবনু হাজম্ আবূ বাকরার হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং এর আসল বুখারীতে রয়েছে যা আমি আমার সহীহ আবূ দাউদে উল্লেখ করেছি। যার নাম্বার ৬৮৪ এবং ৬৮৫।

٦٢١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. (الصحيحة:١٨٨٩)

৬২১. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সিজদায়ে সাহু (ভুলের কারণে দেয়া দুই সিজদা) সলাতের (সকল) ঘাটতি এবং বৃদ্ধিকে বৈধ করে দেয়।
(সহীহাহ্ হা. ১৮৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তাঁর মুসনাদের (১/২১৮); আবূ মা'মার এর সানাদে আয়িশা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও এর সকল রাবী শাইখাইনের রাবী। মুসনাদুল বায্যার হা: ৫৭৪-এ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার এর তরীকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। হাইছামী (২/১৫১); ইবনু আদী (২/৬৯); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল

আওসাতের হাঃ ৭২৯৬; মুহাম্মাদ ইবনু মাখলাদ তাঁর 'আল মুনতাকা মিন হাদীসিহি' এর (১/২/২); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখের (১০/৮০); ইবনু আবী শুরাইহ আল-আনসারী তাঁর جزء بيبي এর (২/১৬৯) এ মানজুরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৫৯৪।

٦٢٢- عَنْ أَبِى مُعَاذٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَمَّا فِىْ أَيْدِى النَّاسِ. (الصحيحة: ١٩٠٣)

৬২২. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব রাতের সলাত এবং তার সম্মান মানুষের নিকট যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া। (সহীহাহ্ হা. ১৯০৩)

হাদীসটি হাসান।

উকাইলী তাঁর 'আয্-যুআফা' এর ১২৭ পৃষ্ঠায় ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমানের সানাদে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু তাম্মাম তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদ এর (১৭২/১-২); ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৪/৯৯/১, ৮/৩৭/১); এমনিভাবে আবূ বকর আশ্-শাফেয়ী তাঁর 'আল-গাইলানিয়্যাত'-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আল-লা'আলী আল-মাসনুআহ (২/২৯)।

আমি (আলবানী) বলব: তবে হাদীসটির অনেক মারফূ শাওয়াহেদ বিদ্যমান যার ফলে হাদীসটি হাসান।

٦٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا: اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (الصحيحة: ٢٧٩٥)

৬২৩. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আমাদের সাথে আট রাকাত এবং সাত রাকাত সলাত আদায় করেছেন (আট রাকাত তথা) যুহর ও আসর। (সাত রাকাত তথা) মাগরিব ও ঈশা। (সহীহাহ্ হা. ২৭৯৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শাইখাইন এবং আবূ আওয়ানা তাঁদের সহীহ্তে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্যরা বিভিন্ন তুরুকে হাম্মাদ ইবনু যায়িদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইরওয়াউল গলীল (৩/৩৬); সহীহ সুনানে আবূ দাউদ হাঃ ১০৯৯; নাসাঈ হাদীসটির সহীহ সানাদে তাঁর সুনানের (১/৯৮)-এ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/৪৫৬) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ তবে মা'মুল বিহি নয়। মিনহাজুল মুসলিম ২৪৮ পৃষ্ঠা।

٦٢٤ـ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً مِّنَ الصَّلَوَاتِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ: صَلَاةَ الظُّهْرِ) فَقَامَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ [وَلَمْ يَجْلِسْ] فَسَبَّحَ بِهِ [فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ] [فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ]. فَمَضَى حَتَّى [إِذَا] فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السَّلَامُ [وَ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ] سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ [يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ سَجْدَةٍ، وَهُوَ جَالِسٌ] قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ [ثُمَّ سَلَّمَ] [وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ]. (الصحيحة:٢٤٥٧)

৬২৪. আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (কোন) এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করালেন (অপর বর্ণনায় যুহরের সলাত) এবং দ্বিতীয় রাকাতে (না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন, অত:পর সুবহানাল্লাহ পড়ে (তাঁকে) এ সম্পর্কে সতর্ক করা হলো। (যখন সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন এভাবেই সলাত আদায় করতে লাগলেন এবং বৈঠকের উদ্দেশ্য আর ফিরলেন না।) (লোকেরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল) এবং অবশিষ্ট সলাত পূর্ণ করল। আর যখন সলাত (এর কার্যাদি) শেষ হবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেন এবং শুধু সালাম বাকি ছিল (এবং লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষায় ছিল তখন তিনি অতিরিক্ত) দুটি সিজদা করলেন (এবং বসাবস্থায় প্রতি সিজদায় তাকবীর বললেন) সালাম ফিরানোর পূর্বে। (অত:পর সালাম ফিরান) এবং বসতে ভুলে যাওয়ার কারণে লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা করল।

(সহীহাহ্ হা. ২৪৫৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা থেকে বর্ণিত তাঁর থেকে আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ তিন তুরুককে রিওয়ায়াত করেছেন। প্রথমটি: যুহরীর সানাদে যা বুখারী তাঁর সহীহ্র ৮২৯, ৮৩০ ১২২৪, ১২২৫, ১২৩০, ৬৬৭০-তে; মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৮৩-৮৪)-তে; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৬৬৬ ও ২৬৬৮-তে ও অন্যান্যরা অন্য তুরুকে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইরওয়াউল গলীল হা. ৩৩৮ (২/৪৫); সহীহ আবূ দাউদ হা: ৯৪৬। দ্বিতীয়টি: দহহাক এর সানাদে বর্ণিত যা ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (২/১১৫/১০৩০)-তে; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/৩২২)-তে উল্লেখ করেছেন এইটিও সহীহ শাইখাইনের শর্তে।

٦٢٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! حَدِّثْنِيْ حَدِيْثًا وَاجْعَلْهُ مُوْجِزًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَأَيِسْ مِمَّا فِيْ أَيْدِيْ النَّاسِ تَعِشْ غَنِيًّا وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ. (الصحيحة:١٩١٤)

৬২৫. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একদিন একজন ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে একটি হাদীস বলুন এবং সংক্ষেপ করুন। অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীর ন্যায় সলাত আদায় কর। যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখছ এবং তুমি যদি তাঁকে না দেখ তবে (মনে কর) তিনি তোমাকে (অবশ্যই) দেখছেন এবং লোকদের নিকট যা আছে তার (আশা) থেকে নিরাশ হয়ে যাও, তাহলে অমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন-যাপন করতে পারবে এবং সে জিনিসের ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে হয় তা থেকে বিরত থাক। **(সহীহাহ্ হা. ১৯১৪)**

হাদীসটি সহীহ।

তারীখে বুখারী (৩/২/২১৬); মুখাল্লিস তাঁর 'আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকা' (৬/৭৪/২); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের হা: ৪৫৮৮; আল কুযায়ী তাঁর 'মুসনাদুশ শীহাবের (২/৮০); বাইহাকী তার 'আয্-যুহদ' (১-২/৬২); আল-কাযী আশ্-শরীফ আবূ আলী তাঁর مَشْيَخَتِهِ-এর (১/১৭৩/২); ইবনুন নাজ্জার তাঁর যাইলে তারীখে বাগদাদের (১০/৬/১); দিয়া আল-মাকদেসী তাঁর 'আল-মুখতারাহ'-তে আবূ আলী আল-হাসান ইবনু রাশীদ এর সানাদে ইবনু উমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয-যাওয়ায়েদ এর (১০/২২৯) রিওয়ায়েত কেরেছেন।

٦٢٦ـ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيْ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِي الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِيْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ. (الصحيحة:١١٦٤)

৬২৬. কাসিম আশ্-শাইবানী থেকে বর্ণিত। যায়িদ ইবনু আরকাম (রা.) কতক লোককে যুহর সলাত আদায় করতে দেখে বললেন, এরা কি জানে না যে, এই সময়ের অন্য সময়েই এই সলাত আদায় উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সালাতুল আওয়াবীন' তখনই (আদায় করবে) যখন উটের বাচ্চা রোদে পুড়তে আরম্ভ করে।

(সহীহাহ্ হা. ১১৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৭১); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০-৩৭৫); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হাঃ ১১২৭-তে কাসিম আশ্-শায়বানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু আওয়ানা তাঁর মুসনাদের (২/২৭০ ও ২৭১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির সানাদে অনেক মাজাহীল রয়েছে যা আমি 'সহীহ্ আবূ দাউদ' এর হাঃ ১২৮৬-তে উল্লেখ করেছি।

٦٢٧ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَرْفُوْعًا. قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى ، وَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ أَجْوَبُهُ دَعْوَةً قَالَ: قُلْتُ: أَوْجَبُهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَجْوَبُهُ. يُعْنِىْ بِذٰلِكَ الْإِجَابَةَ. (الصحيحة:١٩١٩)

৬২৭. আমর ইবনু আবাসা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত যে, রাতের সলাত দুই দুই রাকাত এবং শেষরাতে দু'আ সবচেয়ে বেশি কবূল করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, সর্বাধিক জরুরী? তিনি বললেন, না। বরং সবচেয়ে বেশি কবূল করা হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা কবূল হওয়া উদ্দেশ্য। **(সহীহাহ্ হা. ১৯১৯)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৭৪)-এ আবুল ইয়ামান এর তরীকে আমর ইবনু আবাসা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি দুর্বল, সানাদে ইবনু আবী মারইয়ামের ইখতেলাতে কারণে। আর এই কারণেই ইমাম হাইসামী হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একীন করেছেন। যা হোক সানাদের বিবেচনায় ইসনাদটি দুর্বল। তবে এর প্রথামাংশ নিঃসন্দেহে সহীহ। কারণ এটি সহীহাইনে রয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি ভিন্ন দুই তরীকে ইবনু আবাসা তাঁর মুসনাদে (৪/১১২ ও ৩৮৫)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

আর এর তৃতীয় আরো একটি তরীক রয়েছে, যা ইমাম তিরমিযী ও অপরাপরগণ উল্লেখ করেছেন। ইবনু খুযাইমা (১/১২৫/১) আর আমি (আলবানী) বলব: পূর্ণ হাদীসটিই সহীহ।

٦٢٨ـ عَنْ أَبِـيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْساً وَعِشْرِيْـنَ دَرجَةً ، وإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ ، فَأَتَمَّ وُضُوْءَهَا وَرُكُوْعَهَا وَ سُجُوْدَهَا؛ بَلَغَتْ صَلَاتُهُ خَمْسِيْـنَ دَرَجَةٍ. (الصحيحة: ٣٤٧٥)

৬২৮. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জামাতের সালাত আদায় করা তার একাকী সালাতের তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি (সাওয়াব) বৃদ্ধি পায়। কেউ যদি পরিপূর্ণ রুকূ-সিজদাহসহ বিজন এলাকায় সলাত আদায় করে, তার জন্য রয়েছে ৫০ গুণ সওয়াব।

(সহীহাহ্ হা. ৩৪৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহুল বুখারী হা: ৪৫৭; সহীহ মুসলিম হা: ১৫৩৮; হাদীসের শব্দাবলী তাঁর আবূ দাউদ হা: ৫৫৯-তে; সহীহ মুসনাদে আহমাদ হা: ৭৪৩০; তাহকীক শুআইব আল-আরনাউত সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। সহীহ ইবনু খুযাইমা হা: ১৪৯০; তাহকীক ডক্টর মুস্তফা আ'যমী: সানাদ সহীহ। সহীহ ইবনু হিব্বান হা: ২০৭৯, ১৫০৪; মুসনাদে আবূ আওয়ানাহ হা: ৯৭৮।

٦٢٩ـ عَنْ قُبَاثَ بْنِ أَشْيَمَ اللَّيْثِيْ مَرْفُوْعًا: صَلَاةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى ، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى. (الصحيحة: ١٩١٢)

৬২৯. কুবাস ইবনু আশয়াম আল-লাইসী (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। দু'জন ব্যক্তির সলাত যাদের একজন অপরের সলাতের ইমামতি করে এটা আল্লাহর নিকট আট জনের ধারাবাহিক সলাত অপেক্ষা পবিত্রতর। আর চার জনের সলাত যাদের একজন তাদের সলাতের ইমামতি করে এটা আল্লাহর নিকট একশত জনের ধারাবাহিক সলাত অপেক্ষা পবিত্রতর। **(সহীহাহ্ হা. ১৯১২)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখের (৪/১/১৩২-১৯৩); বায্যার তাঁর মুসনাদের হাঃ ৪৬১; ইবনু সা'দ তাঁর আত্-তবাক্বাত এর (৭/৪১১); দাইলামী তাঁর মুসনাদের (২/২৪৩-২৪৪)-তে আবূ খালিদ সাওর ইবনু ইয়াযীদ এর সানাদে মারফূআন হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটি দুর্বল সানাদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ নামক মাজহুল রাবী থাকার কারণে। ইবনু আবি শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (১/১৩১/১); সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৫৬৩।

٦٣٠ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعاً: صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلٰى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ. (الصحيحة:٣٠٣٣)

৬৩০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। বসে সালাত আদায়কারীর সাওয়াব দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর সাওয়াবের অর্ধেক।[1] (সহীহাহ্ হা. ৩০৩৩)

হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হাঃ ১৫৫০১, (২/১৯৩) ৬/৬১, ৭১; বাইহাকী তাঁর আসসুনানুল কুবরার হাঃ ১৩৬৭; ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হাঃ ১২৩৬; ইমাম হাইসামী তাঁর مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ এর (২/১৪৯); ইমাম নাসায়ী তাঁর قِيَامُ اللَّيْلِ এর ২১ অধ্যায়ে; ইমাম তহাবী তাঁর শরহুমুশকিলিল আসারের হাঃ ৫২৩৩; ইবনু শাইবা তাঁর মুসান্নাফের ২/৫২ এবং ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামের ১৮/২৩৬-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٣١ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ [عَنْ جَدِّهِ الْأَرْقَمِ] أَنَّهُ قَالَ: جِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِيْ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقُلْتُ: إِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ. فَقَالَ: إِلٰى تِجَارَةٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْهِ. فَقَالَ: صَلَاةٌ هَاهُنَا يُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ هَاهُنَا يُرِيْدُ إِيْلِيَاءَ. (الصحيحة:٢٩٠٢)

---

[1] হাদীসের টীকাতে শাইখ বলেন, হাদীসটি সহীহাইন সুনান ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে একদল সাহাবী থেকে সহীহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।—*তাজরীদকারক*

৬৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনুল আরকাম (রা.) তাঁর দাদা আরকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, কোথায় যাবে? আমি বললাম, বাইতুল মাকদিসের দিকে। তিনি বললেন, ব্যাবসার উদ্দেশ্যে? আমি বললাম, না। তবে আমি সেখানে সলাত আদায়ের ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখানে (মাদীনার দিকে ইশারা করলেন) এক ওয়াক্ত সলাত আদায় সেখানের (বলে ইলীয়া উদ্দেশ্য নিলেন) এক হাজার ওয়াক্ত সলাত অপেক্ষা উত্তম। **(সহীহাহ্ হা. ২৯০২)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারে (১/২৪৭); হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৩/৫০৪); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/২৮৫/৯০৭) এবং তাঁর তরীকে আবূ নুআঈম তাঁর আল-মা'রিফার (২/৩৮১/১০০৬)-তে আত্তাফ ইবনু খালিদের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাইসামী তাঁর আল-মাজমায়ুয্-যাওয়ায়েদ এর (৪/৫)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর এটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হিব্বান হাঃ ১৬২১; মুসনাদে আবূ ইয়ালা (২/৩৯৩/১১৬৫); মুসনাদে বাযযার (১/২১৫/৪২৯)।

٦٣٢- عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوْعًا

صَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ مَعَ سُقُوْطِ الشَّمْسِ. بَادِرُوْا بِهَا طُلُوْعَ النَّجْمِ.

(الصحيحة: ١٩١٥)

৬৩২. আবী আইয়ূব (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মাগরিবের সলাত আদায় কর। নক্ষত্র উদয়ের পূর্বেই তা দ্রুত সম্পন্ন করে ফেল।

(সহীহাহ্ হা. ১৯১৫)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তাঁর মু'জামের হাঃ ৪০৫৮, ৪০৫৯-তে দু' তরীকে ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীব থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটি সহীহ ও এর সকল রাবী সিকাহ্। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৪১৫); দারাকুতনী তাঁর সুনানের (১/২৬০ মিশর)-এ ইবনু লাহিয়ার তরীকে ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীব থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয্-যাওয়ায়েদের (২/৩১০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৪৪৪।

٦٣٣- عَنْ أَنَسٍ وَ جَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتْرُكُوا النَّوَافِلَ فِيْهَا. (الصحيحة:١٩١٠)

৬৩৩. আনাস ও জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) সলাত আদায় কর এবং ঘরে নফল সলাত আদায়কে পরিহার করনা।

(সহীহাহ্ হা. ১৯১০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি দারাকুতনী তাঁর আল-আফরাদে তাখরীজ করেছেন এবং তাঁর থেকে দায়লামী তাঁর মুসনাদুল ফিরদাউস এ মুআল্লাকান (২/১৪১); সাঈদ ইবনু বাযিই এর তরীকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ্ তবে ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস। হাদীসটির শাহেদ বিদ্যমান যা মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৮৭); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৬, ১২৩); ইবনু উমার থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হা: ৯৫৮।

٦٣٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: صَلُّوْا فِىْ مَرَاحِ الْغَنَمِ وَ امْسَحُوْا رُغَامَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ. (الصحيحة:١١٢٨)

৬৩৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা ছাগলের গোয়ালঘরে সলাত আদায় কর এবং ছাগলের (গায়ের) ধূলো মুছে দাও কেননা ছাগল জান্নাতী পশু। (সহীহাহ্ হা. ১১২৮)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু আদি তাঁর কামিলের (১/২৭৬) এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৪৯) ও কাসীর ইবনু যায়িদ থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। বাযযার তাঁর মুসনাদের হা: ৪৯। খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৭/৪৩২)-তে হাদীসটির কয়েকটি মুতাবাআত উল্লেখ করেছেন।

٦٣٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِىْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. خَافَ أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (الصحيحة:٢٣٣)

৬৩৫. আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার (সূর্যাস্তের পর) মাগরিবের (সলাতের) পূর্বে দুই রাকাত সলাত আদায় কর। এরপর তৃতীয়বার বললেন, 'যে চায়' (পড়ুক)। লোকেরা একে সুন্নাত মনে করবে বলে তিনি আশঙ্কা করলেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৩৩)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ নসর তাঁর কিয়ামুল লাইল কিতাবের হা: ২৮-এ আব্দুল হারিস ইবনু আব্দুস সামাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা আল-মুকরীযী আহমাদ আলী বলেছেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

আমি (আলবানী) বলব, হ্যাঁ, হাদীসটি সহীহ। তাছাড়া হাদীসটি ইবনু হিব্বানের হা: ৬১৭-এ উল্লেখ রয়েছে।

٦٣٦ـ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: قَالَ : جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأُوْلَى وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَقِيْلَ لَهُ ، فَقَالَ : صَنَعْتُ هٰذَا لِكَيْ لَا تَحْرِجُ أُمَّتِيْ . (الصحيحة: ٢٨٣٧)

৬৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর ও আসর এর মাঝে এবং মাগরিব এবং ঈশার মাঝে 'জমা' করেছেন (একত্রে পড়েছেন)। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, আমি এমনটি করেছি যাতে আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হয়।

(সহীহাহ্ হা. ২৮৩৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১০/২৬৯/১০৫২৫); এ ইদরীস ইবনু আব্দুল কারীমের সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। আর আল-আওসাতের (১/৪৬/১)-এ এই হাদীসটিই ভিন্ন তরীকে ইবনু আব্দুল কুদ্দুস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এই সানাদটি হাসান এবং আব্দুল কুদ্দুস ব্যতীত এর সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ। ইবনু হিব্বান তাঁকে সিকাহ হিসেবে তাঁর 'আস্-সিকাত' এর (৭/৪৮)-তে উল্লেখ করেছেন। ইরওউল গালীল হা: (৩/৩৪/৫৭৯/২)।

٦٣٧- عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَ هُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ، يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيحة: ٢٦٧٤)

৬৩৭. আযরাক ইবনু কাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে সলাতে দু' হাতে মাটিতে ভর দিতে দেখেছি। দাঁড়ানোর সময় তিনি তার দু'হাতের উপর ভর দিতেন। আমি তাকে বললাম, আবূ আব্দুর রহমান! এটা কি করলেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সলাতে দু'হাতে মাটিতে ভর দিতে দেখেছি। **(সহীহাহ্ হা. ২৬৭৪)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (১/২৩৯/১)-এ আলী ইবনু সাঈদ আর-রাযীর সানাদে উল্লেখ করেছেন। আযরাক থেকে শুধুমাত্র হাদীসটি হাইসামী রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইউনুস ইবনু বুকাইর এক্ষেত্রে মুতাফাররিদ।

আমি (আলবানী) বলব: তবে তিনি সদূকুল হাদীস। তাঁর ক্ষেত্রে সামান্য কালাম রয়েছে যা হাসানুল হাদীস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। তবে হাইসামীকে আমি চিনি না।

٦٣٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : اٰخِرُ كَلَامٍ كَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ اسْتَعْمَلَنِيْ عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ: خَفِّفِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ، حَتّٰى وَقَّتَ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى) وَ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ)، وَأَشْبَاهَهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ. (الصحيحة: ٢٩١٩)

৬৩৮. উসমান ইবনু আবূল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফে গভরণর বানানোর সময় রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ আমাকে যে কথা বলেছিলেন, (তা হলো) তিনি বললেন, লোকদের জন্য সলাত সংক্ষেপ করবে এমনকি 'সাববি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল লাযি খালাকা' এবং এ জাতীয় কুরআনের অন্যান্য সূরা নির্ধারণ করে দিলেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৯১৯)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২১৮); তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীরের (৯/৩৮-৩৯); ইবনু খয়সামা এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ্। আমি শুধু উল্লিখিত সূরাটির তাওকীতের লক্ষ্যেই হাদীসটিকে এখানে উল্লেখ করেছি। অন্যথায় হাদীসটি মুসলিমে রয়েছে। হাদীসটি সহীহ্ আবূ দাউদের হা: ৫৪১-তেও উল্লেখ করা হয়েছে।

٦٣٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عَادَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيْضًا ، وَأَنَا مَعَهُ . فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلَى عُوْدٍ ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُوْدِ . فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَطَرَحَ الْعُوْدَ ، وَأَخَذَ وِسَادَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهَا عَنْكَ ـ يَعْنِى الْوِسَادَةَ ـ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ. (الصحيحة: ٣٢٣)

৬৩৯. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একজন অসুস্থ ব্যক্তির পরিদর্শনে যান। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গেলেন। সে তখন কাঠের উপর সলাত আদায় করছিল এবং কাঠের উপর সে তার ললাট রাখল। তিনি তার দিকে ইশারা করলেন ফলে সে কাঠটি ফেলে দিল এবং (সিজদার উদ্দেশ্যে) বালিশ নিল। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, মাটিতে সিজদা করতে সক্ষম হলে একে বর্জন কর। অন্যথায় ইশারা করে সলাত আদায় কর। আর তোমার রুকু অপেক্ষায় সিজদা নিচু হয়ে কর। (সহীহাহ্ হা. ৩২৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১৮৯/২)-এ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল এর সানাদে ইবনু উমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। আল-মু'জামুল আওসাত (২/১৪৪/১/৭২৩১); মুসনাদে আবূ আওয়ানাহ (২/৩৩৮); মুসনাদে বায্যার ৬৬ পৃষ্ঠা।

٦٤٠- لَا ، وَ لٰكِنْ تَصَافَحُوْا . يَعْنِيْ لَا يَنْحَنِيْ لِصَدِيْقِهٖ ... وَ لَا يَلْتَزِمُهٗ ، وَ لَا يُقَبِّلُهٗ حِيْنَ يَلْقَاهُ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيْقَهٗ أَيَنْحَنِيْ لَهٗ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، قَالَ : فَيَلْتَزِمُهٗ[5] وَيُقَبِّلُهٗ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَيُصَافِحُهٗ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ . وَالسِّيَاقُ لِأَحْمَدَ وَكَذَا التِّرْمِذِيِّ ، لٰكِنْ لَيْسَ عِنْدَهٗ : إِنْ شَاءَ . (الصحيحة:١٦٠)

৬৪০. না, বরং তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করবে। অর্থাৎ বন্ধুর জন্য ঝুঁকবে না (প্রণাম করবে না) এবং সাক্ষাতের সময় তাকে চুম্বনও করবে না। আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কেউ তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তার জন্য সে কি ঝুঁকতে (প্রণাম করতে) পারবে? রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না'। সে বলল, অত:পর সে বন্ধুর সঙ্গ দিতে এবং তাকে (তার হাতে) চুম্বন করতে পারবে? রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। সে বলল, সে কি তার সঙ্গে মুসাফাহা করতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি চায়। হাদীসের এ বর্ণনাটি ইমাম আহমাদের। তিরমিযীও এমনটি বর্ণনা করেছেন তবে তার নিকট (তার কিতাবে) إِنْ شَاءَ বাক্যটি নেই। (সহীহাহ্ হা. ১৬০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/১২১); সুনানে ইবনু মাযাহ হা: ৩৭০২; সুনানে বাইহাকী (৭/১০০) ও মুসনাদে আহমাদের (৩/১৯৮)-তে একাধিক তুরুকে হানযালা ইবনু আব্দুল্লাহ আস-সাদূসীর সানাদে আনাস ইবনু মালিক থেকে

---

[5] শাইখ আলবানী (র) সহীহা'র (১/৩০০)-এ বলেন, পূর্ববর্তী হাদীসের টীকাতে বলেন, হ্যাঁ, ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহের আমরা যতগুলো সাওয়াহেদ উল্লেখ করেছি সেগুলোর দিকে তাকালে হাদীসটি শক্তিশালী হয় এবং ولا يلتزمه শব্দটি নিস্প্রয়োজন বলে মনে হয়। এ কারণে এই মুদ্রণে আমরা শব্দটি ফেলে দেয়াকে শ্রেয় মনে করেছি। আর এদিকে (...) এই চিহ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছি। *—তাজরীদকারক*

রিওয়ায়াত করা হয়েছে। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, তাছাড়া আল-মুনতাকার ২/২৮; আল-ফাওয়ায়েদ এর (১/৯৭)-তেও হাদীসটি হানযালার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦٤١ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا: خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا. (الصحيحة:٢٥٣٣)

৬৪১. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক যারা সলাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে দেয়। যে পা সারির মধ্যকার ফাঁকা জায়গা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাড়ান হয়, তার চেয়ে অধিক পুরস্কারের পা বাড়ান আর নেই। **(সহীহাহ্ হা. ২৫৩৩)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (১/৩২/২); লাইস ইবনু হাম্মাদের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। দাইলামী তাঁর মুসনাদের (৪/২৪)-তে হাদীসটির দ্বিতীয় অংশটি উল্লেখ হয়েছে আর প্রথমটি বায্যারের (যাওয়ায়েদ-৫৮)।

٦٤٢ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوْعًا: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ بُيُوْتُهُنَّ.

(الصحيحة:١٣٩٦)

৬৪২. উম্মু সালামা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। মহিলাদের উত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘর (এর নির্জন প্রকোষ্ঠ)। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৯৬)**

হাদীসটি যঈফ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৩০১)-এ আব্দুর রহমান ইবনু নসর আদ-দিমাশকী তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদ'-এর (১/২২১); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর 'সহীহর' হা. ১৬৮৪; ইমাম হাকিম আন-নাইসাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাকে' (১/২০৯) এবং ইমাম কুযায়ী (১/১০২) মারফূ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন, সানাদটি যঈফ। কারণ, হাদীসে আবূস সামাহ নামক ব্যক্তির উপস্থিতি রয়েছে। কেননা, একাধিক মুনকার রিওয়ায়াত করার কারণে, তিনি যঈফ বা দুর্বল। তবে হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে। যেমনঃ ইবনু উমার (রা)-এর হাদীসঃ

لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ ,وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

যা সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৫৭৬-তে বর্ণিত হয়েছে।

٦٤٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: اَلطُّهُوْرُ ثُلُثٌ وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. (الصحيحة:٢٥٣٧)

৬৪৩. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সলাতের তিনটি এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে। পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ, রুকু এক-তৃতীয়াংশ এবং সিজদা এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং যে সলাতের হক আদায় করে তা পড়ে। তার সলাত কবূল করা হয়। আর যার সলাত কবূল করা হয় তার (অন্যান্য) সকল আমল কবূল করা হয়। আর যার সলাত প্রত্যাখ্যান করা হয় তার (অন্যান্য) সকল আমল প্রত্যাখ্যান করা হয়। **(সহীহাহ্ হা. ২৫৩৭)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বাযযার তাঁর মুসনাদের (১/১৭৭/৩৪৯) যাকারিয়্যাহ ইবনু ইয়াহয়া এর সূত্রে আবূ হুরাইরা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: যাকারিয়্যা ব্যতীত সকলেই সিকাহ ও শায়খাইনের রাবী।

٦٤٤- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ. (الصحيحة:١٤٨٩)

৬৪৪. নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কি? অত:পর তিনি বললেন, ওয়াক্তমতো সলাত আদায়, মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করা এবং জিহাদ করা।
(সহীহাহ্ হা. ১৪৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৩৬৮)-তে শু'বার সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির মুতাবাআত বিদ্যমান যা মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৬৩)-এ হাসান ইবনু আব্দুল্লাহর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। স্বয়ং এই হাদীসটিই বুখারী তাঁর সহীহর (২/৯/৫২৭)-এ শু'বার তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ। খতীব তাঁর তারীখের (১০/২৮৬)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٤٥ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ وَ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (الصحيحة:١٩٢٠)

৬৪৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এর মধ্যকার সময়ে যে গুনাহ করা হয়, তা তার কাফফারাস্বরূপ, যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয় এবং এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত (আদায়কৃত সালাত) কাফফারাস্বরূপ যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ না করা হয়। **(সহীহাহ্ হা. ১৯২০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ নু'আঈম তাঁর 'আল-হিলয়ার' (৯/২৪৯-২৫০)-এ আব্দুল হাকিম এর সূত্রে আনাস থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি দুর্বল। আব্দুল হাকিম যিনি আলকাসমালী নামে প্রসিদ্ধ ইনি যঈফ। তবে যিয়াদ আল-মুনিরী তাঁর মুতাবাআত করেছেন এবং বায্যার তাঁর মুসনাদের হা: ৩৪৭-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৬৪।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে হাদীসটি অতিরিক্ত শব্দ সংযোগ করে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

এবং এই সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

٦٤٦ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ: مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ؛ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. (الصحيحة: ٣٣٢٢)

৬৪৬. আবূ হুরাইরা (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান মধ্যকার সময়ে যে গুনাহ করা হয় তার কাফফারাস্বরূপ; যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ না করা হয়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৩২২)**

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৭৪; হাদীসের শব্দাবলী তাঁর মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৮৭১৫, ৯১৯৭; তাহকীক শুআইব আল-আরনাউত হাদীস সহীহ। সুনানে তিরমিযী হাঃ ২১৪; ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

শায়খ আলবানী (র) বলেনঃ সহীহ। সহীহ ইবনু খুযাইমা হাঃ ৩১৪, ১৮১৪; সহীহ ইবনুল হিব্বান হাঃ ১৭৬৩, ২৪৫৯।

٦٤٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلٌ يَسْجُدُ عَلَى وَجْهِهِ، وَلَا يَضَعُ أَنْفَهُ، قَالَ: ضَعْ أَنْفَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ.

(الصحيحة: ١٦٤٤)

৬৪৭. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তির নিকট আসলেন; যে (শুধু) ললাটের উপর সিজদা করত। নাকের উপর সিজদা করত না। তিনি (তাকে) বললেন, (মাটিতে) তোমার নাক রাখবে, তোমার সাথে সেও সিজদা করবে।
(সহীহাহ্ হা. ১৬৪৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ নুআঈম তাঁর 'আখবারে আসবাহানের' (১/১৯২-১৯৩)-তে হামিদ ইবনু মাসআদাহ্ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসের সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে হরব ইবনু মায়মুন নামক মাতরুক রাবী রয়েছে। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি তাঁর সুনানের (২/১০৪)-এ মুআল্লাকান রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের হাঃ ১১৯১৭-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইকরিমা নাবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তা মুরসাল ও সহীহুল ইসনাদ।

٦٤٨ـ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِى الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِيْ فِى السَّفِيْنَةِ نُزُوْلاً فِىْ بَقِيْعِ (بُطْحَانَ)، وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النبى صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِّنْهُمْ. فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِىْ؛ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِىْ بَعْضِ أَمْرِهِ. فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى اِبْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: عَلٰى رِسْلِكُمْ! أَبْشِرُوْا. إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يُصَلِّيْ هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ. أَوْ قَالَ: مَا صَلَّى هٰذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ. لَا يَدْرِىْ أَىَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ! قَالَ أَبُوْ مُوْسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِيْنَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْلُهُ: (اِبْهَارَّ)؛ أَىْ: اِنْتَصَفَ. وَبُهْرَةُ كُلِّ شَىْءٍ: وَسْطُهُ. وَقِيْلَ: (اِبْهَارُّ اللَّيْلِ): إِذَا طَلَعَتْ نُجُوْمُهُ وَاسْتَنَارَتْ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. (الصحيحة: ٣٩٦٩)

৬৪৮. আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার সঙ্গীগণ যারা বাকী (বুতহান এলাকায়) অবতরণের উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে জাহাজে ছিল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মদীনায় ছিলেন। তাদের একটি ছোট দল পালাক্রমে প্রতি রাতে ঈশার সলাতের সময় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসতেন (পালাক্রমে) আমি এবং আমার সঙ্গীও তাঁর নিকট আসলাম। তিনি তখন তাঁর কোন এক কাজে ব্যস্ত ছিলেন অত:পর মধ্য রাত পর্যন্ত সলাতের জন্য বিলম্ব করলেন এরপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সলাতের উদ্দেশে) বের হয়ে গেলেন এবং তাদের সঙ্গে সলাত আদায় করলেন, সলাত শেষে উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ধীরে সুস্থে সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ যে, এ সময়ে তোমাদের ছাড়া আর কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করেনি। (আর তোমার এ সলাত আদায় অনেক পূণ্যের অধিকারী হয়েছে)। কিংবা তিনি বললেন, এ

সলাত তোমাদের ছাড়া আর কেউ এখন পড়েনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই যে, উপরিউক্ত কথা দুটির কোনটি (তিনি) বলেছেন। আবূ মুসা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শুনে আমরা প্রফুল্ল মনে (বাড়ি) ফিরলাম। 'ইবহাররা' অর্থ মাঝখানে পৌঁছা। আর প্রত্যেক জিনিসের 'বাহরাহ' অর্থ প্রত্যেক জিনিসের মাঝখান। কারো কারো মতে, اِبْهَارُّ اللَّيْلِ অর্থ নক্ষত্র উদয় হওয়া এবং আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়া। প্রথম অর্থটিই অধিক প্রসিদ্ধ। **(সহীহাহ্ হা. ৩৯৬৯)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর বাবুল মাসাজিদ এর হাঃ ২২৪; ইমাম আবূ আওয়ানা তাঁর মুসনাদের (১/৩৫৪); ইবনু সা'দ তাঁর আত্-তাবাকাতুল কুবরার হাঃ ৭৯ (১/৪); ইমাম নববী তাঁর আল-আযকার কিতাবে হাঃ ৩২৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/২৯২/৩৫৮); ইমাম দারেমী তাঁর সুনানের (১/১৪); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হাঃ ১০৭; ইমাম আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ৩৭৮৩৪ এবং আল্লামা যাবীদী তাঁর ইতহাফের (২/৩০৮), (৭/১৭২) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٤٩ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. (الصحيحة:٢٨٧٦)

৬৪৯. উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতি দুই রাকাতে তাশাহহুদ এবং রাসূলগণ ও তাদের অনুসারী আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি সালাম করতে হয়।[6]

(সহীহাহ্ হা. ২৮৭৬)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম তাবারানী হাদীসটি তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩৩/৩৬৭/৮৬৯)-এ আবূ হাম্মাম আল-খারেকীর তরীকে উম্মু সালামাহ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

---

6 আলী (রা) থেকে হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যার তাখরীজ ২৩৭ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। শাইখ আলবানী (র) বলেন, হাদীসটি অত্র কিতাবের ৬৬৪ নং এ অতিবাহিত হয়েছে। —*তাজরীদকারক।*

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান। এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ তবে আলী ইবনু যায়িদ কিছুটা দুর্বল। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয্-যাওয়ায়েদের (২/১৩৯)-তে বলেন, তাকে দিয়ে এহতেজাজ হবে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে এবং তাকে তাওসীক করা হয়েছে। তিনি (আলবানী আরো) বলেন, আর এ ধরনের ব্যক্তির হাদীস শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

٦٥٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيْهِ الطَّعَامُ وَ تَحِلُّ فِيْهِ الصَّلَاةُ وَ فَجْر تَحْرُمُ فِيْهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيْهِ الطَّعَامُ . (الصحيحة: ٦٩٣)

৬৫০. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, ঊষা দু’প্রকার:

ক. এমন ঊষা যাতে খাবার (সাহরী) খাওয়া হারাম এবং সলাত আদায় বৈধ।

খ. এমন ঊষা যাতে সলাত আদায় হারাম তবে খাবার খাওয়া হালাল। **(সহীহাহ্ হা. ৬৯৩)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের (১/১৯১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করে সহীহ বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর আত্-তালখীস আল-মুস্তাদরাকে হাকিমে একে সমর্থন করেছেন। হাদীসটির মুতাবাআত বিদ্যমান যা ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৫৭), (২/৩৭৭) ও (৪/২১৬); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ৩৫৬ এবং ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীর (৪/১৩৬)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٥١ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يُقَالُ لَهُ : ذَنَبُ السَّرْحَانِ ، وَ هُوَ الْكَاذِبُ يَذْهَبُ طُوْلًا وَلَا يَذْهَبُ عَرْضًا ، وَالْفَجْرُ الْاٰخَرُ يَذْهَبُ عَرْضًا وَلَا يَذْهَبُ طُوْلًا . (الصحيحة: ٢٠٠٢)

৬৫১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজর (প্রভাত) দুই প্রকার:

ক. ফজর, যাকে সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণ (ভোর রাত) বলে। এটা হলো ফজরে কাযিব। যা লম্বালম্বিভাবে চলে যায় প্রস্থে নয়।

খ. সর্বশেষ ফজর যা বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে লম্বালম্বিভাবে নয়। **(সহীহাহ্ হা. ২০০২)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাকিম তাঁর 'মুসতাদরাকের' (১/১৯১)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৩৭৭); দাইলামী তাঁর মুসনাদের (২/৩৪৪)-তে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওহ আল-মাদায়েনী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। যাহাবীও এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবীর জীবনী তাহযীবে রয়েছে। ইবনু জারীর তাঁর তাফসীরে (৩/২২৯৫); দারাকুতনী ২৩১ পৃষ্ঠা; বাইহাকী (১/৩৭৭) ও (৪/২১৫) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٥٢ـ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اِفْتَرَضْتُ عَلٰى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْداً: أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ؛ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ؛ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ. (الصحيحة:٤٠٣٣)

৬৫২. আবূ কাতাদা ইবনু রিবয়ী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, তোমার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে ব্যক্তি সময় মতো এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে না তার ব্যাপারে আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। **(সহীহাহ্ হা. ৪০৩৩)**

হাদীসটি হাসান।

এর একাধিক সমর্থক হাদীস বিদ্যমান। শাইখ আলবানী হাদীসটির সূত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ এবং বিশ্বস্ত। হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থাদীতে এর সমর্থক অসংখ্যা হাদীস বিদ্যমান।

٦٥٣- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ: كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى بَيَاضِ كَشْحِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ. (الصحيحة: ٣١٩٥)

৬৫৩. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কেমন যেন রাসূলের সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কটিদেশের শুভ্রতার প্রতি দেখছি (এবং) তিনি তখন সিজদারত ছিলেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৯৫)**

হাদীসটি সহীহ।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) মাওকূফ সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এর সকল রাবী সিকাহ এবং গ্রহণযোগ্য। শাইখ আলবানী হাদীসটির সানাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, হাদীসটি সহীহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

٦٥٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ. (الصحيحة: ٦٠٤)

৬৫৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করতে চাইলে তাকবীর বলে সিজদা করতেন। আর বৈঠক থেকে উঠার সময় তাকবীর বলে উঠতেন। **(সহীহাহ্ হা. ৬০৪)**

হাদীসটি সহীহ।

আবূ হুরাইরা (রা.) মাওকূফ সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ বিদ্যমান। এর সানাদের প্রায় সকলেই সিকাহ। হাদীসটির সানাদ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার পর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

٦٥٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ. (الصحيحة: ٢٩٩٦)

৬৫৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত শুরু করতেন (তখন) বলতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

"সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া-তাবা রাকাসমুকা ওয়া-তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া-লা ইলাহা গাইরুকা।"

"হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসার সঙ্গে তোমার নাম বরকতময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন প্রভু নেই।" **(সহীহাহ্ হা. ২৯৯৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর 'আদ-দু'আ' কিতাবের (২/১০৩৪/৫০৬)-তে মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ওসেতী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। এর সকল রাবীই সিকাহ্ ও পরিচিত। তবে মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ওসেতী যাহাবী তাঁকে 'হাফিজ আল-মুফিদ ও আলিম বলে তাঁর সিয়ারে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ফযল ইবনু মুসা তাঁর মুতাবাআত করেছেন। সুনানে দারাকুতনী (১/৩০০/১২) এবং ইবনু আবি হাতিম তাঁর ইলালের (১/১৩৫/৩৭৪)-তে মুআল্লাকান মুহাম্মাদ ইবনু সলতের তরীকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٥٦- عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ (طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ) قَالَ كَانَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ، كَانَ أَوَّلُ مَا يُعَلِّمُنَا الصَّلَاةَ، أَوْ قَالَ: عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ. (الصحيحة:٣٠٣٠)

৬৫৬. আবূ মালিক আল-আশজাঈ (রা.) তার পিতা তারেক ইবনু আশয়্যাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সর্বপ্রথম সলাত শিক্ষা দিতেন। অথবা বললেন, তাকে সলাত শিক্ষা দিয়েছেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩০৩০)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম সুয়ূতী হাদীসটি তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদ-দুররুল মানসুর কিতাবে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রয়েছে। আল্লামা নুরুদ্দীন আল-হাইসামী এই অর্থের হাদীস উল্লেখ করত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এর শব্দ হলো- كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوْهُ الصَّلَاةَ

٦٥٧- عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا: كَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ نَحْوُ الرَّجُلِ أَمَرَهُ بِالصَّلَاةِ. (الصحيحة:٢٩٥٣)

৬৫৭. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। কারো কথা পছন্দ হলে তিনি তাকে সলাতের আদেশ করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৫৩)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর তারীখের (১/১/১৮০); বায্যার তাঁর মুসনাদের (১/৩৪৫/৭১৬); আবূ নুআঈম তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়ার' (১/৩৪৩); খতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখের (৪/৩৬০)-এ ইয়াহয়া ইবনু আব্বাদ এর তরীকে আনাস (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ্ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। তবে মুহাম্মদ ইবনু উসমানের ক্ষেত্রে কালাম রয়েছে। হাইসামী তাঁর 'আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (২/২৫১-২৫২)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٥٨ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُوْلُ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَ يَقُوْلُ: لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِيْ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. (الصحيحة:٤٧٣)

৬৫৮. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত শেষ করে বলতেন, তোমাদের কেউ কি আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে? এবং বলতেন, আমার পরে ভালো স্বপ্ন ব্যতীত নবুওয়াতের আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

(সহীহাহ্ হা. ৪৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তার (৩/৯৫৬/২)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/৩৯০-৩৯১)-তে ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ তালহার তরীকে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ এবং যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁর মুয়াফাকাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইমাম হাকিম যা বলেছেন এটাই ঠিক। হাদীসটির অনেক শাহেদ রয়েছে যা আমি ইরওয়াউল গলীলের হা: ২৫৩৯-তে উল্লেখ করেছি।

٦٥٩ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِى الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. (الصحيحة:٢٢٤٨)

৬৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন কিংবা চারজনের মাঝে বসলে হাতকে তার হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এরপর তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

(সহীহাহ্ হা. ২২৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি নাসায়ী তাঁর সুনানের (১/১৭৩); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/১৩২)-তে দুইটি তরীকে ইবনুল মুবারক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্। মুসলিম তাঁর সহীহ এ ইবনু আজলানের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হা: ৯০৮ ও ৯০৯।

٦٦٠ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِىْ اٰخِرِ رَكْعَةٍ قَنَتَ. (الصحيحة: ٢٠٧١)

৬৬০. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাতের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠালে কুনুত পড়তেন। **(সহীহাহ্ হা. ২০৭১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু নসর তাঁর 'কিয়ামুল লাইল' কিতাবের ১৩২ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ ইবনু উবাইদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিম-এর শর্তে সহীহ্। হাদীসটি মুসলিম দুইটি তরীকে ইবনু উয়াইনা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া মুসলিম, বুখারী (৩/২১৭-২১৮) ও ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৩৫)-তে ভিন্ন তুরুকে যুহরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ইরওয়াউল গলীল (২/১৬০-১৬৪)।

٦٦١ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كَانَ إِذَا رَكَعَ، لَوْصُبَّ عَلٰى ظَهْرِهٖ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ. (الصحيحة: ٣٣٣١)

৬৬১. বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠে পানি ঢালা হলে তা স্থির থাকত। **(সহীহাহ্ হা. ৩৩৩১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নূরুদ্দীন আল-হাইসামী হাদীসটি তাঁর মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ এর (২/১২৩)-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সানাদের সকল রাবী সিকাহ এবং গ্রহণযোগ্য। আলবানী পর্যালোচনার পর হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

٢٢٦ـ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (الصحيحة: ٢٠٧٤)

৬৬২. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরাবার পর এই দু'আ পড়া পরিমাণ সময়ের অধিক বসতেন না "হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি। তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (সহীহাহ্ হা. ২০৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (২/৯৫)-তে; আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (২২৪/২); ইবনু মানদা তাঁর আত্-তাওহীদের (১/৬১)-তে দুই তরীকে আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে হাদীসটির শাহেদ বিদ্যমান যা তিনি মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকেও শাহেদ পাওয়া যায় যা ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৩৪৮-তে উল্লেখ করেছেন।

٦٦٣ـ عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ مَرْفُوْعًا: كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، حَتّٰى إِذَا بَلَغَ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. (الصحيحة: ٢٠٧٥)

৬৬৩. আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআযযিনের আযান শুনতেন তখন তাই বলতেন সে (মুআযযিন) যা বলত এমনকি সে যখন "হাইয়্যা আলাস সলাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্" এ পৌঁছত তখন 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতেন। (সহীহাহ্ হা. ২০৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৯)-তে বাগাভী তাঁর 'আলজা' দিয়াতের' (১০২/২); ইবনুস সুন্নী তাঁর আমালুল য়াওমি ওয়াল লায়লার হা: ৮৯-তে শারীক থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ যঈফ, সানাদে আসিম ও শারীক থাকার কারণে আর তারা উভয়েই দুর্বল। তবে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান থেকে হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যাওয়ার কারণে হাদীসটি সহীহ্। দারেমী তাঁর সুনানে (১/২৭৩); ইবনু খুযাইমা তার সহীহর হা: ৪১৬; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৯৮)-তে মুহাম্মাদ ইবনু আমর এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٦٤ـ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيْقُوْنَهُ، قَالَ: قُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا. قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ، حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِيْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هٰهُنَا مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ، حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِيْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِيْ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلّٰى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَالنَّبِيِّيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، يَجْعَلُ التَّسْلِيْمَ فِيْ اٰخِرِهِ. (الصحيحة:٢٣٧)

৬৬৪. আসিম ইবনু যামরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা.)-কে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিনের নফল সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের পক্ষে তা আমল করা সম্ভব হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আপনি বলুন, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কমপক্ষে তা আঁকড়ে ধরব এবং আমল করব। তিনি বললেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর সলাত আদায় করে অপেক্ষা করতেন এমনকি সূর্য যখন এখানে অর্থাৎ পূর্বদিকে এসে পড়ে এর (সময়ের) পরিমাণ হলো, আসর থেকে মাগরিব সলাতের পূর্ব পর্যন্ত– এরপর দাঁড়িয়ে দু’রাকা‘আত সলাত আদায় করতেন, এরপর (আবার) অপেক্ষা করতেন এমনকি সূর্য যখন এখানে অর্থাৎ পূর্বদিকে এসে পড়ে যার (সময়ের পরিমাণ হলো যুহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তখন দাঁড়িয়ে চার রাকা‘আত সলাত আদায় করতেন আর সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকা‘আত, যুহরের ফরযের পরে দু’রাকা‘আত এবং আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকা‘আত সলাত আদায়

করতেন। প্রত্যেক দুই রাকা'আতের মাঝে নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা, নাবীগণ এবং মুসলিমদের মধ্যে যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে তাদের উপর সালাম দেয়ার মাধ্যমে পৃথক করতেন। সর্বশেষ সালাম ফিরাতেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৩৭)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ৬৫০ ও ১৩৭৫-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর ছেলে যাওয়ায়েদের হা: ১২০২; তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৯৪/১/১১৩-১১৪); তাঁর থেকে বাইহাকী (২/২৭৩); তিরমিযী তাঁর শামায়েলের (২/১০৩-১০৪)-তে শু'বার ও অন্যান্যদের তরীকে আবূ ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহ আবূ দাউদ (১/২০০); আল-মুখতারাহ (১/১৮৭)-তে শু'বার তারীকে উল্লেখ রয়েছে।

٦٦٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (الصحيحة:٢٩٥٤)

৬৬৫. জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত আদায়ের পর নিজ স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত আসন করে বসে থাকতেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৫৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৪৮৫০-তে আবূ দাউদ আল-হাজারীর তরীকে জাবির ইবনু সামুরাহ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর আবূ দাউদ আল-হাজারীর নাম হলো উমর ইবনু সা'দ। আবূ সুফিয়ান থেকে আবূ নু'আঈম তাঁর মুতাবা'আত করেছেন। হাদীসটি বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ১১৭৯; উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে মিয্যী তাঁর তাহযীবুল কামালের (৭/৪৩৫); তাবারানী তাঁর কাবীরের (৪/১৫/৩৪৯৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

٦٦٦- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ، فَقَالَ: أَفَطِنْتُمْ لِذَلِكَ؟ إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُوْدًا مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ؟ أَوْ مَنْ يُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ أَوْ كَلِمَةً شِبْهَهَا، فَأَوْحَى اللهُ

إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ أَوِ الْجُوْعَ أَوِ الْمَوْتَ . فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِيْ ذٰلِكَ؟ فَقَالُوْا: نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَيْكَ أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَكَانُوْا إِذَا فَزِعُوْا ، فَزِعُوْا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَمَّا الْجُوْعُ أَوِ الْعَدُوُّ، فَلَا وَلٰكِنَّ الْمَوْتُ ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، فَهَمْسِيَ الَّذِيْ تَرَوْنَ أَنِّيْ أَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. (الصحيحة: ١٠٦١)

৬৬৬. সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন (তখন) ফিসফিস করে কি যেন বলতেন। সলাত শেষে তিনি (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ (আমি কি বলেছি)? আমি এক নাবীর কথা স্মরণ করেছি যাকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে (একদল) সৈন্যবাহিনী প্রদান করা হয়েছিল। অত:পর তিনি (এ নাবী) বললেন, কে আছে যে, এদের সমতুল্য হতে পারে? বা কে আছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে (এবং বিজয়ী হবে)? অথবা এ জাতীয় (কোন) শব্দ তিনি বললেন। অত:পর আল্লাহ সে নাবীর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, তুমি তিনটি জিনিসের যে কোন একটিকে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য নির্বাচন কর। আমি তাদের উপর তাদের শত্রুদের ক্ষমতা প্রদান করব। অথবা ক্ষুধা কিংবা মৃত্যু তাদেরকে দিব। সে নাবী এ ব্যাপারে তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ করল। তারা (সম্প্রদায়) বলল, বিষয়টির ভার আমরা আপনার নিকটেই অর্পণ করছি। আর আপনি আল্লাহর নাবী। অত:পর সে নাবী সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তারা শঙ্কিত হলে সলাতের প্রতি ধাবিত হত। অত:পর (সে) নাবী বললেন, হে আমাদের প্রভু, ক্ষুধা (এর আযাব) কিংবা শত্রু (এর শাস্তি) আমাদেরকে দিবেন না। তবে মৃত্যু ব্যতীত (এর শাস্তি ইচ্ছে করলে দিতে পারেন)। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তিন দিন পর্যন্ত মৃত্যু (এর আযাব)কে চাপিয়ে দিলেন। ফলে তাদের ৭০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। (অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,) আর আমার ফিসফিস আওয়াজ যা শুনেছ তা হলো আমি এ দু'আ পড়েছি–

اَللّٰهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

"হে আল্লাহ্! আপনার উপর ভরসা করেই আমরা যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যের উপর ভরসা করেই আমরা আক্রমণ করি আপনি ব্যতীত কারও কোন সামর্থ্য নেই, কোন শক্তি নেই।" **(সহীহাহ্ হা. ১০৬১)**

হাদীসটি[7] সহীহ্।

হাদীসটি ইবনু নসর তাঁর 'আস-সলাত' কিতাবের (২/৩৫)-তে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ্। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৩৩), (৬/৬)-তে আরো ভিন্ন দু'টি তরীকে উল্লেখ করেছেন একটি সুলাইমান ইবনু মুগীরাহ অপরটি হাম্মাদ ইবনু সালামার তারীকে এবং তাঁর থেকে দারেমী তাঁর মুসনাদের (২/২১৭)-তে উল্লেখ করেছেন। আর উভয়টির সানাদই মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

٦٦٧- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ. (الصحيحة:٢٢٤٧)

৬৬৭. আলক্বামা ইবনু ওয়ায়িল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাতে দাঁড়াতেন (তখন) ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর কবযা করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ২২৪৭)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইয়াকুব আল-ফাসাভী তাঁর আল-মা'রিফার (৩/১২১)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে বাইহাকী তাঁর আস্-সুনানুল কুবরার (২/২৮); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/৯/২২)-তে ভিন্ন তরীকে আবূ নু'আঈম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। নাসায়ী তাঁর সুনানের (১/১৪১); মুসনাদে আহমাদ (৪/৩১৬); ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (১/৩৯০); বাগাভী তাঁর শরহুস্-সুন্নাহর (৩/৩০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

---

7 এমনটি পূর্বোল্লিখিত ২৪৫৯ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে এবং অতিসত্তর চারটি হাদীসের পরে পুনরায় উল্লিখিত হবে। –*তাজরীদকারক।*

٦٦٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. (الصحيحة: ٣١٩٩)

৬৬৮. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে দাঁড়ালে সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৯৯)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ-এ صَلَاةُ الْمُسَافِرِيْنَ-এর ২৬ নং অধ্যায়ের হা: ২০০; ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৩৪২০-এ; ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানের কিয়ামুল লাইল অধ্যায়ের ১২; ইমাম তহাবী তাঁর শরহু মাআনিল আসারের ১/২৮০; ইমাম যাবিদী তাঁর ইতহাফুস্ সাদাতিল মুত্তাকীন এর (৫/১৬৬); ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরের (৭/৯৪); ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরের ১৫/২৬৫ এবং ইমাম সুয়ূতী তাঁর আদ-দুররুল মানসুরের (৫/৩৩০)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٦٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: كَانَ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، قَالَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. (الصحيحة: ٢٠٨٤)

৬৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু কিংবা সিজদা করলে এ দু'আ পড়তেন, (হে প্রভু!) আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। (তোমার নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি।
(সহীহাহ্ হা. ২০৮৪)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/৭২)-তে যাইদ ইবনু আবী উনাইসার থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান পর্যায়ের এর সকল বর্ণনাকারীই মুসলিমের শর্তে সিকাহ। হাদীসটির অন্য একটি তরীক রয়েছে যা ইসরাঈল আবূ ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই তরীকটি আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ৩৬৮৩ ও ৩৭৪৫-তে উল্লেখ করেছেন। আমি (আলবানী) বলব, হাদীসটির রাবী শাইখানের শর্তে সিকাহ।

٦٧٠ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِيْ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، وَكُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوْفَةِ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ (شَكَّ شُعْبَةُ) قَصَّرَ الصَّلَاةَ . (وَفِيْ رِوَايَةٍ): صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (الصحيحة:١٦٣)

৬৭০. ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল-হানায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিককে সলাতের কসর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম। আর আমার অভ্যাস ছিল কুফায় গেলে (বাড়িতে) ফিরে আসা পর্যন্ত সলাত দুই রাকাত আদায় করতাম। অত:পর আনাস (রা.) বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ (দূরত্ব মাপের একক বিশেষ) পথ সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে (শু‘বার সন্দেহ হয়েছে যে, তিনি কি শব্দ বলেছেন) সলাত কসর করতেন। অপর বর্ণনায় দুই রাকাত আদায় করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ১৬৩)**

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ (৩/১২৯) ও ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/৪৪৩); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/১৪৬); মুহাম্মাদ ইবনু জা‘ফর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৪৫); সুনানে আবূ দাউদ হা: ১২০১; মুসনাদে আবূ ইয়ালা (২/৯৯); মুসনাদে আবূ আওয়ানা (২/৩৪৬)।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও শাইখানের রাবী আল-হানায়ী ব্যতীত। কারণ আল-হানায়ী মুসলিমের রাবী।

٦٧١ـ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا لَا أَفْهَمُهُ وَلَا يُخْبِرُنَا بِهِ، قَالَ: أَفَطِنْتُمْ لِيْ قُلْنَا: نَعَمْ . قَالَ : إِنِّيْ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُوْدًا مِّنْ قَوْمِهِ ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَعْجَبَ بِأُمَّتِهِ)، فَقَالَ : مَنْ يُكَافِئُ هٰؤُلَاءِ؟ أَوْ مَنْ يَقُوْمُ لِهٰؤُلَاءِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْكَلَامِ، (وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: مَنْ يَقُوْمُ لِهٰؤُلَاءِ؟ وَلَمْ

يَشُكَّ) ، فَأُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، إِمَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوْعَ أَوِ الْمَوْتَ . فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِيْ ذٰلِكَ ، فَقَالُوْا : أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ ، فَكُلُّ ذٰلِكَ إِلَيْكَ ، خِرْ لَنَا . فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانُوْا إِذَا فَزِعُوْا فَزِعُوْا إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : أَيْ رَبِّ ! أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَلَا ، أَوِ الْجُوْعُ ، فَلَا ، وَلٰكِنْ اَلْمَوْتُ ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ [فِيْ يَوْمٍ] سَبْعُوْنَ أَلْفاً ، فَهَمْسِيَ الَّذِيْ تَرَوْنَ أَنِّيْ أَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بِكَ أُحَوْلُ وَلَكَ أُصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ . (الصحيحة:٢٤٥٩)

৬৭১. সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন তখন ফিসফিস করে কি যেন পড়তেন। আমি তা বুঝতাম না। তিনি এ সম্পর্কে আমাদের অবহিতও করতেন না (একদিন) তিনি বললেন, তোমরা কি আমার বিষয়টি উপলব্ধি করেছ? আমরা বললাম হ্যাঁ, তিনি বললেন, আমি একজন নাবীর কথা স্মরণ করেছি যাঁকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে যুদ্ধের জন্য একদল সৈন্যবাহিনী প্রদান করা হয়েছিল।

অপর বর্ণনায়ঃ তিনি (সে নবী) তাঁর উম্মতের ক্ষমতা এবং আধিক্যতা দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং (এক পর্যায়ে) বলে ফেলেন, কার ক্ষমতা আছে এদের মোকাবেলা করার কিংবা কে আছে এদের সাথে পারবে? এবং তিনি এতে কোন সন্দেহ করলেন না। অত:পর আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন এ মর্মে যে, তুমি তোমার উম্মতের জন্য তিনটি জিনিসের যে কোন একটিকে বেছে নাও। হয়ত তাদের উপর আমি অন্য কোন শত্রুদলকে কর্তৃত্ব দিব, কিংবা ক্ষুধা বা মৃত্যুকে চাপিয়ে দিব। অত:পর তিনি তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলে তারা বলে, আপনি আল্লাহর নাবী। সুতরাং সবকিছু আপনার হাওলাহ। আপনি আমাদের জন্য যা ভালো মনে করেন নির্বাচন করুন। অত:পর তিনি সলাতে দণ্ডায়মান হলেন। আর তাদের অভ্যাস ছিল তারা শঙ্কিত হলে সলাতের প্রতি আশ্রয় নিতেন এবং মাশাআল্লাহ সলাত আদায় করলেন। অত:পর (সলাত শেষে)

বললেন, হে আমার রব! অন্য কোন শত্রুকে আমাদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করবেন না এবং ক্ষুধা (এর কষ্ট)-কেও চাপিয়ে দিয়েন না। তবে মৃত্যু ব্যতীত। (ইচ্ছে করলে তা চাপিয়ে দিতে পারেন) অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মৃত্যুকে কর্তৃত্ব প্রদান করলেন ফলে এক দিনেই তাদের সত্তর হাজার লোক মারা যায়। অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর তোমরা আমার যে ফিসফিস আওয়াজ করতে দেখেছ তা হলো আমি এ দু'আ পড়েছি– 'হে আল্লাহ! আপনার উপর ভরসা করেই আমরা কৌশল অবলম্বন করি, আক্রমণ করি এবং যুদ্ধ করি'। (সহীহাহ্ হা. ২৪৫৯)

হাদীসটি[৮] হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/১৬)-তে আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দীর সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। মা'মার সাবিত আলবুনানী থেকে হাদীসটির মুতাবাআত করেছেন। তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৩৬-২৩৭); মুসলিম তাঁর সহীহর (৮/২২৯-২৩৯)-তে হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান গারীব বলেছেন।

٦٧٢ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْاٰنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ: (اٰمِيْنَ). (الصحيحة:٤٦٤)

৬৭২. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা যখন শেষ করতেন তখন উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। (সহীহাহ্ হা. ৪৬৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৪৬২; দারাকুতনী তাঁর সুনানের হা: ১২৭; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২২৩); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৫৮)-তে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আয্-যাবিদীর তরীকে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

---

[৮] এমনটি পূর্বোল্লিখিত ১০৫৭ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে এবং পূর্বোক্ত চারটি হাদীসের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। –*তাজরীদকারক।*

ইমাম দারাকুতনী বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান এবং বাইহাকী তাঁর সমর্থন করেছেন।

ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি সহীহ্ ও শাইখানের শর্তে এবং এক্ষেত্রে যাহাবীও হাকিমের মুয়াফাকাত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাকিম ও যাহাবী (র)-এর মতো ব্যক্তিদের থেকে এ ধরণের উক্তি প্রকাশ নিতান্তই দুঃখজনক। বরং হাদীসটির সানাদ দুর্বল।

٦٧٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمُرُّ بِالْقِدْرِ فَيَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُصِيْبُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَمَا تَوَضَّأَ وَلَا تَمَضْمَضَ. (الصحيحة:٣٠٢٨)

৬৭৩. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাতিলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সেখান থেকে একটি হাড় নিয়ে তা থেকে খেতে লাগলেন। অত:পর তিনি সালাত আদায় করলেন। কিন্তু অযূ করলেন না (খানার জন্যও না সলাতের জন্যও না) এর কোন পানিও স্পর্শ করলেন না। অপর বর্ণনায় অযূ করলেন না এবং কুলকুচিও করলেন না। **(সহীহাহ্ হা. ৩০২৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী শাইখাইনের রাবী এবং সকলেই সিকাহ –তবে ইকরিমা ব্যতীত। ইমাম মুসলিম মাকরুনান রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ২৫২৮২ এবং ২৬২৯৭-তে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (১/৫০) এবং তাঁর তারীকে আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদের হা: ৪৪৪৯-তে হুসাইনের সূত্রে এ সানাদেই রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বাযযার তাঁর মুসনাদের হা: ২৯৮ এবং বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/১৫৪)-তে হাদীসটি ইয়াহয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٦٧٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ. (الصحيحة:١٦٤)

৬৭৪. মুআয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। গাযওয়ায়ে তাবূকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলার পূর্বে যাত্রা করলে যুহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং যুহর ও আসরের সলাত একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য ঢলার পর যাত্রা করলে আসরের সলাত ত্বরান্বিত করতেন এবং যুহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতেন এবং এরপর রওনা করতেন। এছাড়াও মাগরিবের পূর্বে যাত্রা করলে মাগরিবকে ঈশা পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। আর মাগরিবের পরে যাত্রা করলে ঈশাকে ত্বরান্বিত করতেন এবং মাগরিবের সঙ্গে ঈশার সলাত আদায় করতেন।
(সহীহাহ্ হা. ১৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হাঃ ১২২০; তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/৪৩৮); ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানের হাঃ ১৫১; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/১৬৩) এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/২৪১-২৪২)-তে উল্লেখ করেছেন। আর সকলেই কুতাইবা ইবনু সাঈদের তরীকে মুয়ায ইবনু জাবাল থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম মালিক (র.) এর তরীকে মুসলিম ৭/৬০; আবূ দাউদ হাঃ ১২০৬; নাসায়ী (১/৯৮); দারেমী (১/৩৫৬); তহাবী ১/৯৫-তে উল্লেখ রয়েছে।

٦٧٥- عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرِهِ الَّذِيْ نَامُوْا فِيْهِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَمَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ. (الصحيحة:٣٩٦)

৬৭৫. আউন ইবনু আবী জুহাইফা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সে সফরে তাদের সঙ্গে ছিলেন যে সফরে তারা (সাহাবীগণ এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও) ঘুমিয়ে ছিলেন, এমনকি সূর্যোদয় হয়ে গিয়েছিল। অত:পর তিনি বললেন, তোমরা মৃত ছিলে আল্লাহ পুনরায় তোমাদের নিকট তোমাদের রুহসমূহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে যায় জাগ্রত হলে সে যেন এ সলাত আদায় করে। আর যে সলাতের কথা ভুলে যায় স্মরণ হওয়ার পর সে যেন তা আদায় করে। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদের (১/৫৮); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (২২/১০৭)-তে আব্দুল জাব্বার ইবনু আব্বাস আল-হামদানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এ হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। তবে আব্দুল জাব্বার সদূক ও শীয়া। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (১/৩২২)-তে বলেন, এর সকল রাবী সিকাহ্। আমি (আলবানী) বলব, রাবী শীয়া হওয়াকে মুহাদ্দেসীনগণ দোষণীয় মনে করেন না।

٦٧٦ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَيَبْتَدِرُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّوَارِيَ ، يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ، (فَيَجِيْءُ الْغَرِيْبُ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا) وَ (كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يَسِيْرٌ). (الصحيحة: ٢٣٤)

৬৭৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুয়াজ্জিন মাগরিবের আযান দিলে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় বড় সাহাবা (মাসজিদের) খুঁটিসমূহের নিকট ছুটে যেতেন এবং মাগরিবের সলাতের পূর্বে দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তারা সলাত আদায় করতে থাকতেন। আগন্তুক আসলে এ দু'রাকাত সলাতের মুসল্লীর আধিক্য দেখে মনে করত (মাগরিবের) সলাত শেষ হয়ে গেছে। আর আযান ও ইকামাতের মাঝে সময় ছিল (খুব) অল্প। (সহীহাহ্ হা. ২৩৪)

হাদীসটি গরীব হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/৩৭)-তে ইসহাক ইবনু জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ। হাদীসটির আরো তুরুক রয়েছে যা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত যা ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৫০৯)-তে উল্লেখ করেছেন। এ সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু উমার ছাড়া বাকি সকলেই সিকাহ। সুনানে দারাকুতনী হা: ৩৫৭-৩৫৮।

٦٧٧- عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّكُمْ إِذَا كَانَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً قَالَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (الصحيحة:٣٠٣٢)

৬৭৭. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু সিজদা করতেন তখন–

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা পড়তেন।"[9] (সহীহাহ্ হা. ৩০৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাওকূফান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়াও তিনি বলেন–

هٰذَا؛ وَقَدْ تَنَبَّهْنَا بَعْدَ تَخْرِيْجِ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ كَانَ مُخَرَّجاً وَمَطْبُوْعاً فِى (الْمُجَلَّدِ الْخَامِسِ) مِنْ هٰذِهِ (السِّلْسِلَةِ) بِرَقْمِ (٠)

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জাম এর (১০/১৯৩) এবং আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল এর হাঃ ১৭৯২৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٧٨- إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ: لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا إِلَّا أَنِّى رَأَيْتُ مَسْرُوْقاً يُصَلِّيْهِمَا ؛ لَكَانَ ثِقَةً، وَلٰكِنِّىْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (الصحيحة:٣١٧٤، ٢٩٢٠)

---

[9] আমাদের শাইখ অত্র হাদীসের (৭/৭১) তাখরীজের শেষে বলেন, হাদীসটি তাখরীজের পরে আমরা অবহিত হতে পেরেছি যে, হাদীসটি সিলসিলার ২০৮৪ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৬৬৯ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

–তাজরীদকারক।

৬৭৮. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আসরের সলাতের পর দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন। তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মাসরুককে এ দুই রাকা'আত সলাত আদায় করতে দেখাটাই আমার এ সলাত এর বৈধতার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু (না) আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের পূর্বে দু'রাকাত এবং আসরের পরে দু'রাকাত (সলাত) কখনো ছাড়তেন না।

(সহীহাহ্ হা. ২৯২০, ৩১৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/৩৫২)-তে আফফানের সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইসহাক ইবনু ইউসুফ হাদীসটির মুতাবাআত করেছেন। তাবারানী তাঁর মু'জামে (৫/২৬০) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/১৫৫)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আমি (আলবানী) বলব, হাদীসটির একাধিক রিওয়ায়াত রয়েছে।

٦٧٩ـ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّيْ فِيْ لُحُفِنَا.

(الصحيحة: ٣٣٢١)

৬৭৯. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের লেপে কখনো সলাত আদায় করতেন না। (সহীহাহ্ হা. ৩৩২১)

হাদীসটি সহীহ।

'আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাওকূফান রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি তাঁর সুনানের কিতাবুত্-তাহারাত এর ১৩৩ অধ্যায়ে এবং সালাত অধ্যায়ের ৮৭-এ নাসায়ী তাঁর সুনান এর ৮/২১৭; ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা এর ২/৪১০; আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হাঃ ৩৬৮-তে كَانَ لَا يُصَلِّيْ فِيْ مَلَاحِفِنَا শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٨٠ـ عَنْ أَنَسٍ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ.

(الصحيحة: ٦٣٩)

৬৮০. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ কিংবা বদ-দু'আ করা ব্যতীত কখনো কুনুত (এ নাযেলা) পড়তেন না। (সহীহাহ্ হা. ৬৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস (রা.) মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং হাদীসটি তাঁর সহীহাতে দু'ভাবে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ এবং كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ . أَوْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ শব্দে।

٦٨١ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُوْرِنَا وَ أَنْ نُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَ نُطَهِّرَهَا. (الصحيحة: ٢٧٢٤)

৬৮১. উরওয়া ইবনুয যুবাইর তাঁর নিকট বর্ণনাকারী রাসূলের সাহাবী থেকে তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের বসবাসের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ এর নির্মাণকে সুন্দরকরণের এবং মাসজিদকে পবিত্র রাখার আদেশ করতেন।

(সহীহাহ্ হা. ২৭২৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৩৭১)-তে ইবনু ইসহাকের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং ইবনু ইসহাক ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। ইবনু ইসহাক হলেন হাসানুল হাদীস।

٦٨٢ـ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. (الصحيحة: ٣٠٤٠)

৬৮২. আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে এক সঙ্গে আদায় করতেন।

(সহীহাহ্ হা. ৩০৪০)

হাদীসটি সহীহ।

শু'আইব আল-আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে লিখেছেন যে, হাদীসটি সহীহ এবং এর সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ –তবে যায়িদ নামক রাবী ব্যতীত। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হাঃ ১৮৭৪ এবং আব্দুর রায্যাক তাঁর المصنف-এর হাঃ ৪৪০৪-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মুত্তাফাক্ব আলাইহি।

এর শাহেদ রয়েছে যা ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ১৫৯২ এবং মুসলিম ভিন্ন সানাদে মুআয (রা.) থেকে হাঃ ৭০৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٨٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ. (الصحيحة: ١٤٠٩)

৬৮৩. আনাস ইবনু মালিক আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে মুহাজির এবং আনসারদের থাকাকে পছন্দ করতেন। যাতে করে তারা তাঁর থেকে (শোনা বিষয়কে) মুখস্ত করতে পারে। (সহীহাহ্ হা. ১৪০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হাঃ ৯৭৭; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ৮৭; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২১৮)। আহমাদ তাঁর মুসনাদে একাধিক তুরুকে হুমাইদ আত্তাভীল থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম হাকিম বলেনঃ হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ এবং এক্ষেত্রে যাহাবী হাকিমের মুআফাকাত করেছেন।

٦٨٤- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لَا يَقُومُ إِلَّا لِعُظْمِ صَلَاةٍ.

(الصحيحة: ٣٠٢٥)

৬৮৪. ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ রাতে আমাদেরকে বানী ইসরাঈলের গল্প শুনাতেন। সলাতের মহত্ত্বের কারণে উঠতেন না (বরং গল্প শুনাতেন এবং সলাতের অপেক্ষা করতেন)। (সহীহাহ্ হা. ৩০২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদ এবং তাবারানী তাঁর কাবীরে; ইমাম বায্যার তাঁর মুসনাদে; তহাবী তাঁর শারহে মুশকিলিল আসারে; ইবনু আদী তাঁর কামেলে আবূ হিলাল আল-রাফেঈ থেকে রিওয়ায়াত করেছে।

মুহাক্কীক শু'আইব আল-আরনাউত এ হাদীসটিকে মুসনাদে আহমাদের টীকায় সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আহমাদ হাঃ ১৯৯২১, ১৯৯৯০ (৩৩/১৪৯, ১৯৬); মুসনাদে বায্যার ৩৫৯৬; তহাবী ১৩৭; তাবারানী (১৮/৫১০); কামেল (৬/২২২১)।

٦٨٥ـ عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ: أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيْلاً؛ جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً ثُمَّ يُصَلِّي، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ فَرَأَى جَمَاعَةً، أَقَامَ الصَّلاَةَ. (الصحيحة:٣٢١٩)

৬৮৫. সালিম আবুন-নায্র থেকে বর্ণিত। আযান শুনার পর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন। মাসজিদে (যাওয়ার পর) মুসল্লী কম দেখলে বসে একদল মুসল্লীর অপেক্ষা করতেন এরপর সলাত আদায় করতেন। আর সলাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে (মাসজিদে এসে) একদল মুসল্লী পেলে সলাত আদায় করাতেন।

(সহীহাহ্ হা. ৩২১৯)

হাদীসটি হাসান।

হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (র) (বুখারী শরীফের) তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ২য় খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় (দারুল ফিকর)।

٦٨٦ـ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ: كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ [قَائِمًا] [عَلَى رِجْلَيْهِ] ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ [بِوَجْهِهِ] وَهُمْ جُلُوْسٌ فِىْ مُصَلاَّهُمْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، أَوْكَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذٰلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُوْلُ : تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا. وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (الصحيحة:٢٩٦٨)

৬৮৬. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর ঈদের দিন এবং রোযার ঈদের দিন বের হতেন এবং প্রথমে সলাত শুরু করতেন। যখন সলাত সম্পন্ন করতেন উঠে দাঁড়াতেন এবং জনতার দিকে (চেহারা) ফিরাতেন। আর লোকেরা তখন নিজ নিজ সলাতের স্থানে বসে থাকত। তখন তাঁর কোথাও সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন থাকলে লোকদের তা বলতেন, আর এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন

থাকলেও তাদেরকে তার নির্দেশ দিতেন। তিনি এটাও বলতেন যে, 'দান কর! দান কর! দান কর!!!' আর দানকারীদের অধিকাংশই হত মহিলা। অত:পর তিনি বাড়ি ফিরতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহর (৩/২০)-তে নাসায়ী তাঁর আস-সুগরা ও কুবরার (১/৫৪৯/১৭৮৫); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হাঃ ১২৮৮; ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হাঃ ১৪৪৯; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর ৩৩১১; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/২৯৭); আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের (৩/২৮০/৫৬৩৪) এবং তাঁর থেকে আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৫৪); ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফে একাধিক তুরুকে দাউদ ইবনু কাইস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٨٧ـ عَنْ عَامِرِ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ بِمِخْصَرَةٍ فِىْ يَدِهِ. (الصحيحة:٣٠٣٧)

৬৮৭. আমির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে যষ্ঠি নিয়ে খুতবা দিতেন। (সহীহাহ্ হা. ৩০৩৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু সা'দ তাঁর আত্-তাবাকাত এর (১/২/৯৮)-তে ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহুস সুনান এর (৪/২৪৩)-তে ইমাম নূরুদ্দীন আল-হাইসামী তার মাজমাউয্-যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ এর (২/১৮৭)-তে। এয়াড়াও মুসনাদে ইমাম বাযযার (১/৩০৬-৩০৭); আবূশ শাইখ তাঁর আখলাকুন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ১২৮ পৃষ্ঠায় ইবনু লাহী'আহ'র তুরুকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এই শব্দেই হাফীয ইবনু হাজার যাওয়ায়েদে মুসনাদে বাযযারের (১/২৯৪/৪৪৮)-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦٨٨ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَىٰ أَلْيَتَيِ الْكَفِّ. (الصحيحة:٢٩٦٦)

৬৮৮. বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের তালুর লেজদ্বয়ের উপর সিজদা করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (১/৩২৩/৬৩৯)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৪৯০; হাকিম তাঁর 'আল-মুসতাদরাকের (১/২২৭) এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/১০৭); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৯৫)-তে একাধিক তুরুকে হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ থেকে মারফূআন উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ এবং এক্ষেত্রে যাহাবী তাঁর মুআফাকাত করেছেন।

٦٨٩- عَنْ أَنَسٍ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً. (الصحيحة:٣١٦)

৬৮৯. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে সালাম ফিরাতেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আলমু'জামুল আওসাতের (১/৪২/২)-তে মুয়াজ থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি হামীদ থেকে শুধু আব্দুল ওহাবই মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তিনি সিকাহ তাছাড়া হাদীসটি বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/১৭৯)-তে আবূ বাকর ইবনু ইসহাকের সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। নসবুর রায়াহ (১/৪৩৩-৪৩৪); দিরায়াহ ৯০ পৃষ্ঠা; মাজমাউয্-যাওয়ায়েদ (২/১৩৪-১৪৬)।

٦٩٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّاحَةِ فِى الصَّلَاةِ. (الصحيحة:٣١٨١)

৬৯০. আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তর্জনী আঙ্গুলী দ্বারা সলাতে ইশারা করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৮১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সহীহ তবে সানাদটি দুর্বল। আবূ সাঈদ আল-খুযাঈ, নামক রাবী এর তরজমায় ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে কাবীরের (৩/২৯৬) এবং ইবনু আবী হাতিম তাঁর আলজারহু ওয়াত্-তা'দীল এর (৯/৩৭৮)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে কোনো জরাহ তা'দীল উল্লেখ করেন নি। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১৫৩৬৮; ইমাম বুখারী তাঁর التاريخ الكبير এর (৩/২৯৬)-এ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ এর সূত্রে এবং একই কিতাবের (৩/২৯৬)-তে শাইবান এর সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ يَعْنِي الْفَرَائِضَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَرْبَعًا، وَثَلَاثًا، صَلَّى وَتَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بِمَكَّةَ تَمَامًا لِلْمُسَافِرِ. (الصحيحة: ٢٨١٥)

৬৯১. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফরয সলাত দুই রাকাত দুই রাকাত আদায় করতেন। অত:পর যখন (হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং তার উপর ৪ রাকাত ও ৩ রাকাত ফরয করা হলো তখন ৪ রাকাত ও ৩ রাকাত আদায় করতেন এবং দুই রাকাত পড়া ছেড়ে দিলেন তবে মক্কায় মুসাফির হিসেবে দুই রাকাত আদায় করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৮১৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ আত্-তায়ালেসী তাঁর মুসনাদের হাঃ ১৫৩৫-তে হাবিব ইবনু ইয়াযীদ আল্-আনমাতের সানাদে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ সিকাহ ও মুসলিমের রাবী তবে আনমাতী এর ক্ষেত্রে কালাম রয়েছে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/২৭২)-তে ভালো সানাদে উল্লেখ করেছেন।

٦٩٢ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِيْ بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَنْ تَأَخَّرِيْ، فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى، ثُمَّ مَرَّتْ.

(الصحيحة: ٣٠٤٢)

৬৯২. আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ এবং আবূ বাশীর আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন মহিলা সমভূমি দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে দেরি করতে ইশারা করলেন। সুতরাং সে (মহিলা) (না যেয়ে) ফিরে গেল এমনকি তিনি সলাত শেষ করলেন। অত:পর সে (মহিলা) গেল। **(সহীহাহ্ হা. ৩০৪২)**

হাদীসটি সহীহ।

একাধিক সাহাবী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ এবং আবূ বাশীর আল-আনসারী অন্যতম। একাধিক মুতাবাআত এবং শাওয়াহেদের কারণে হাদীসটি সহীহ।

٦٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْمَقَامِ، فَمَرَّ بِهِ أَبُوْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هٰذَا؟! وَ تَوَعَّدَهُ. فَأَغْلَظَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَرَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ بِأَيِّ شَيْءٍ تُهَدِّدُنِيْ؟! أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَكْثَرُ هٰذَا الْوَادِيْ نَادِيًا، فَأَنْزَلَ اللهُ (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ دَعَا نَادِيَهُ أَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ مِنْ سَاعَتِهِ. (الصحيحة: ٢٧٥)

৬৯৩. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট সলাত আদায় করতেন। একদিন আবূ জাহল ইবনু হিশাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। (তাঁকে সলাত আদায় করতে দেখে) সে বলল, মুহাম্মাদ! আমি না তোমাকে এ (এখানে সলাত আদায়) থেকে নিষেধ করেছি? এবং তাঁকে সে ভয় দেখালো। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে রূঢ়ভাবে কথা বললেন এবং তিরস্কার করলেন। অত:পর আবূ জাহল বলল, মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম এ উপত্যকার সবচেয়ে বেশি সভাসদ আমার। অত:পর আল্লাহ অবতীর্ণ করেন, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (অতএব সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদের।) ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, সে যদি তার সভাসদদের আহ্বান করত তাহলে তখন আযাবের প্রহরীরা তাকে পাকড়াও করত। **(সহীহাহ্ হা. ২৭৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৩৮)-তে এবং ইবনু জারীর তাঁর তাফসীরের (৩/১৬৪)-তে একাধিক তুরুকে দাউদ ইবনু আবূ হিন্দ এর সানাদে ইবনু আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেনঃ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। এছাড়াও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম বুখারী এবং তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১৪১/১)-তে।

٦٩٤ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ . فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عَلٰى ظَهْرِهِ . فَإِذَا أَرَادُوْا أَنْ يَمْنَعُوْهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوْهُمَا . فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ . وَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ . وَقَالَ : مَنْ أَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبَّ هٰذَيْنِ. (الصحيحة: ٣١٢)

৬৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি যখন সিজদা করলেন তখন হাসান ও হুসাইন (দুই ভাই) তাঁর পিঠে লাফিয়ে পড়লেন। লোকেরা তাদেরকে নিষেধ করতে চাইলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য লোকদের প্রতি তিনি ইশারা করলেন। অত:পর তিনি সলাত শেষ করে তাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদের উভয়কেও ভালোবাসে।[১০]

(সহীহাহ্ হা. ৩১২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হাঃ ৮৮৭ এবং আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদের (২/৬০)-এ আলী ইবনু সালিহ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটি হাসান এবং এর সকল রাবী সিকাহ। আর আসিম ইবনু আবিন নাজুদ এর ক্ষেত্রে কালাম রয়েছে এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। আর আলী ইবনু সালিহ সিকাহ।

٦٩٥ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَائِمًا [تَطَوُّعًا . وَ الْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ] [مُغْلَقٌ عَلَيْهِ] . فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ . فَمَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهِ أَوْ شِمَالِهِ . فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مَكَانِهِ .

(الصحيحة: ٢٧١٦)

---

10 এরূপ হাদীসটি সহীহার ৪০০২ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৭০০ নং হাদীসে সত্বর আসছে। *–তাজরীদকারক।*

Contents

৬৯৫. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নফল সলাত দাঁড়িয়ে আদায় করছিলেন (ঘরের) দরজা (ছিল) ক্বিবলার দিকে এবং বন্ধ, আমি দরজা খুলতে চাইলাম। অত:পর তিনি তাঁর ডান বা বাম পায়ে হেঁটে দরজা খুলে পুনরায় নিজ স্থানে ফিরে এলেন। (সহীহাহ্ হা. ২৭১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানের (১/১৭৮); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৫৩০; বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/২৬৫); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/১৮৩ ও ২৩৪); আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (৩/১০৮৮) এবং ইসহাক ইবনু রাহভিয়া তাঁর মুসনাদের (৪/৬৪/২, ১২৮/১)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী শাইখাইনের রাবী –বুরদ ব্যতীত। তবে তার মাঝে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও তিনি সিকাহ্। তিনি (আলবানী) আরো বলেন, দাউদ ইবনু মানসুরের রিওয়ায়াতে আমি হাদীসটির অন্য আরেকটি তরীক পেয়েছি।

٦٩٦- قَابُوْسُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : أَرْسَلَ أَبِيْ امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا : أَيَّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ وَ يُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ. فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدَعُ صَحِيْحًا وَ لَا مَرِيْضًا وَلَا غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا . فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . (الصحيحة: ٢٧٠٥)

৬৯৬. কাবূস (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: কোন্ (সুন্নাত) সালাত নিয়মিত আদায় করাকে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পছন্দ করেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আমার পিতা একজন মহিলাকে আয়িশা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, তিনি যুহরের (ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সালাত দীর্ঘ কিয়াম করে আদায় করতেন এবং তাতে তিনি যথাযথভাবে রুকূ ও সিজদা আদায় করতেন। তবে যে সলাত তিনি সুস্থতা, অসুস্থতা, সফর ও মুকীম কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না সেটা হলো ফজরের পূর্বে দু'রাকাত।

(সহীহাহ্ হা. ২৭০৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৪৩); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের হা: ৭৬১০; খতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৬/২৮৪-২৮৫)-তে আবূ কাবুসের তরীকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবী সিকাহ্। তবে কাবুস দুর্বল। কিন্তু হাদীসটি আয়িশা (রা.) থেকে একাধিক তুরুকে সাবেত হওয়ার কারণে আমার কাছে সহীহ।

٦٩٧- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعاً، وَيَقُوْلُ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ [فِيْهَا]، فَأُحِبُّ أَنْ أُقَدِّمَ فِيْهَا عَمَلاً صَالِحاً. (الصحيحة:٣٤٠٤)

৬৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর যুহরের (ফযর সালাতের) পূর্বে চার রাকাআত সালাত আদায় করতেন। তিনি (আরো) বলেছেন: এটি এমন সময়, যে সময় আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। সুতরাং এ সময়ে আমি নেক আমল অগ্রে প্রেরণ করাকে ভালোবাসি। **(সহীহাহ্ হা. ৩৪০৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শু'আঈব আল-আরনাউত তাঁর তাহকীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম রাবী বিতর্কিত হলেও সানাদের বাকি সকলেই শাইখাইনের রাবী। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১৫৩৯৬; তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৪৭৮; শামায়েলের হা: ২৮৯; নাসায়ী তাঁর সুনানুল কুবরা'র হা: ৩৩১; আবূ দাউদ আত-তয়ালেসীর তরীকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব এবং এর একাধিক شَوَاهِدُ বিদ্যমান।

٦٩٨- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (الصحيحة:٢١٣٢)

৬৯৮. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিব ও ইশার মাঝে সলাত আদায় করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২১৩২)

হাদীসটি হাসান।

Contents

হাদীসটি ইবনু নসর তাঁর কিয়ামুল লাইল কিতাবের ৩২ পৃষ্ঠায়; ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/২০)-এ মানসুর ইবনু সুকাইর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি যঈফ। সানাদে উমারা ইবনু যাযান নামক রাবী রয়েছেন যিনি সদূক ও সাইয়িউল হিফ্য এবং মানসুর ইবনু সুকাইর যঈফ। তবে হাদীসটির একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে যার একটি উবাইদ মাওলান নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। অপরটি হুযাইফা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। প্রথমটি সুয়ূতী তাঁর 'আল-জামে'-তে এবং তাবারানী তাঁর আল-কাবীরে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৫/৪৩১); বাইহাকী 'তাইমীর' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয়টি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ও অন্যান্যরা তাঁদের হাদীস গ্রন্থে সহীহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে সম্পর্কে تَخْرِيْجُ التَّرْغِيْبِ কিতাবের (১/২০৫-২০৬)-তে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

٦٩٩ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ، ثُمَّ يُصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. قُلْتُ: فَقَدْ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا، وَيَنْهَى عَنْهُمَا؟! فَقَالَتْ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّيْهِمَا، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا، وَلٰكِنْ قَوْمُكَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ، يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلُّوْنَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلُّوْنَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، فَضَرَبَهُمْ عُمَرُ، وَقَدْ أَحْسَنَ. (الصحيحة:٣٤٨٨)

৬৯৯. মিকদাম ইবনু শুরাইহ (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি আয়িশা (রা.)-কে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কিভাবে সলাত আদায় করতেন? (উত্তরে) তিনি বলেন, তিনি যুহরের সলাত আদায় করতেন এবং এরপর দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন। অত:পর আসরের সলাত আদায় করতেন এবং আসরের পরে (আরো) দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন।

আমি বললাম, উমার (রা.) তো এ দু'রাকাত সলাত আদায় করতে নিষেধ করতেন এবং সলাত আদায়কারীকে প্রহার করতেন? আয়িশা (রা.) বললেন, উমার নিজে এ সলাত আদায় করতেন এবং তিনি জানতেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় ইয়ামানবাসীরা হলো সাধারণ মানুষ। তারা যুহর আদায়ের পর আসর ও মাগরিবের মাঝে সলাত আদায় করে তাই উমার তাদেরকে প্রহার করেছেন এবং খুব ভালো করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩৪৮৮)**

হাদীসটি সহীহ।

সানাদের রাবী মুসআব ইবনু মিকদাম মুখতালাফফী হলেও হাসানুল হাদীস। তাঁর মুতাবাআত বিদ্যমান। আর অবশিষ্ট সকলেই সিকাহ। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হাঃ ২৬১৬৭; ইমাম তহাবী তাঁর শরহে মাআনিল আসারের (১/৩০১)-এ সংক্ষেপে এবং শরহে মুশকিলিল আসার হাঃ ৫২৮৩-তে উসমান ইবনু উমার আল-আবদীর তরীকে ইসরাঈল থেকে অত্র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর الْأَوْسَطُ এর হাঃ ২১৬২-তে বর্ণনা করেছেন।

٧٠٠ـ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: كَانَ يُصَلِّيْ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ وَيَقْعُدَانِ عَلٰى ظَهْرِهٖ. فَأَخَذَ الْمُسْلِمُوْنَ يُمِيْطُوْنَهُمَا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ذَرُوْهُمَا بِأَبِيْ وَأُمِّيْ مَنْ أَحَبَّنِيْ؛ فَلْيُحِبَّ هٰذَيْنِ. (الصحيحة: ٤٠٠٢)

৭০০. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতেন আর হাসান হুসাইন (দুই ভাই) খেলা করত; এমনকি তাঁর পিঠের উপর এসে বসত। অত:পর মুসলমানরা তাদেরকে সরিয়ে দিত। তিনি সলাত শেষ করে বলতেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমার মাতা-পিতার শপথ যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদেরকেও ভালোবাসে।[11] **(সহীহাহ্ হা. ৪০০২)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আবূ নুআঈম আল-আসবাহানী তাঁর আল-হিলয়াতুল আউলিয়া ফী তাবাতুল আসফিয়ার (২/৪১৫)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

---

11 অনুরূপ হাদীস সহীহার ৩১২ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৬৯৪ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। –*তাজরীদকারক*

Contents

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে। মুতাবাআত করেছেন, আবূ বকর ইবনু আবী শাইবাহ তাঁর আল-মুসান্নাফের (১২/৯৫/১২২২৩); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ'র (৮৮৭); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর (২২৩৩)-এ তৃতীয় তরীকে ইবনু আইয়্যাশ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি বলব, ইসনাদটি হাসান।

৭০১ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ: «لَا تُبَادِرُوْا الإِمَامَ [بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ] : إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ، وَإِذَا قَالَ : وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا : (اٰمِيْنَ) ؛ [فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلَامُهُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ] [مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ] ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا ، وَإِذَا قَالَ : (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه) فَقُوْلُوْا : (اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا ! وَلَكَ الْحَمْدُ) ، [وَلَا تَرْفَعُوْا قَبْلَه] ، [وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا]» . (الصحيحة: ٣٤٧٦)

৭০১. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলতেন, তোমরা ইমামের আগে রুকু সিজদা করবে না। ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বললে তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ইমাম যখন 'ওলাদদাললীন' বলবেন তখন তোমরা (আমীন) বলবে। কারণ যার (আমীন বলার) কথা ফেরেশতাদের (আমীন বলার) কথার সঙ্গে হবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর ইমাম রুকু করলে তোমরা রুকু করবে এবং ইমাম যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু' বল। তার (ইমামের) পূর্বে রুকু থেকে উঠবে না এবং সে সিজদা করলে তোমরা সিজদা করবে। **(সহীহাহ্ হা. ৩৪৭৬)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি তাঁর সহীহর ২০ নং অধ্যায়ের ৮৭ ও ৮৮ নং হাদীসে; ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ এর হা: ১৫৭৬; মিশকাত গ্রন্থের প্রণেতা তাঁর মেশকাতুল মাসাবীহ এর হা: ১১৩৮-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৪৪০); ইমাম বাইহাকী তাঁর আস্-সুনানুল কুবরার (২/৯২) এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২০৪৯৪-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

Contents

٧٠٢ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، [وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ] (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). (الصحيحة:٣٣٢٨)

৭০২. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকাআতে (এবং মাগরিবে পরের দুই রাকাতে 'কূল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' এবং 'কূলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন।
(সহীহাহ্ হা. ৩৩২৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ বকর ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের হা. ২৪২ (দারুল ফিকর) রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তহাবী (র) তাঁর শরহু মাআনিল আসারের ১ম খণ্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় (বইরুত) রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٠٣ـ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ). (الصحيحة:١١٦٠)

৭০৩. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের সলাতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আলা' এবং 'হালআতাকা হাদীসুল গাশীয়াহ' পাঠ করতেন। (সহীহাহ্ হা. ১১৬০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বাযযার তাঁর মুসনাদের হা: ৬১; মুহাম্মদ ইবনু মা'মারের সূত্রে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। তবে হাম্মাদ ইবনু সালামা নামক রাবী মুসলিমের রাবী।

٧٠٤ـ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِيْ كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ (حِيْنَ يُسَلِّمُ): لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(الصحيحة: ١٩٦)

৭০৪. মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) এর লেখক (ওলিদ) বলেন, মুগীরা ইবনু শু'বা মু'আরিয়া (রা.)-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তিনি আমাকে তার শ্রুতলিপি লেখালেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয সলাতের পর যখন (সালাম ফিরাতেন) এ দু'আ পড়তেন যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই (এই মহাবিশ্বের) রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা রোধ করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।"

(সহীহাহ্ হা. ১৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর (২/২৬৪-২৬৫); মুসলিম তাঁর সহীহর (২/৯৫); আবূ দাউদ তাঁর সুনানের (১/২৩৬); নাসাঈ তাঁর সুনানের (১/১৯৭); ইবনুস্ সুন্নি আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলার হা: ১১২ এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৪/২৪৫, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, ২৫৪, ২৫৫-তে ওয়ালিদ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٠٥ـ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ [عَلٰى خُمْرَتِهِ] . (قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلٰى جَنْبِهِ، [مُفْتَرِشَةً بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] . فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ [طَرَفُ] ثَوْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ.

(الصحيحة: ٣٣٤٣)

৭০৫. নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী মাইমুনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার ছোট চাটাইয়ের উপর দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেন (মাইমুনা (রা.) বলেন,) আর আমি তাঁর পাশেই রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিজদার জায়গা বরাবর শুয়ে থাকতাম। তিনি সিজদা

করলে তাঁর কাপড়ের পার্শ্ব আমার শরীরে লাগত আর আমি তখন ছিলাম ঋতুবর্তী। (সহীহাহ্ হা. ৩৩৪৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ১৪শ খণ্ডের ৩৩২ পৃষ্ঠায়; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায়; ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীর ১ম খণ্ডের ৫৯০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাক্কিক শু'আইব আল-আরনাউত মুসনাদে আহমাদের টীকায় হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

٧٠٦ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ، فَمَا يَعْرِفُ نَوْمَهُ إِلَّا بِنَفْخِهِ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَمْضِيْ فِيْ صَلَاتِهِ.

(الصحيحة:٢٩٢٥)

৭০৬. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদারত অবস্থায় ঘুমাতেন। (নাকের) ফুঁ ফুঁ আওয়াজ ব্যতীত তাঁর ঘুম বুঝা যেত না। এরপর দাঁড়িয়ে আবার সলাত আদায় করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯২৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম বাগাভী (র) তাঁর শরহুস সুন্নাহর ১ম খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয আবূ বকর ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٠٧ـ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ. (الصحيحة:٢٩٦٢)

৭০৭. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকা'আত বিত্‌র আদায় করতেন এবং তিনি দু'রাকাত ও এক রাকা'আতের মাঝে কথা বলতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬২)

হাদীসটি সহীহ্ আযীয।

হাদীসটি ইমাম আবূ বাকর ইবনু আবি শাইবা (র) তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম মুরতাযা আয্-যাবিদী (র) তাঁর এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীনের (৩য় খণ্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন।

٧٠٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا . يَعْنِي الْفَرِيْضَةَ. (الصحيحة: ٢٨١٦)

৭০৮. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ফরয সলাতের আগে-পরে কোন তাসবীহ পড়তেন না। **(সহীহাহ্ হা. ২৮১৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইবনু উমার মাওকূফ সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি একাধিক মুতাবাআত এবং শাওয়াহেদের কারণে সহীহ।

٧٠٩ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا: كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ. (الصحيحة: ٣١٧٢)

৭০৯. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত আদায় অবস্থায় আমি তাঁর জামা থেকে বীর্য খুটে উঠাতাম। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৭২)**

হাদীসটি সহীহ লিযাতিহী।

হাদীসটি আয়িশা (রা.) মাওকূফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ভিন্ন শব্দেও আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٧١٠ـ عَنْ رَاشِدٍ أَبِيْ مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيْ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَحْمَرُ فَقَالَ: كَانَتْ لُحُفُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْبَسُهَا وَنُصَلِّيْ فِيْهَا. (الصحيحة: ٢٧٩١)

৭১০. রাশিদ, আবূ মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিকের (রা.) গায়ে একটি লালবর্ণের লোমযুক্ত পশুচর্ম দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, রাসূলের যুগে আমরা আমাদের লেপ পরিধান করে তাতে সলাত আদায় করতাম। **(সহীহাহ্ হা. ২৭৯১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (১/৩৩/৫/৫৬৩); আহমাদ ইবনু কাসিম এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

Contents

আমি (আলবানী) বলব: সানাদে রাশিদ ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ এবং হাদীসটি সহীহ। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (৫/১৩০) এবং সহীহ সুনানে আবূ দাউদ হা: ৩৯০-তে হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

٧١١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُمْ: كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَزَالُوْا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ (وَفِيْ لَفْظٍ: جَبْهَتَهُ) فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ. (الصحيحة:٢٦١٦)

৭১১. বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সলাত আদায় করতেন। তিনি রুকু করলে তারাও রুকু করতেন। আর তিনি যখন 'সমিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলতেন, তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না তারা তাঁকে মাটিতে কপাল রাখতে দেখতেন। এরপর তারা তাঁর অনুসরণ করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৬১৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহর (২/৪২) আবূ দাউদ হা: ৬২২ এবং তার থাকে আবু আওয়ানা তার মুসনাদের (২/১৭৯) তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (২/২৯৫/১-২) এ একাধিক তুরুকে আবু ইসহাক আল ফাযারী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হা: ৬৩১।

আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং সানাদের ইবরাহীম নামক ব্যক্তিটি সিকাহ্ ও শাইখানের রাবীদের একজন।

٧١٢- عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانُوْا إِذَا فَزِعُوْا فَزِعُوْا إِلَى الصَّلَاةِ. يَعْنِيْ: اَلْأَنْبِيَاءَ. (الصحيحة:٣٤٦٦)

৭১২. সুহাইব (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা (আম্বিয়াগণ) শঙ্কিত হলে সলাতের আশ্রয় নিতেন। অর্থাৎ আম্বিয়াগণ।[12] **(সহীহাহ্ হা. ৩৪৬৬)**

হাদীসটি সহীহ।

---

12 আমাদের শাইখ আলবানী বলেন, হাদীসটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ যা সহীহর ২৪৫৯ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৬৬৬ নং ও ৬৭১ নং হাদীসে তাখরীজ করা হয়েছে। –*তাজরীদকারক*

হাদীসটি ইবনু নসর তার 'আস সালাত' কিতাবের (২/৩৫) এ ইসহাক ইবনু ইবরাহীম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আলবানী বলেন : হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/৩৩৩, ৬/৬) এ আরো ভিন্ন দুইটি তরীকে উল্লেখ করেছেন। একটি সুলাইমান ইবনু মুগীরাহ অপরটি হাম্মাদ ইবনু সালামার তরীকে। এবং তার থেকে দারেমী তার মুসনাদের (২/২১৭) উল্লেখ করেছেন। এবং উভয়টার সানাদই মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٧١٣ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ ، فَقُلْنَا : زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَزَلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ. (الصحيحة: ٢٧٨٠)

৭১৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সফরে থাকতাম। এবং বলতাম যে, সূর্য্য ঢলে পড়েছে না ঢলে পড়েনি। তখন তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সলাত আদায় করতেন অত:পর যাত্রা করতেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৭৮০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদের (৩/১১৩) এ মিসহাজ আদদব্বি এর সানাদে আনাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং সুলাসিয়্যাতে ইমাম আহমাদের তৃতীয় নাম্বার হাদীস। হাদীসটি আবূ দাউদ মুসাদ্দাদ এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ১০৭৮ ইবনু হিব্বান মিসহাজ এর জীবনীতে তাকে যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।

٧١٤ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا. (الصحيحة: ٣٣٥)

৭১৪. মু'আবিয়া ইবনু কুররা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে স্তম্ভের মাঝে কাতার করতে এবং স্তম্ভ থেকে সরিয়ে দেওয়া থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হত। **(সহীহাহ্ হা. ৩৩৫)**

হাদীসটির সানাদ জাইয়্যিদ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তার সুনানের হাঃ (১০০২) ইবনু খুযাইমাহ তার সহীহর হাঃ (১৫৬৭) ইবনু হিব্বান তার সহীহর হাঃ (৪০০) হাকিম তার আল মুসতাদরাকের (১/২১৮) বাইহাকী তার সুনানের (৩/১০৪) আবূ দাউদ আত-তয়ালেসী তার মুসনাদের হাঃ (১০৭৩) হারুন ইবনু মুসলিমের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাকিম হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন।

٧١٥ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: كُنْتُ أُعْلِمْتُهَا (يَعْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ) ثُمَّ أُفْلِتَتْ مِنِّى ، فَاطْلُبُوْهَا فِى سَبْعٍ بَقِيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ بَقِيْنَ. (الصحيحة: ١١١٢)

৭১৫. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো? তিনি বললেন, আমাকে এ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল অত:পর আমার (জ্ঞান) থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা ৭ রাত্র বাকি থাকতে কিংবা ৩ রাত্রি বাকি থাকতে শবেকদরকে তালাশ করবে।

(সহীহাহ্ হা. ১১১২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বায্যার তার মুসনাদের পৃঃ ১০৯ ইউসুফ ইবনু মুসার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আলবানী বলেনঃ সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও তাহযীবের রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু জাহম ব্যতীত। হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে যা সহীহাইন ও অন্যান্য সুনানের কিতাবে এবং আবু দাউদের হাঃ (১২৪৭, ১২৪৮, ১২৫০, ১২৫১, ১২৫২) এ উল্লেখ হয়েছে।

٧١٦ـ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوْعًا: لِأَنْ تُصَلِّىَ الْمَرْأَةُ فِى بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ فِى حُجْرَتِهَا ، وَلِأَنْ تُصَلِّىَ فِى حُجْرَتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ فِى الدَّارِ وَلِأَنْ تُصَلِّىَ فِى الدَّارِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ. (الصحيحة: ٢١٤٢)

৭১৬. আয়িশা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। মহিলাদের হুজরায় সালাত আদায় করার চেয়ে নিজ ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম। আর

নিজ বাড়িতে সালাত আদায়ের চেয়ে নিজ হুজরায় সালাত আদায় করা উত্তম। আর (মহল্লায়) মাসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে, নিজ বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম। (সহীহাহ্ হা. ২১৪২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/৪০/১) এবং আবুশ শায়েখ ২৬৭ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ ইবনু আল-মুনীর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ দুর্বল তবে হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যায় যা আব্দুল্লাহ ইবনু হাস্সান আল-আনবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ১১৭৮-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি শাওয়াহেদের কারণে হাসান হবে।

٧١٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنِ الحَصى [فِى الصَّلَاةِ] خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ؛ كُلُّهَا سُوْدُ الحَدَقِ؛ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً. (الصحيحة: ٣٠٦٢)

৭১৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো সলাতে কাঁকর মুছা থেকে তার হাতকে বিরত রাখা তার জন্য একশত এমন উট অপেক্ষা উত্তম যেগুলোর সবগুলোরই চোখের মণি কৃষ্ণবর্ণ। (সহীহাহ্ হা. ৩০৬২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি এ সানাদে দুর্বল। কারণে সানাদে শুরাহবীল ইবনু সা'দ নামক রাবী বিদ্যমান। ইমাম আহমাদে হাদীসটি তাঁর মুসনাদের হা: ১৪৫১৪, ১৪২০৪ এবং বিভিন্ন স্থানে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি ইমাম তহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারের (৩/১৮৪) এবং আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ২০০৪০-তে বর্ণনা করেছেন। একাধিক শাওয়াহেদের কারণে হাদীসটি হাসান।

٧١٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِىْ مُرُوْطِنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوْهَ بَعْضٍ. (الصحيحة: ٣٣٢)

৭১৮. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের (মহিলাদেরকে) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ফজর সলাত আদায় করতে দেখেছিলাম। আমরা (মহিলারা) ঘরে ফিরতাম এবং আমাদের কেউ কারো চেহারা চিনতে পারত না।

(সহীহাহ্ হা. ৩৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তাঁর মুসনাদের (১/২১৪)-এ ইবরাহীমের সানাদে আয়িশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির ইসনাদ সহীহ্ এবং ইবরাহীম ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। তবে ইবরাহীম বলতে ইবরাহীম ইবনু হাজ্জাজ উদ্দেশ্য। তাছাড়া আরো একজন ইবরাহীম রয়েছেন যাঁর নাম ইবরাহীম ইবনু হাজ্জাজ আন-নাইলী এবং উভয়েই আবূ ইয়ালা থেকে রিওয়ায়াত করেন।

٧١٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا: لِيُصَلِّ الرَّجُلُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَلَا يَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ. (الصحيحة: ٢٢٠٠)

৭১৯. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী মাসজিদেই সলাত আদায় করবে। একাধিক মাসজিদের পিছনে পড়বে না (পিছু নেবে না)। **(সহীহাহ্ হা. ২২০০)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাম্মাম আর্-রাযী (২/২১৭) এ বাক্বিয়্যা ইবনু ওলীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি মাক'তু। হাদীসটি আবুল হাসান তাঁর جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِهِ-এর (১/৩৯)-তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর মু'জামের (২/১৯৯/৩)-তে একই সানাদে উল্লেখ করেছেন।

٧٢٠ـ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِيْنَاءَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. (الصحيحة: ٢٩٦٧)

৭২০. হাকাম ইবনু মিনাআ থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার এবং আবূ হুরাইরা (রা.) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তারা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন তিনি তাঁর মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, লোকেরা অবশ্যই জুমু'আর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হবে, নতুবা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মোহরাঙ্কিত করে দেবেন এরপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৬৭)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর আল-জুমু'আ-এর ১২ নং অধ্যায়ের হাঃ ৪০; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হাঃ ৭৯৪; নাসাঈ তাঁর সুনানের (৩/৮৮); বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (৩/১৭১); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ৫৫০; ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/১৫৪); ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীর (১০/২৩১); ইমাম মুনযিরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীবের (১/৫০৮); ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহুস সুন্নার (৪/২১৫) এবং ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ২১১৩৪ ও ২১১৪১-তে বর্ণনা করেছেন।

٧٢١ـ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوْفًا: مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّيْ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ. (الصحيحة:٢٢١٢)

৭২১. জাবির (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। সলাতরত ব্যক্তিকে সালাম করাকে আমি পছন্দ করি না, তবে সে আমাকে সালাম দিলে তার উত্তর দেই। **(সহীহাহ্ হা. ২২১২)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মাউকুফ, ইমাম তহাবী (র) তাঁর শরহু মা'আনিল আসারের (১/২৬৪)-তে দুটি তরীকে আ'মাশ থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে ভালো। সানাদটি মাউকুফ। হাদীসটি সুয়ূতী তাঁর দুই 'জা'মি'-তে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটিকে মারফূ বলে মনে করেছেন। আর মুনাভী (র) এ বিষয়টি লক্ষ্য করেন নি।

٧٢٢ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَسْفَرَ بَعْدُ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ. (الصحيحة:١١١٥)

৭২২. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজরের সলাতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। অত:পর তিনি ঊষা উদয়ের পর সলাত আদায় করলেন অত:পর (পরের দিন) আলো যখন উদ্ভাসিত হয় তখন সলাত আদায় করলেন। এরপর বললেন, ফজরের সলাতের সময় সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল সে কোথায়? এ দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ই হলো ফজরের সময়।

(সহীহাহ্ হা. ১১১৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বায্যার তাঁর মুসনাদের হাঃ ৪৩; মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্নার সূত্রে আনাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি সুনানের কিতাবে রাফি' ইবনু খাদীজ থেকে বর্ণিত। মিশকাত হাঃ ৬১৪; ইরওয়াউল গলীল হাঃ ২৫৮।

٧٢٣- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ إِنْ لاَ تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوْا وَانْطَلَقَ سَرَعَانُ النَّاسِ يُرِيْدُوْنَ الْمَاءَ وَلَزِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَالَتْ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتُهُ، فَنَعَسَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَمْتُهُ، فَادَّعَمَ، ثُمَّ مَالَ، فَدَعَمْتُهُ، فَادَّعَمَ، ثُمَّ مَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْجَفِلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَدَعَمْتُهُ، فَانْتَبَهَ، فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: أَبُوْ قَتَادَةَ. قَالَ: مِنْذُ كَمْ كَانَ مَسِيْرُكَ؟ قُلْتُ: مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَ رَسُوْلَهُ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ عَرَّسْنَا، فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ فَنَزَلَ، فَقَالَ: أُنْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ قُلْتُ: هٰذَا رَاكِبٌ، هٰذَانِ رَاكِبَانِ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً، فَقُلْنَا: اِحْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا، فَنِمْنَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَانْتَبَهْنَا، فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَارَ وَسِرْنَا هُنَيْهَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟ قَالَ: قُلْتُ:

نَعَمْ . مَعِىْ مِيْضَأَةٌ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ، قَالَ : ائْتِ بِهَا . فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ: مَسُّوْا مِنْهَا ، مَسُّوْا مِنْهَا . فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ ، وَبَقِيَتْ جُرْعَةٌ ، فَقَالَ : اِزْدَهِرْ بِهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ ! فَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ لَهَا نَبَأٌ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ وَصَلُّوْا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرِ ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : فَرَّطْنَا فِىْ صَلَاتِنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُوْلُوْنَ ؟ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِيْنِكُمْ فَإِلَيَّ. قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَرَّطْنَا فِى صَلَاتِنَا : فَقَالَ : لَا تَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوْهَا ، وَمِنَ الْغَدِ وَقْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ : ظَنُّوْا بِالْقَوْمِ ، قَالُوْا : إِنَّكَ قُلْتَ بِالْأَمْسِ : إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوْا ، فَالنَّاسُ بِالْمَاءِ . فَقَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ وَقَدْ فَقَدُوْا نَبِيَّهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاءِ ، وَفِى الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَا : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيَسْبِقَكُمْ إِلَى الْمَاءِ وَيَخْلُفَكُمْ ، وَإِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوْا . قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمَّا اشْتَدَّتِ الظَّهِيْرَةُ ، رَفَعَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! هَلَكْنَا عَطَشًا تَقَطَّعَتِ الْأَعْنَاقُ . فَقَالَ : لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا قَتَادَةَ ! اِئْتِ بِالْمِيْضَأَةِ ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فَقَالَ : أَحْلُلْ لِى غُمَرِى ، يَعْنِى : قَدَحَهُ ، فَحَلَلْتُهُ ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ ، فَجَعَلَ يَصُبُّ فِيْهِ وَيَسْقِى النَّاسُ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَحْسِنُوا الْمَلْءَ فَكُلُّكُمْ يَصْدُرُ عَنْ رَيٍّ ، فَشَرِبَ الْقَوْمُ

حَتَّى لَمْ يَبْقَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَصَبَّ لِي
. فَقَالَ: اِشْرَبْ يَا أَبَا قَتَادَةَ! قَالَ: قُلْتُ: اِشْرَبْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ:
إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ. فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ بَعْدِي، وَبَقِيَ فِي الْمِيْضَأَةِ
نَحْوٌ مِمَّا كَانَ فِيْهَا. وَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ. (الصحيحة: ٢٢٢٥)

৭২৩. আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল তোমরা পানি না পেলে পিপাসার্ত থাকবে। একথা শুনো সবচেয়ে দ্রুতগামী ব্যক্তিরা পানির খোঁজে বের হয়ে গেল। আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে থাকলাম। (এক সময়) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তাঁর বাহন কাত হয়ে গেল রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। তিনি যেন হেলে না পড়েন তাই আমি আমার মাধ্যমে তাঁকে ঠেঁস দিলাম। আর তিনি হেলান দিলেন। আবার হেলে পড়লেন। আমি আমার মাধ্যমে তাঁকে ঠেঁস দিলাম। তিনি হেলান দিলেন, এরপর তিনি আবার হেলে পড়লেন এমনকি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। (যার ফলে) পুনরায় আমি আমার মাধ্যমে তাঁকে ঠেকনা দিলাম। এবার তিনি জেগে গেলেন। এমনকি বললেন, কে তুমি? আমি বললাম, আবূ কাতাদা। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে? আমি বললাম (এইতো) রাত থেকে। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার হেফাজত করুন যেমনি তুমি তাঁর রাসূলকে হেফাজত করেছ। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা যদি শেষ রাতে একটু বিশ্রাম করে নিতাম এ বলে গাছের কাছে গিয়ে হেলে নেমে পড়লেন এরপর বললেন, কাউকে কি তুমি দেখছ? আমি বললাম, এইতো এক আরোহী, আর এইতো দুই আরোহী। এভাবে সাত জনের কথা বললেন।

অত:পর আমরা (আমি ও রাসূল) বললাম, তোমরা আমাদের সলাতের প্রতি খেয়াল রেখ, (এ বলে) আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশেষে সূর্যের

উষ্ণতা আমাদের জাগিয়ে তুলল এবং আমরা জেগে উঠলাম। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে আরোহণ করে (পথ) চলা শুরু করলেন একটু পর আমরাও চলতে লাগলাম।

এরপর তিনি অবতরণ করে (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমাদের সঙ্গে কোন পানি আছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার নিকট অযূর পাত্রে কিছু পানি অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, তা নিয়ে আস। আমি পাত্রটি নিয়ে আসলাম। তিনি বললেন, পাত্রটি হতে তোমরা পানি নাও, পানি নাও। এভাবে কওমের সকলে অযূ করল এবং এক চুমুক পানি অবশিষ্ট থেকে গেল। তিনি আমাকে বললেন, আবূ কাতাদা! পানিটুকু হেফাজত করে রাখবে এটা এক সময় আমাদের উপকারে আসতে পারে। তারপর বেলাল আযান দিল এবং সকলেই ফজরের (ফরযের) পূর্বের দু'রাকাত পরে ফজরের ফরজ সলাত আদায় করলেন। এরপর বাহনে আরোহণ করলেন। (তাঁর সাথে সাথে) আমরাও আরোহণ করলাম। কওমের কতিপয় ব্যক্তি কতিপয়কে বলতে লাগল, আমরা (আজ) আমাদের সলাতে অবহেলা করেছি। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি বললে? তোমাদের দুনিয়াবী কোন বিষয় হলে তোমরা যা বলবে সেটা সঠিক, আর তোমাদের দ্বীনী বিষয় হলে সে বিষয়ে কথা বলার অধিকার শুধু আমার। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা বলেছি যে, (আজ) সলাতের ব্যাপারে আমরা অবহেলা করেছি। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঘুমের ক্ষেত্রে কোন অবহেলা নেই– অবহেলা হলো জাগার ক্ষেত্রে। এমনটি হলে তোমরা সে সলাত আদায় করে নিবে। আর তার সময় হলো পরবর্তী দিবস। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লোকেরা (যারা আবূ বকর ও উমার-সহ সাহাবাদের একদল (রা.) সম্মুখে আছেন বলে মনে করে সম্মুখে চলে গেছেন।) তোমাদের সম্পর্কে কি বলছে বলে তোমরা ধারণা কর? লোকেরা (যারা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিল তারা) বলল, আপনি গতকাল বলেছিলেন যে, তোমরা আগামীকাল পানি না পেলে পিপাসার্ত থাকবে, হয়ত তারা এখন পানি পেয়ে গেছে। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লোকেরা তাদের নাবীকে হারিয়ে সকাল অতিবাহিত করছে আর তাদের কতক কতককে বলছে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পেয়ে গেছেন, আর তাদের মাঝে আবূ বাকর ও উমার রয়েছে তারা বলছে যে, হে লোক সকল! রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের অগ্রে চলে যান নি বরং তোমাদের পিছনেই রয়েছেন আর লোকেরা (আর সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে অপেক্ষা করত) আবূ বাকর ও উমারকে অনুসরণ করলে পথ পেয়ে যাবে। কথাটি তিন বার বললেন।

অত:পর যখন দুপুরের তাপ বৃদ্ধি পেলে তখন তারা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল। অত:পর তারা বলতে লাগল ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পিপাসার্তের কারণে আমরা (প্রায়) হালাক হয়ে গেছি, গলা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা হালাক হবে না; এরপর বললেন, আবূ কাতাদা! তোমার পানির পাত্রটি নিয়ে এসো। আমি তা নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমার ছোট পেয়ালাটি খুলে দাও। আমি পেয়ালাটি খুলে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম। অত:পর তিনি তাতে পানি ঢালছিলেন আর লোকদেরকে (সেখান থেকে) পান করালেন। লোকেরা তাঁর নিকট এসে ভিড় জমালো। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, হে লোক সকল! ভালো করে পেয়ালা ভরে নাও শীঘ্রই তোমরা সকলে পরিতৃপ্ত হবে। অত:পর লোকেরা (সকলেই তৃপ্তিসহকারে) পান করল এবং আমি ও রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কেউই বাকি রইল না। তিনি আমার জন্য পানি ঢেলে বললেন, আবূ কাতাদা! (নাও) পান কর। আবূ কাতাদা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি (আগে) পান করেন। তিনি বললেন, কওমকে পান করায় যে, সে সবার শেষে পান করে। অত:পর আমি পান করলাম এবং আমার পরে তিনি পান করলেন। কিন্তু অযূর পাত্রে পূর্বে যতটুকু পানি ছিল তা নিজ অবস্থায় বাকি রয়ে গেল। এদিন তাদের সংখ্যা ছিল তিনশত।

(সহীহাহ্ হা. ২২২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/২৯৮)-তে হাম্মাদ ইবনু সালামার সানাদে আবূ কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। মুসলিম হাদীসটি তাঁর সহীহতে ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন।

٧٢٤ـ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وَهُوَ يُصَلِّيْ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ] فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَجَرَّنِيْ فَجَعَلَنِيْ حِذَاءَهُ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى صَلَاتِهِ خَنَسْتُ . فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِيْ مَا شَأْنِيْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَا لَكَ) أَجْعَلُكَ حِذَائِيْ فَتَخْنُسُ؟! فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَوَ يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ ، وَأَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ الَّذِيْ أَعْطَاكَ اللهُ . قَالَ : فَأَعْجَبْتُهُ . فَدَعَا اللهُ لِيْ أَنْ يَزِيْدَنِيْ عِلْمًا وَفَهْمًا . زَادَ أَحْمَدُ : قَالَ : ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُهُ يَنْفُخُ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اَلصَّلَاةُ . فَقَامَ فَصَلّٰى مَا أَعَادَ وُضُوْءًا . (الصحيحة: ٢٥٩٠، ٦٠٦)

৭২৪. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর পিছনে সলাত আদায় করতে লাগলাম। তিনি আমার হাত ধরে টেনে তাঁর বরাবর দাঁড় করালেন। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতে শুরু করলে আমি পিছে চলে আসলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করলেন এবং সলাত শেষ করে আমাকে বললেন, আমার কি হলো, অপর বর্ণনায় তোমার কি হলো। আমি তোমাকে আমার বরাবর দাঁড় করলাম আর তুমি পিছনে চলে গেলে?! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কারো জন্য কি সমীচীন যে সে আপনার

বরাবর দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে? তাছাড়া আপনি তো আল্লাহ রাসূল যাকে আল্লাহ অসীম মর্যাদা দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, কথাটি তাঁকে আশ্চার্যান্বিত করল। অত:পর তিনি আমার ইলম এবং বুঝ শক্তি বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।

আহমাদ (র) আরো বৃদ্ধি করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘুমন্ত দেখলাম এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। অত:পর বেলাল তাঁর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'সলাত' সলাতের সময় হয়েছে। অত:পর তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন এবং অযূ করলেন না। **(সহীহাহ্ হা. ৬০৬, ২৫৯০)**

হাদীসটি সহীহ।

শাইখ আলবানী তাঁর সহীহার হা. ৬০৬-তেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ১ম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায়; আবু আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৩য় খণ্ডের ৫৩৪ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয আবূ নু'আঈম আস-আসপাহানী তাঁর হিলয়াতুল আউলিয়ার ৮ম খণ্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٢٥ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوْعًا: مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلَّا وَ بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ. (الصحيحة: ٢٣٢)

৭২৫. আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। প্রত্যেক ফরয সলাতের পূর্বে দুই রাকাত (সুন্নাত) সলাত রয়েছে। **(সহীহাহ্ হা. ২৩২)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আব্বাস আত্-তারাকুকী তাঁর حَدِيْثُهُ-এর (১/৪১); ইবনু নসর তাঁর কিয়ামুল লাইলের ২৬ পৃষ্ঠায়; আর-রুয়ানী তাঁর মুসনাদের (১/২৩৮); ইবনু হিব্বান তার সহীহর হাঃ ৬১৫; তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (২/২১০/৬৯); ইবনু আদী তাঁর কামিলের (২/৪৬)।

এয়াড়াও ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানের ৯৯ পৃষ্ঠায় দু' তরীকে সাবিতের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রা.) থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন।

٧٢٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِىْ أَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ أَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ، فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. (الصحيحة: ٩٢١)

৭২৬. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, সলাত কায়েম করে, রমযানের সিয়াম পালন করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব। চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুক কিংবা তার মাতৃভূমিতে বসে থাকুক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি লোকদেরকে (এর) সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, জান্নাতে এমন ১০০টি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। যার দুটি স্তরের মাঝে আসমান জমিনের দূরত্ব। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট যখন চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করবে। কেননা এটা জান্নাতের মাঝখান এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরে আল্লাহর আরশ এবং এর তলদেশ দিয়েই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত। (সহীহাহ্ হা. ৯২১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৩৩৫ ও ৩৩৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও একটি শাওয়াহিদ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে রয়েছে। যেমন: বাইহাকীর সুনানুল কবরার ৯ম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায়; সহীহ বুখারীর ৪র্থ খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায়; তাফসীরে কুরতবীর ১১শ খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায়।

٧٢٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا: مَنْ أَذَّنَ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً. (الصحيحة: ٤٢)

৭২৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব এবং তার প্রতি আযানের বিনিময়ে তার জন্য ৬০টি নেকী আর ইকামাতের কারণে ৩০টি নেকী লেখা হয়। **(সহীহাহ্ হা. ৪২)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৭২৮; হাকিম তাঁর মুসাতাদরাকের (১/২০৫); বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৪৩৩); ইবনু আদী কামিলের (১/২২০); বাগাভী শরহুস সুন্নাহর (১/৫৮/১-২) এবং দিয়া اَلْمُنْتَقَى مِنْ مَسْمُوْعَاتِهِ بِمَرْوٍ এর (১/৩২); সকলেই আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর সূত্রে ইবনু উমার থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম বলেনঃ হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

٧٢٨ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبِىْ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: غُسْلُكَ هٰذَا مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ. قَالَ: أَعِدْ غُسْلاً آخَرَ، إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِىْ طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (الصحيحة: ٢٣٢١)

৭২৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমার বাবা আমার নিকট আসলেন আমি তখন জুমু'আর (সলাতের জন্য) গোসল করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ গোসল কি নাপাকীর কারণে না জুমু'আর জন্য? আমি বললাম, নাপাকী থেকে পবিত্রতার জন্য। তিনি বললেন, আবার গোসল কর, কেননা আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে সে অপর জুমু'আ পর্যন্ত পবিত্র থাকবে।

(সহীহাহ্ হা. ২৩২১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১২৬/১)-তে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর সানাদে ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম হাকিম আন-নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাকে বলেন, "হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ।" আর সানাদের হারুন আল-ঈজলী সিকাহ।

আমি (আলবানী) বলব: হারুন আল-ঈজলী শাইখাইনের রাবী নন। সানাদের যারারা নামক রাবী ছাড়া বাকি সকলেই সিকাহ। যারারা মাতরুক রাবী যেমনটি ইমাম বুখারী ও নাসাঈ বলেছেন। তবে আবূ হাতিম তাঁকে সদূক বলেছেন।

٧٢٩ـ عَنْ أَبِـيْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيْ: أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ أَبِـيْ أُمَيَّةَ أَمَّ قَوْمًا، فَلَمَّا قَامَ مِنَ الصَّلَاةِ اِلْتَفَتَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّـيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوَتَهُ. (الصحيحة: ٢٣٢٥)

৭২৯. আবূ আব্দুল্লাহ আস-সুনাবিহী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন জুনাদাহ ইবনু আবূ উমাইয়্যাহ একদল লোকের (সলাতের) ইমামতী করলেন। সলাতে যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁর ডান দিক মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি (আমার ইমামতীতে) সন্তুষ্ট? তারা বলল, হ্যাঁ বাম দিকে ফিরেও এমনটি করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন কওমের সালাতের ইমামতী করে অথচ তার কওম তার প্রতি অসন্তুষ্ট, তার সালাত কণ্ঠাস্থির উপরে উত্থিত হয় না। **(সহীহাহ্ হা. ২৩২৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৪/১৫/২)-তে আবূ বাকর আল-হুযাইলীর সানাদে আবূ আব্দুল্লাহ আস্-সুনাবেহী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির সানাদ অতি দুর্বল। যার মূল কারণ হলো, আবূ বাকর আল-হুযাইলীর উপস্থিতি। তবে সকল রিওয়ায়াতের সমষ্টিতে সহীহ হতে পারে। ইমাম মুনযিরী তাঁর 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব'-এর (১/১৭১)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٣٠- عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْسَعَ مِنْهُ. (الصحيحة: ٣٤٤٥)

৭৩০. আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাসজিদ নির্মাণ করবে। আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তার চাইতে একটি প্রশস্ত বালাখানা তৈরি করবেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩৪৪৫)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদের ১ম খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায়; ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয্-যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৭-৯ পৃষ্ঠায়; ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ১২৯১; ইমাম যাবিদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের ৩য় খণ্ডের ৩১ পৃষ্ঠায়; তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের ৮ম খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠায়; ইমাম ইবনু আসাকীর তাঁর তাহমীদু তারীখে দিমাশ্কের ৭ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٣١- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لَا يُرِيْدُ بِهِ رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.
(الصحيحة: ٣٣٩٩)

৭৩১. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রদর্শনেচ্ছা ব্যতীত খালেস নিয়্যাতে মাসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩৩৯৯)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায়; ইমাম হাইসামী মাজমাউয্-যাওয়াইদ ২য় খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায়; ইমাম মুনযিরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায়; ইমাম যাবিদী (র) ইতহাফুস সাদাতীল মুত্তাক্বীনের ৩য় খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয সুয়ূতী আদদুররুল মানসুর-এর ৩য় খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٣٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا

وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ. (الصحيحة:٣٤١٩)

৭৩২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নেশার কারণে এক ওয়াক্ত সলাত ছেড়ে দিবে কেমন যেন দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কল্যাণ তার ছিল অত:পর তার থেকে সেটা ছিনিয়ে নেয়া হলো। আর যে ব্যক্তি নেশার কারণে চারবার সলাত ছেড়ে দিবে 'তিনুল খাবাল' থেকে তাকে পান করানো আল্লাহর জিম্মায় ওয়াজিব। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'তিনুল খাবাল' কী? রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামীদেরকে নিংড়ে যা (রক্ত পুঁজ) বের করা হয়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৪১৯)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ মুসনাদের ২য় খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায়; হাকিম মুসতাদরাকের ৪র্থ খণ্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী আসসুনানুল কুবরায় ৮ম খণ্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায়; হাইসামী তাঁর মাজমাউয্-যাওয়াইদের ৫ম খণ্ডের ৯৬ পৃষ্ঠায়; সুয়ূতী আদ্দুররুল মানসূরের ২য় খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায়; ইবনু কসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত এবং শাওয়াহিদ রয়েছে। বাইহাকী ১ম খণ্ড ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

٧٣٣ـ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي! مَا أَعْمَدَكَ إِلَى هٰذَا الْبَلَدِ، أَوْ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا؛ إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: بِئْسَ سَاعَةُ الْكَذِبِ هٰذِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا؛ شَكَّ سَهْلٌ، يُحْسِنُ فِيهَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ؛ غُفِرَ لَهُ. (الصحيحة:٣٣٩٨)

৭৩৩. ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ্-দারদা (রা.) যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে সময় আমি তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তুমি এ নগরীর ইচ্ছা কেন করেছ অথবা তিনি বললেন, তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ? রাবী বললেন, না, বরং আমি আপনার এবং আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের মধ্যকার সম্পর্কের কারণেই এসেছি। আবুদ্-দারদা বললেন, এটা কতই না নিকৃষ্ট মিথ্যার সময় কাল! আমি তো রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অযূ করবে এবং উত্তমরূপে অযূ করবে, তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করবে এবং তাতে উত্তমরূপে যিকির করবে এবং ভীতি-বিহ্বলতা অবলম্বন করবে, তারপর আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করবে তাকে ক্ষমা করা হবে। **(সহীহাহ্ হা. ৩৩৯৮)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম হাইসামী (র) মাসমাউয্-যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এর একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রয়েছে। তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের, ৮ম খণ্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফের ২য় খণ্ডের ৩৭৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ'র ২য় খণ্ডে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া আল্লামা ইবনু হাজার আল-মাতালিবুল আলিয়ায় হাঃ ১২৫৬ উল্লেখ রয়েছে।

٧٣٤ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَافَظَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَ مَنْ قَرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. (الصحيحة:٦٥٧)

৭৩৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এসব সলাতের প্রতি যত্নবান হবে, সে গাফেলদের দলভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে ১০০ আয়াত পাঠ করবে সে ধর্মপরায়ণদের দলভুক্ত হবে। **(সহীহাহ্ হা. ৬৫৭)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থের হাঃ ১১৪২; ইমাম যাবীদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীনের ৩য় খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায়; আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হাঃ ১৯৪৬ এবং ইমাম সুয়ূতী তাঁর আদ্দুররুল মানসুরের ১ম খণ্ডের ২৯৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবায়াত এবং শাওয়াহিদ রয়েছে।

٧٣٥ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلاَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ ، وَ ذٰلِكَ أَفْضَلُ.

(الصحيحة:٢٦١٠)

৭৩৫. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে না বলে আশঙ্কা করে সে যেন রাতের শুরু ভাগে বিতর পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তির আশা থাকে যে, সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে সে যেন শেষরাতে বিতর পড়ে। কেননা শেষ রাতের সলাতের সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এবং সেটা সর্বোত্তম। (সহীহাহ্ হা. ২৬১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৭৪-১৭৫); আবূ আওয়ানা তাঁর সহীহর (২/৩১২); ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হাঃ ৪৫৬; ইবনু মাযাহ তাঁর সুনানের (১/৩৬০); এমনিভাবে আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের হাঃ ৪৬২৩; ইবনু নসর তাঁর কিয়ামুল লাইল এর ১১৬ পৃষ্ঠায়; ইবনুল জারুদ তাঁর আল-মুনতাকা এর হাঃ ২৬৯; ইবনু খুযাইমা তার সহীহর হাঃ ১০৮৬; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/৩৫) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৮৯)-তে আব্দুর রাজ্জাকের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٣٦ـ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ أَبِيْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ حَتَّى أَتَى هٰذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ؛ كَانَ لَهُ عِدْلُ عُمْرَةٍ. (الصحيحة:٣٤٤٦)

৭৩৬. আবূ উমামা ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হলো এবং এ মাসজিদে (মাসজিদে কুবায়) এসে সলাত আদায় করল তাকে একটি ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নাসায়ী মুজতাবা গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায়; ইমাম আহমাদ মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৪৮৭ পৃষ্ঠায়; ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীরের ১ম খণ্ডের ৯৬

পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মুজামুল কাবীরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায়; হাকিম মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৩য় খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হাঃ ৩৪৯৭২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٣٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَدَّ فُرْجَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً. (الصحيحة:١٨٩٢)

৭৩৭. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দাঁড়াবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন এবং এর কারণে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বুলন্দ করবেন। (সহীহাহ্ হা. ১৮৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আল-মাহামেলী তাঁর আল-আমানীর (২/৩৬); হাসান ইবনু আব্দুল আযীযের সূত্রে আয়িশা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ। হাসান ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। ইবনু মাজাহ (১/৩১৩) এবং মুসনাদে আহমাদ (৬/৮৯)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করা হয়েছে।

٧٣٨ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى. (الصحيحة:٢٤٧٨)

৭৩৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত হলো মাসজিদে প্রবেশ করলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হলে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। (সহীহাহ্ হা. ২৪৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২১৮); তাঁর থেকে ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৪২)-তে শাদ্দাদ আবূ তলহা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর সমর্থন দিয়েছেন। তবে বাইহাকী বলেন, সানাদের শাদ্দাদ নামক রাবী শক্তিশালী নয়। আলবানী বলেন, বাইহাকীর বক্তব্যই যথাযথ।

٧٣٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (الصحيحة:٣٨٣)

৭৩৯. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের সুন্নাত হলো দু'সিজদার মাঝে তুমি তোমার নিতম্বকে তোমার পিছনে রাখা। (সহীহাহ্ হা. ৩৮৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১০৬/১)-তে আহমাদ ইবনুন নযর আল-আসকারীর সানাদে ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটির সানাদ সহীহ যদি সানাদের উল্লিখিত আব্দুল কারীম ইবনু মালিক আল-জাযারী হয় তবে অন্যথায় নয়। তাছাড়া হাদীসটি ইবনু উয়াইনাহ ইবরাহীম ইবনু মাইসারাহ থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে।

٧٤٠- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوْعاً: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ [الْخَمْسَ]، وَحَجَّ الْبَيْتَ لَا أَدْرِيْ أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا؛ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، إِنْ هَاجَرَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ بِهَا. قَالَ مُعَاذٌ: أَلَا أُخْبِرُ بِهَذَا النَّاسِ! فَقَالَ: ذَرِ النَّاسَ [يَا مُعَاذُ] يَعْمَلُوْنَ. (الصحيحة: ٣٢٢٩)

৭৪০. মুআয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করল, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করল, হাজ্ব করল– (বর্ণনাকারী বলেন,) তিনি যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। তাকে ক্ষমা করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। চাই সে আল্লাহর রাহে হিজরত করুক কিংবা নিজ মাতৃভূমিতে অবস্থান করুক। মু'আয বললেন, আমি কি লোকদেরকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিব না?! তিনি বললেন, মু'আয! লোকদেরকে ছেড়ে দাও তারা নিজ ইচ্ছামতো আমল করুক। (সহীহাহ্ হা. ৩২২৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে হাঃ ২৫৩০; হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ৪৬, ৪৭ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালের হাঃ ৪৩২৯৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤١- عَنْ أَبِي مُوسَى يَرْفَعُهُ: مَنْ صَلَّى اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. (الصحيحة: ٢٣٤٧)

৭৪১. আবূ মূসা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি দিনে ১২ রাকা'আত সলাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন। (সহীহাহ্ হা. ২৩৪৭)

হাদীসটি হাসানুল ইসনাদ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল মু'জামুল আওসাতের (১/৫৮/২)-তে হাইসাম ইবনু খলকের সানাদে আবূ মুসা (রা.) থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তাবারানীর তরীকে ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৪১৩)-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূআন বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/২০৪) এবং তাঁর থেকে ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৩৫০)-তে উল্লেখ করেছেন।

٧٤٢- عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيْ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يُكِبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ. (الصحيحة: ٢٨٩٠)

৭৪২. জুনদুব আল-কাসরী (রা.) বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সলাত আদায় কর সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল। সুতরাং (হে আল্লাহর বান্দাগণ!) আল্লাহ যেন আপন দায়িত্বের কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কেননা, তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন বিষয় সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে উপুড় করে ধরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (সহীহাহ্ হা. ২৮৯০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহার (২/১২৫); আবূ আওয়ানাহ তাঁর মুসনাদের (২/১১-১২); ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানুল কুবরার (১/৪৬৪); ইমাম তবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীর' (২/১৭৯) হা. ১৬৮৩ ও ১৬৮৪-তে। এমনিভাবে আর-রুইয়্যানী তাঁর মুসনাদে (২/১৪৬) জুনদুব আল-কাসরী'র সূত্রে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

এছাড়াও ইমাম তিরমিযী হা. ২২২; সহীহ ইবনু হিব্বান (৩/১২০) হা. ১৭৪০); আহমাদ তাঁর মুসনাদে হা. (৪/৩১২-১৩) এবং আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদে (৩/৯৫) হা. ১৫২৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

٧٤٣ـ عَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ مَرْفُوْعًا: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا، زِيْدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبُحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ. (الصحيحة:٢٣٥٠)

৭৪৩. আয়িয ইবনু কূরত (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (সহীহাহ্ হা. ২৩৫০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মানদা তাঁর আল-মা'রিফা গ্রন্থের (২/১০৯/১); দিয়া তাঁর 'আল-মুখতারাহ এর (৬০/১-২)-তে তাবারানীর তরীকে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি আল-মু'জামুল কাবীরের (১৮/২২/৩৭)-তে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বলের সানাদে উল্লেখ রয়েছে। যা তিনি আয়িয ইবনু কূরত থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤٤ـ عَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا؛ زِيْدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبُحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ.

(الصحيحة:٣١٨٦)

৭৪৪. আয়িয ইবনু কূরত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩১৭৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি এই লফ্জে তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের ১৮শ খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয্-যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায়; ইমাম মুরতাযা আয্যাবীদী ইতহাফুস সাদাতীল মুত্তাকীনের ৩য় খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ৩৪৩ ও ২০০৩২ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤٥ـ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا: مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَ قَبْلَ الأُوْلَى أَرْبَعًا، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (الصحيحة:٢٣٤٩)

৭৪৫. আবূ মূসা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি চার রাকা'আত চাশতের সলাত আদায় করবে এবং (দিনের) প্রথম ভাগের শুরুতে চার রাক'আত সলাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করা হবে। **(সহীহাহ্ হা. ২৩৪৯)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (১/৫৯)-তে সাহল ইবনু উসমানের সানাদে আবূ মূসা (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সাহল নামক বর্ণনাকারী সিকাহ্ ও মুসলিমের রাবী। সানাদটি হাসান।

٧٤٦ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِيْ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّي، رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. (الصحيحة:٣٤٠٣)

৭৪৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করবে এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বস্থানে বসে যিকিরে মাশগুল থাকবে এরপর দু'রাকাত সলাত আদায় করবে সে একটি পূর্ণ হাজ্ব ও পূর্ণ ওমরার সাওয়াব পাবে। পূর্ণ! পূর্ণ!! পূর্ণ!!! **(সহীহাহ্ হা. ৩৪০৩)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থের হা: ৫৮৬; ইমাম বুখারী আত্-তারীখুল কাবীরের ১ম খণ্ডের ৩৭৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু আসাকীর তাহযীবু তারীখি দিমাশ্কের ২য় খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায়; হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ১০ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম সুয়ূতী (র) আল-হাভী লিল ফাতাওয়ার ১ম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

٧٤٧- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلٰى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ رُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ وَأَبِىْ كَاهِلٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (الصحيحة:١٩٧٩، ٢٦٥٢)

৭৪৭. নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তির পরওয়ানা লেখা হবে: জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা এবং নিফাক থেকে মুক্তির পরওয়ানা। হাদীসটি আনাস, আবূ কাহিল এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত।

(সহীহাহ্ হা. ১৯৭৯, ২৬৫২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যার একাধিক সূত্র রয়েছে। প্রথমটি সালম ইবনু কুতাইবার সূত্রে যা ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/২০১)-তে এবং আল-ওসেতী তাঁর তারীখের ৪০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয়টি মানসুর ইবনু মুহাজিরের সূত্রে। তৃতীয়টি আবুল আলা আল-খফফাফ এর সূত্রে।

٧٤٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ بِأَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. (الصحيحة:٦٤٢)

৭৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতে দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যে ব্যক্তি সলাতে একশ আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে কানিতীন (আনুগত্যশীল) বলে লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে মুকানতারীনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (সহীহাহ্ হা. ৬৪২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হাঃ ১৯৩৮; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহার হাঃ ১১৪৪; হায়সামী মাওযারীদুজ জামআনে হাঃ ৬৬২; ইমাম মুনযীরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৪৩৯ পৃষ্ঠায় এবং মুরতাদা যাবীদী ইতহাফুস সাদাতীল মুত্তাকীনের ১ম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤٩ـ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَحُلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ. (الصحيحة:٩٧٢)

৭৪৯. আবূ উমামা আল-বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে শুধু মৃত্যু। **(সহীহাহ্ হা. ৯৭২)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি অনুরূপ অর্থে সহীহার হাঃ ৯৭৫-তে পুনরুল্লেখ হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসটি অন্য লফজে একই অর্থে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের ৮ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায়; ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ হাঃ ১২০ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٥٠ـ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوْتُ لَيْلَةٍ. (الصحيحة:٦٤٤)

৭৫০. তামীম আদ্দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশ আয়াত পাঠ করবে তাকে সারা রাতের আনুগত্যের সওয়াব দেয়া হবে। **(সহীহাহ্ হা. ৬৪৪)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১০৩ পৃষ্ঠায়; ইমাম দারেমী তাঁর সুনান গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৬৪ পৃষ্ঠায়; ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ২১৩৯২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٥١ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. (الصحيحة:٦٤٣)

৭৫১. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশ আয়াত তিলাওয়াত করবে সে গাফিলদের দলভুক্ত হবে না এবং তাকে কানিতীন (আনুগত্যশীল) বলে লেখা হবে। (সহীহাহ্ হা. ৬৪৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয সুয়ূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদ-দুররুল মানসুরের ২য় খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ২১৩৯৩, ২১৪৫৯-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٥٢ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (الصحيحة:٢٣٦١)

৭৫২. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি ফজরের দু'রাকা'আত পড়েনি সূর্যোদয়ের পর সে যেন তা পড়ে নেয়। (সহীহাহ্ হা. ২৩৬১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হাঃ ৪২৩; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হাঃ ১১১৭; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ৬১৩ হাকিম আল-মুসতাদরাকের (১/২৭৪ ও ৩০৭); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৮৪)-এ আসিম ইবনু আমর এর সানাদে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে শাইখাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। আর তার বক্তব্যটি সঠিক। তবে ইমাম তিরমিযী হাদীসটির ইলালের দিকে ইশারা করেছেন।

٧٥٣ـ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعًا: اَلْمَرْءُ فِى صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَهَا. (الصحيحة:٢٣٦٨)

৭৫৩. জাবির (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। ব্যক্তিকে সলাতে ধরা হয় যতক্ষণ সে সলাতের অপেক্ষায় থাকে। (সহীহাহ্ হা. ২৩৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দ ইবনু হুমাইদ তাঁর **আল-মুনতাখাব** মিনাল মুসনাদ কিতাবের (১/১৩৭); হাম্মাদ ইবনু শু'আইব **আল-হিম্মানীর সানাদে** জাবির (রা.) থেকে মারফূ'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির **সানাদ যঈফ**। সানাদে আবুয্-যুবাইর নামক রাবীও রয়েছেন যিনি মুদাল্লিস এবং **হাদীসটি মুআন-আন** রিওয়ায়াত করেছেন। তা ছাড়া সানাদের হাম্মাদ নামক রাবী **যঈফ। ইয়াহয়া ইবনু** মাঈন তাঁকে যঈফ বলেছেন। তবে আমি (আলবানী) বলবো, **হাদীসটির মুতাবাআত** রয়েছে, যার একটি ইমাম আহমাদ (৩/৩৬৭)-তে রিওয়ায়াত **করেছেন। আর উক্ত** সানাদের রিজালগুলো সিকাহ রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا أَبُوْ الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : "جَهَّزَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ , أَوْ بَلَغَ ذٰلِكَ , ثُمَّ خَرَجَ ,فَقَالَ: قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَ أَنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَ هٰذِهِ الصَّلَاةَ , أَمَّا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا". قُلْتُ: وَهٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

٧٥٤- عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ سَلْمَانُ إِلٰى أَبِي الدَّرْدَاءِ : يَا أَخِيْ عَلَيْكَ بِالْمَسْجِدِ فَالْزَمْهُ . فَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ. (الصحيحة:٧١٦)

৭৫৪. আবূ উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা.) আবূদ-দারদা (রা.)-এর নিকট **লিখে পাঠালেন** যে, ভাই! মাসজিদের ব্যাপারে যত্নবান হও। **কেননা আমি নাবী** সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাসজিদ হলো প্রত্যেক মুত্তাকীর ঘর।

(সহীহাহ্ হা. ৭১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর **আল-মু'জামুল কাবীরের** ৬য় খণ্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায়; মুনযীরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা. ২০৩৪৯, ২২১০২৯ এবং ইমাম সুয়ূতী তাঁর দুররে মানসুরের ৩য় খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৫৫ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ لَا يَدَعُهُمَا. قَالَتْ: وَكَانَ يَقُوْلُ نِعْمَتِ السُّوْرَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ). (الصحيحة: ٦٤٦)

৭৫৫. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) সলাত আদায় করতেন এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকাত কখনোও ছাড়তেন না। আয়িশা (রা.) বলেন, আর তিনি বলতেন, কতইনা উত্তম এ দু' সূরা বা ফজরের পূর্বের দু' রাকাতে পড়া হয়: 'কূলহুয়াল্লাহু আহাদ' এবং 'কূল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন'। **(সহীহাহ্ হা. ৬৪৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাফিয ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থের হাদীস নং ১১১৪-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৫৬ـ عَنْ مَكْحُوْلٍ مَرْفُوْعًا: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ. (الصحيحة: ٢٧٢٣)

৭৫৬. মাকহুল মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদসমূহের দরজায় প্রস্রাব করতে নিষেদ করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৭২৩)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু শাইবা তাঁর তারীখে মাদীনার (১/৩৬)-তে ইবনু জাবিরের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। তবে হাদীসটি মুরসাল। কেননা, মাকহুল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেন নি। কারণ তিনি তাবেঈ। তবে আবূ মিজলায এর মুরসাল এটির শাহেদ এবং এই উভয় হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর 'আল মারাসীলের' ৩ ও ১৪ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

٧٥٧- عَنْ مِخْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ، فَأَطْلَقَهُ، أَوْ نَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ. (الصحيحة:٢٣٨٦)

৭৫৭. মিখওয়াল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনার একজন ব্যক্তি আবূ সাঈদ নামক ব্যক্তি থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুক্ত দাস আবূ রাফি'কে দেখলাম তিনি হাসানকে (চুলে বেনী বেঁধে) সলাত আদায় করতে দেখলেন অত:পর তিনি (গিয়ে) তা খুলে দিলেন, কিংবা (তাকে) এ কাজ থেকে নিষেধ করলেন। আর বললেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুলে খোঁপা বেঁধে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৩৮৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৩২৩); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৮ ও ৩৯১)-তে; দারেমী তাঁর মুসনাদের (১/৩২০)-তে মিখওয়ালের সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী তবে আবূ সা'দ আল-মাদানী এমনটি নয়। হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٧٥٨- عَنْ أَنَسٍ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيحة:١٦٧٠)

৭৫৮. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাতে দুই হাঁটু উঠিয়ে নিতম্বের উপর ভর করে বসা এবং দু' হাঁটুর উপর হাত রাখাকে নিষেধ করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ১৬৭০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৩/২৩৩); আস্-সিরাজ তাঁর মুসনাদের (৪/৭৩/১); ইয়াহয়া আস্-সালেহীনের সূত্রে আনাস থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তাঁরা উভয়েই সিকাহ্ এবং মুসলিমের রাবী সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

٧٥٩- عَنْ عَلِيٍّ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. (الصحيحة:٢٠٠)

৭৫৯. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পর সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন তবে আকাশে সূর্য থাকলে আদায় করতে পারবে। (সহীহাহ্ হা. ২০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানের (১/২০০); নাসাঈ তাঁর সুনানের (১/৯৭); ইবনু হাযম মুহাল্লার (৩/৩১); আবূ ইয়া'লা মুসনাদের (১/১১৯); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ৬২১; ইবনু জারূদ আল-মুনতাকা এর হাঃ ২৮১; বাইহাকী (২/৪৫৮); তায়ালেসী (১/৭৫); আহমাদ (১/১২৯, ১৪১); মাহামেলী তাঁর আল-আমালীর (১/৯৫/৩) এবং দিয়া الأحاديث المختارة-এর (১/২৫৮-২৫৯)-তে আলী (রা.)-এর সূত্রে মারফূআন উল্লেখ করেছেন।

٧٦٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلَ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ. (الصحيحة:١١٦٨)

৭৬০. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকের (ন্যায়) ঠোকর (দিয়ে সিজদা করা) থেকে হিংস্র পশুর ন্যায় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া থেকে এবং উটের ন্যায় মাসজিদে বসতি করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ১১৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানের (১/১৩৮); নাসায়ী তাঁর সুনানের (১/১৬৭); ইমাম দারেমী তাঁর মুসনাদের (১/৩০৩); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৪৩৭); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (১/১৪২/১); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ৪৭৬; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২২৯) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৪২৮-৪৪৪)-তে জাফর ইব্নু আব্দুল্লাহর সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

Contents

٧٦١- عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَجَبَ الْخُرُوْجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ. يَعْنِىْ فِى الْعِيْدَيْنِ. (الصحيحة:٢٤٠٨)

৭৬১. আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আল-আনসারীর বোন রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, দু' ঈদে প্রত্যেক কমরবন্ধনীর (নারীর ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) ঘর থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। (সহীহাহ্ হা. ২৪০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাউদ আত্-তয়ালেসী তাঁর মুসনাদের (১/১৪৬); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৫৮)-তে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর থেকে আবূ নু'আঈম তাঁর 'আল-হিলয়া' এর (৭/১৬৩)-তে; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/৩০৬) এবং খতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৪/৬৩); তলহা ইবনু মুসাররিফ এর সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী।

٧٦٢- عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ مِنْ بَنِىْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نُوْدِيَ بِالصُّبْحِ فِىْ يَوْمٍ بَارِدٍ وَ أَنَا فِىْ مُرْطِ امْرَأَتِىْ ، فَقُلْتُ : لَيْتَ الْمُنَادِيْ يُنَادِيْ وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ ، فَنَادَى مُنَادِيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ. (الصحيحة:٢٦٠٥)

৭৬২. আদী ইবনু কা'ব গোত্রের নু'আঈম ইবনু নাহাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন (ভীষণ) শীতে (এর রাতে) ফজরের আযান দেয়া হলো। আমি তখন আমার স্ত্রীর চাদরে (শুয়ে) ছিলাম। তখন আমি (মনে মনে) বললাম, আহ্বানকারী যদি এ ঘোষণা দিত যে, (জামাতে না এসে) ঘরে সলাত আদায় করলে কোন ক্ষতি নেই (তবে খুবই ভালো হত)! অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুয়াযযিন ঘোষণা করলেন যে, (আজকে জামাতে না এসে) ঘরে সলাত আদায় করলেও চলবে। (সহীহাহ্ হা. ২৬০৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসনাদের (২/৫/২)-তে খালিদ ইবনু মাখলাদের সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ আযীয। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৩৯৮)-তে ইবনু আবী উয়াইস এর তরীকে উল্লেখ করেছেন এবং এক্ষেত্রে আওযায়ী তাঁর মুতাবাআত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজর বলেছেন, হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক সহীহ সানাদে তাঁর আল-মুসান্নাফের হা: ১৯২৬-তে উল্লেখ করেছেন।

٧٦٣ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ وَقَدِمَتْ عِيْرٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَوْتَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ؛ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِي نَاراً. فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِماً) [الجمعة:] ، وَقَالَ: فِي الْاِثْنَيْ عَشَرَ الَّذِيْنَ ثَبَتُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ. (الصحيحة:٣١٤٧)

৭৬৩. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের মাঝে জুমু‘আর খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় মাদীনায় একটি অভিযাত্রী দল আগমন করল; তখন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ সেদিকে দৌঁড়ে গেলেন এমনকি ১২ জন লোক ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি পর্যায়ক্রমে চলে যেতে এবং তোমাদের কেউ এখানে না থাকত তবে এ উপত্যকা আগুনে ভেসে যেত। অত:পর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, “তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়।” (সূরা: আল-জুমু‘আহ: ১১)। বর্ণনাকারী বলেন, যে ১২ জন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন তাঁদের মাধ্যে ছিলেন– আবূ বাকার ও উমার (রা)। (সহীহাহ্ হা. ৩১৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আবূ জাফর আত্-তাহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারের ৪র্থ খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায়; হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাঃ ২৪০১৮; হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদ্দুররুল মানসুরের ১ম খণ্ডের ২০২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٦٤ـ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ [يَعْنِى اِبْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ] : [قَوْمٌ] عُكُوْفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِىْ مُوْسَى لَا تُغَيِّرُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ: لَا تَنْهَاهُمْ)؟! وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَعَلَّكَ نَسِيْتَ وَحَفِظُوْا، أَوْ أَخْطَأْتَ وَأَصَابُوْا . (الصحيحة:٢٧٨٦)

৭৬৪. আবূ ওয়িল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)-কে বললেন, লোকেরা আপনার বাড়ি এবং আবূ মূসার বাড়ির মাঝে ইতিকাফ করছে আপনি তাদেরকে নিষেধ করছেন না কেন?! অথচ আমি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন মাসজিদেই কেবল ইতিকাফ করতে হবে! অত:পর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (তাকে) বললেন, সম্ভবত আপনি ভুলে গেছেন আর তারা মুখস্ত রেখেছে কিংবা আপনি ভুল করছেন আর তারা সঠিক করছে।

(সহীহাহ্ হা. ২৭৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইসমাঈলী তাঁর আল-মু'জামের (২/১১২)-এ তাঁর শায়েখ আল আব্বাস ইবনু আহমাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর বাইহাকী তাঁর সুনানের (৪/৩১)-তে মুহাম্মদ ইবনু আদমের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ্। শরহু মুশকিলিল আসার (৪/২০) এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের (৪/৩৪৮, ৮০১৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

٧٦٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ مَرْفُوعًا: لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا. (الصحيحة:٢٤١٨)

৭৬৫. যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ো না (বরং) ঘরে (কিছু নফল) সলাত আদায় কর। **(সহীহাহ্ হা. ২৪১৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদের (৪/১১৪, ৫/১৯২) ইবনু নসর কিয়ামুল লাইলের ৩০ পৃষ্ঠায় একাধিক সূত্রে আব্দুল মালিক ইবনু আবূ সুলাইমানের থেকে যায়িদ ইবনু খালিদ থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান হাঃ ৬৩৫। আমি (আলবানী) বলব, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٧٦٦- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ [عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ] لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ. (الصحيحة:١٠٠١)

৭৬৬. সালিম (র) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যিক্র কিংবা সলাতের উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা মাসজিদকে যাতায়াতের পথ বানিয়ো না। **(সহীহাহ্ হা. ১০০১)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু আবী সাবিত তাঁর حديثة নামক কিতাবের (১/১২৬/১)-তে আহমাদ ইবনু বাকর আল-বালেসীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী তাঁর আল-কাবীরের (৩/১৯৪/২); আল-আওসাতের (২/২০)-তে 'মাজমাউল বাহরাইন' থেকে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (২/৩৯/১২)-তে ভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব, সানাদটি হাসান এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

٧٦٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. (الصحيحة:٩٨٠)

৭৬৭. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা অন্যান্য রাতের মাঝে শুধু জুমু'আর রাতকে সলাতের জন্য নির্ধারণ করো না এবং অন্যান্য দিনের মধ্যে শুধু জুমু'আর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্ধারণ করো না। তবে হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, পূর্বে থেকে সে এ দিনে সিয়াম পালন করত তাহলে কোন সমস্যা নেই। **(সহীহাহ্ হা. ৯৮০)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের কিতাবুস সিয়ামের ২৪ নং অধ্যায়ের হা. ১৪৮; বাইহাকী তাঁর সুনান গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায়; সাহেবে মিশকাত তাঁর মিশকাত শরীফের হা. ২০৫২; ইমাম মুহীউস সুন্নাহ বাগাভী মাসাবীহুস সুন্নাহের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা. ২৩৯০৮, ২৩৯২৮ এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا: لَا تُصَلُّوْا إِلٰى قَبْرٍ وَلَا تُصَلُّوْا عَلٰى قَبْرٍ. (الصحيحة:١٠١٦)

৭৬৮. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা কোন কবরের দিকে মুখ করে কিংবা কবরের উপর সলাত আদায় করো না।
(সহীহাহ্ হা. ১০১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (২/১৪৫/৩); আব্দুল্লাহ ইবনু বাইসানের সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। দিয়া তাঁর আল-আহাদীসুল মুখতারাহ এর (২/৬২/৬৫)-তে তাবারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস (রা.) থেকে হাদীসটির দুটি শাহেদ পাওয়া যায়।

٧٦٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَلُّوْا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلٰى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلُّوْا بَيْنَ ذٰلِكَ مَا شِئْتُمْ. (الصحيحة:٣١٤)

৭৬৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের

সময় (কোন) সলাত আদায় করবে না। কেননা, সূর্য শয়তানের শিং-এর উপর উদিত হয় ও অস্ত যায়। তবে এর মধ্যবর্তী সময়ে যত ইচ্ছা সলাত আদায় কর। (সহীহাহ্ হা. ৩১৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (২/২০০)-তে মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমাইরের সানাদে আনাস ইবনু মালিক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বায্যার হাদীসটি তাঁর মুসনাদের (১/২৯৩/১৬১৩)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী তবে উসামা ইবনু যায়িদের হিফজ নিয়ে কালাম রয়েছে।

٧٧٠ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا غِرَارَ فِيْ صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيْمٍ. (الصحيحة:٣١٨)

৭৭০. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সলাত এবং সালাম ফিরানোতে কোন ত্বরা নেই। (সহীহাহ্ হা. ৩১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৯২৮; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২৬৪) এবং দু'জনেই হাদীসটি ইমাম আহমাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। যা তিনি তাঁর মুসনাদের (২/৪৬১)-তে উল্লেখ করেছেন। তহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারের (২/২২৯)-তে আব্দুর রহমান ইবনু মাহদীর তরীকে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

٧٧١ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَظَنَّ عَبْدُ اللهِ أَنَّ ذٰلِكَ مِنْ مُوْجِدَةٍ مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيْ فَتَرُدُّ عَلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْكَ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذٰلِكَ مِنْ مُوْجِدَةٍ عَلَيَّ فَقَالَ: لَا وَلٰكِنَّا نُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالْقُرْاٰنِ وَالذِّكْرِ. (الصحيحة:٢٣٨٠)

৭৭১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত আদায়রত অবস্থায় তাঁকে সালাম করতেন, তিনি তার এ সালামের উত্তর দিতেন। অত:পর ইবনু মাসউদ (একদিন) তাঁকে সালাম করলেন তিনি তখন সলাত আদায় করছিলেন। তিনি তার (সালামের) উত্তর দিলেন না। (ফলে) আব্দুল্লাহ মনে করলেন। তিনি হয়ত এমনটি রাগের কারণে করেছেন। অত:পর তিনি সলাত শেষ করলে আব্দুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পূর্বে সলাতরত অবস্থায় আপনাকে সালাম করলে আপনি তার উত্তর দিতেন (কিন্তু আজ আপনি আমার সালামের উত্তর দেন নি) আমি ধারণা করেছি যে, আপনি রাগের কারণে এমনটি করেছেন। অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না (রাগের কারণে নয়) বরং কুরআন এবং যিক্র ব্যতীত সলাতে কথা বলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।' **(সহীহাহ্ হা. ২৩৮০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/৬৫/৩)-তে মুহাম্মদ ইবনু শু'আইবের সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সকল রাবী সিকাহ এবং হাদীসটি সহীহ। হাদীসটির একটি শক্তিশালী শাহেদ রয়েছে যা মুসলিম আবূ দাউদ হা: ৮৫৭ এবং অন্যান্য সুনানের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

٧٧٢ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَافِظُ عَلٰى صَلَاةِ الضُّحٰى إِلَّا أَوَّابٌ. وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ.

(الصحيحة: ٧٠٣، ١٩٩٤)

৭৭২. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। 'আওয়্যাব' ব্যতীত চাশতের সালাতের সমকক্ষ নেই। তিনি বললেন, তা হল, সালাতুল আওয়্যাবীন।

(সহীহাহ্ হা. ৭০৩, ১৯৯৪)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের হা. ৭৫৮; আওসাতের হা. ৪০১১ এবং ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হা. ১২২৪ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসের শব্দগুলো তাঁর। সহীহ আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা. ৬৭৩।

٧٧٣- عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ نَافِعٍ قَالَ: رَآنِى أَبُوْ بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِى صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى حِيْنَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ فَعَابَ عَلَيَّ ذٰلِكَ وَنَهَانِى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُصَلُّوْا حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ. (الصحيحة:٣٠٤١)

৭৭৩. সাঈদ ইবনু নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী আবূ বাশীর আনসারী (রা.) একদিন সূর্যোদয়ের সময় আমাকে চাশতের সলাত আদায় করতে দেখে তিরস্কার করলেন এবং (ভবিষ্যতে এমনটি করতে) আমাকে নিষেধ করলেন। এরপর বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে (কোন) সলাত আদায় করবে না। কেননা সূর্য্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে উদিত হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩০৪১)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায়; তাবারানী তাঁর মুজামে কাবীরের ৮ম খণ্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয্-যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায়; হাফিয ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১০, ১৬ পৃষ্ঠায়; ইবনু হাজার আল-আসকালানী আল-মাতালিবুল আলিয়ায়ের ৩০৫, আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা. ১৯৬১৬, ১৯৬১৭ এবং তহাবী তাঁর শরহু মা'আনিল আসারের ১ম খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٧٤- عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِىْ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِيْنَ انْصَرَفَ، قَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ. وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ. يَعْنِىْ فِىْ صَلَاةِ الْعِيْدِ. (الصحيحة:٢٩٩٧)

৭৭৪. ওদ্বীন ইবনু আতা থেকে বর্ণিত যে, কাসিম আবূ আব্দুর রহমান তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার নিকট রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) আমাদেরকে ঈদের সলাত আদায় করালেন এবং সলাতে চারটি চারটি করে তাকবীর বললেন, অত:পর সলাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা ভুলে যেওনা যে, (দুই ঈদের সলাতের তাকবীর) জানাযার তাকবীরের অনুরূপ এবং তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলকে সঙ্কুচিত করে রাখলেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৯৭)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তহাবী তাঁর শরহু মা'আনিল আসারের (৪/৩৪৫)-তে দুটি তরীকে আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং সানাদের সকলেই ভালো বর্ণনায় প্রসিদ্ধ। হাদীসটির আরো তুরুক রয়েছে যা ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/১৭৪); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/২৯১)-তে মা'বাদ ইবনু খালিদ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٧٧٥ـ عَنْ أَبِـىْ ذَرٍّ: أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ. [إِلَّا بِمَكَّةَ]. (الصحيحة: ٣٤١٢)

৭৭৫. আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা কা'বার দরজার আংটা ধরে বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আসরের সলাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত (আর) কোন সলাত নেই এবং ফজরের সলাতের পর (ও) সূর্যোদয় পর্যন্ত (আর) কোন সলাত নেই। তবে মক্কা ব্যতীত! তবে মক্কা ব্যতীত!! তবে মক্কা ব্যতীত!!!

(সহীহাহ্ হা. ৩৪১২)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর 'সালাতুল মুসাফির'-এর অধ্যায় নং ৫১ ও হাদীস নং ২৮৮-তে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নাসাঈ সুনানে (১/২৭৮); ইবনু মাজাহ হা. ২১৪৯; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (১/২১, ২/১৭৮); ইমাম বাইহাকী তাঁর 'সুনানে কুবরার' (২/৪৬১, ৪৬২), (৮/৩০); হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদের (২/২২৬, ২২৮)-তে; যাইলাঈ নাসবুর রায়াহর (১/২৫৫) এবং আবূ দাঊদ সুনানের باب التطوع-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٧٦ـ عَنْ أَبِىْ قُتَيْلَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِى النَّاسِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ؛ فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ، وَأَقِيْمُوْا خَمْسَكُمْ، وَأَعْطُوْا زَكَاتَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيْعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ؛ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. (الصحيحة:٣٢٣٣)

৭৭৬. আবূ কুতাইলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্বের দিন লোকদেরকে মাঝে (খুবার উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, (হে লোকসকল!) আমার পরে আর কোন নাবী আসবে না এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মত আসবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কায়েম কর, তোমাদের (সম্পদের যাকাত) দাও। (রমযান মাসের) তোমরা রোযা রাখ এবং তোমাদের শাসকদের (আদেশ নিষেধের) অনুসরণ কর তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(সহীহাহ্ হা. ৩২৩৩)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর 'কিতাবুল ইমারত'-এর ৪৪ অধ্যায়ে; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (১/১৮১, ১৮৩, ২১২, ২৯৭), (৩/৩২), (৫/২৭৮, ৩৯৬); হাফিয হাইসামী তাঁর 'মাজমাউয্ যাওয়াইদ' (১/১৬৯)-তে; তিরমিযী হা. ৩৭২৪; বাইহাকী তাঁর 'সুনানে' (৮/১৪৪); তাবারানী তাঁর আল-'মু'জামে কাবীর' (৮/১৬৩) এবং মুরতাদা যাবীদী ইতহাফুস্ সাদাতিল মুত্তাক্বীনের (২/২০২)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٧٧ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ. فَتَفَلَ فِى الْقِبْلَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ لِلنَّاسِ. فَلَمَّا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ؛ أَرْسَلَ إِلَى آخَرَ. فَأَشْفَقَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ.

فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ فِيَّ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنَّكَ تَفَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ فَآذَيْتَ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ. (الصحيحة:٢٣٧٦)

৭৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের যুহর সলাতের ইমামতী করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি সলাতের ইমামতীকালে কিবলার দিকে থুথু ফেললেন। আসরের সলাতের সময় হলে তিনি (ইমামতীর) জন্য অন্য একজন লোককে পাঠালেন। ফলে প্রথম ব্যক্তি ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ব্যাপারে কিছু নাযিল হয়েছে কি? তিনি বললেন, না, তবে তুমিতো লোকদের সলাতের ইমামতীকালে তোমার সামনে থুথু ফেলেছ। তুমি আল্লাহ এবং ফেরেশতাকূলকে কষ্ট দিয়েছ। **(সহীহাহ্ হা. ২২৭৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আল্লামা নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি সমর্থক অর্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

٧٧٨ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ أَحَدٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَّا مُنَافِقٌ. (الصحيحة:٢٥١٨)

৭৭৮. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মাসজিদে অবস্থানকালে আযান শুনবে এবং বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবে এবং ফিরে আসবে না সে অবশ্যই মুনাফিক। **(সহীহাহ্ হা. ২৫১৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতে (১/২৭/১) উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে আবূ নুআইম তাঁর 'সিফাতুন নিফাক' কিতাবের (১/২৯)-এ আলী ইবনু সাঈদ থেকে মারফূআন উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটির সকলেই সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী তবে রাজী মুতাকাল্লিম ফী রাবী। আবূ দাউদ তাঁর মারাসীলের (২৫/৮৪); ইমাম দারেমী তাঁর সুনানের (১/১১৮); ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের রিওয়ায়াত করেছেন (৩/৫৩); তাছাড়া ইরওয়াউল গলীল (১/২৬৩/২৪৫); সহীহ আবূ দাউদ হা: ৫৪৭-তে হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

٧٧٩- عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِىْ اَلَّذِىْ كَانَ يَسْكُنُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَنَّهُ مَكَثَ فِىْ طَلَبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ قَالُوْا: قَدْ سَافَرَ إِلٰى مَكَّةَ، فَاتَّبَعَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ سَارَ إِلٰى الطَّائِفِ، فَاتَّبَعَهُ، فَوَجَدَهُ فِىْ مَزْرَعَةٍ يَمْشِىْ مُخَاصِرًا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْقُرَشِيُّ يَزِنُ بِالْخَمَرِ، فَلَمَّا لَقِيْتُهُ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ، قَالَ: مَا غَدَا بِكَ الْيَوْمَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَرَابَ الْخَمَرِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَانْتَزَعَ الْقُرَشِيُّ يَدَهُ ثُمَّ ذَهَبَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِىْ فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا. (الصحيحة:٧٠٩)

৭৭৯. ইবনুদ দাইলামী (যিনি বাইতুল মাকদিসের অধিবাসী ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাক্ষাতের অপেক্ষায় মাদীনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি তার (আব্দুল্লাহ) সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন? লোকেরা বলল, তিনি তো মক্কার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়েছেন। অত:পর তিনি (তার খোঁজে) পিছনে পিছনে রওনা হলেন। তিনি আব্দুল্লাহকে তায়েফ অভিমুখে চলতে দেখে তার পিছনে চলতে চলতে তাঁকে গিয়ে এক শষ্যক্ষেতে পেলেন তিনি (আব্দুল্লাহ) তখন জনৈক কোরাইশী ব্যক্তির কোমর আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। আর কোরাইশী ব্যক্তি মদ ওযন করছিল। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমার সালামের উত্তর নিলেন। (এবং) বললেন, দিন কিভাবে কাটল? এবং কোথা থেকে এসেছ? আমি তার (সকল কথার) উত্তর দিলাম। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আব্দুল্লাহ ইবনু আমর! আপনি কি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

কে মদ পান সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (একথা বলার পর) জনৈক কোরাইশী ব্যক্তি তাঁর হাতকে (তার কোমড় থেকে) সরিয়ে ফেলল। অত:পর আব্দুল্লাহ বললেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি (এক চুমুক) মদ পান করবে ৪০ দিন পর্যন্ত তার ফজরের সলাত কবুল করা হবে না।
(সহীহাহ্ হা. ৭০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের (২/১৯৭) এবং হাফিজ ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে হা: ৭৯৩৯-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে অনুরূপ অর্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাওয়াহিদ ও মুতাবাআত রয়েছে।

٧٨٠- عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيِّ الْحَنَفِيْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا. (الصحيحة: ٢٥٣٦)

৭৮০. তালক্ ইবনু আলী আল-হানাফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ঐ বান্দার সলাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না; যে সলাতের রুকু ও সেজদার মাঝে মেরুদণ্ডকে সোজা করে না। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২২)-এ ওকী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ তার মুতাবাআত করেছেন। হাদীসটি ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ৫৯৩ ও ইবনু হিব্বান হা: ৫০০-এ উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সানাদে মুসলিম নামক রাবী রয়েছেন যিনি সর্বসম্মতিক্রমে সিকাহ্ ও তাঁর রিওয়ায়াত ইকরিমার রিওয়ায়াত থেকে উত্তম।

٧٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعاً: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم فَيَنْقُرُ عِنْدَ عِجَانِهِ، فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً؛ [أَوْ يَجِدَ رِيْحاً].
(الصحيحة: ٣٠٢٦)

৭৮১. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। শয়তান তোমাদের নিতম্ব ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্তী স্থানে এসে ঠোকর দেয়। সুতরাং

আওয়াজ শোনার পূর্বে বা বায়ু বের হওয়ার পূর্বে কেউ যেন সলাত না ভাঙ্গে। (সহীহাহ্ হা. ৩০২৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ বাকর আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী আন-নাইসাবুরী তার আসসুনানুল কুবরার ২য় খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায়; হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল গ্রন্থে হাদীস নং ১২৭০ এবং হাফিয ইবনু আবী হাতিম আররাযী তাঁর ইলালুল হাদীসে ১৯৬৯ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٢ـ عَنْ أَبِىْ فَاطِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا فَاطِمَةُ! أَكْثِرْ مِنَ السُّجُوْدِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهَا دَرَجَةً (فِى الْجَنَّةِ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً) . (الصحيحة:١٥١٩)

৭৮২. আবূ ফাতেমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে ফাতেমা! বেশি বেশি সিজদা কর। কেননা মুসলমান যখন সিজদা করে তখন আল্লাহ এর বিনিময়ে জান্নাতে তার মর্যাদা বুলন্দ করেন এবং তার একটি গুনাহ্ ক্ষমা করেন।

(সহীহাহ্ হা. ১৫১৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৪২৮) এবং ইবনু সা'দ তাঁর আত্-তবাকাত এর (৭/৫০৮)-তে ইবনু লাহিয়ার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: কাসীর নামক রাবী ব্যতীত সানাদের সকলেই সিকাহ।

٧٨٣ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ عَلٰى خُمْرَةٍ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! اِرْفَعِىْ عَنَّا حَصِيْرَكِ هٰذَا، قَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ يَفْتِنُ النَّاسَ. (الصحيحة:٩٣)

৭৮৩. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করলেন। (সলাত শেষে) বললেন, আয়িশা! আমার নিকট থেকে তোমার এ চাটাইকে উঠিয়ে নাও কেননা এর কারণে লোকেরা ফেতনায় পড়বে বলে আমি আশঙ্কা করছি।

(সহীহাহ্ হা. ৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/২৪৮)-তে উসমান ইবনু উমার-এর সূত্রে আয়িশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইবনু খুযাইমা তার সহীহর (২/১০৫/১০১১) সিরাজ তার মুসনাদের (১/১০৩) এ অন্য সূত্রে উসমান ইবনু উমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। হাইসামী বলেন: (২/৫৬) এর সকল রাবী সহীহাইনের রাবী।

٧٨٤ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَتَى النِّسَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عَقْلٍ قَطُّ أَوْ دِيْنٍ أَذْهَبَ لِقُلُوْبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُنَّ، وَإِنِّيْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَعْتُنَّ. وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ... فَسَاقَ الْحَدِيْثَ، فَقَالَتْ: فَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعُقُوْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِكُنَّ؛ فَالْحَيْضَةُ الَّتِيْ تُصِيْبُكُنَّ؛ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ لَا تُصَلِّيْ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ عُقُوْلِكُنَّ؛ فَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ. (الصحيحة: ٣١٤٢)

৭৮৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত শেষ করে মসজিদে মহিলাদের নিকট এসে তাদের নিকট অবস্থান করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে নারী সমাজ! দান-সদকা কর, কারণ যারা বুদ্ধি ও দ্বীনদারীতে অপূর্ণ, এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোন একজন অপেক্ষা অধিক হরণ করতে পারে, তা আমি দেখিনি। আর আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজেরই হবে। তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। নারী সমাজের মাঝে ইবনু মাসউদের স্ত্রীও ছিল। অত:পর আবূ হুরাইরা পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করলেন। ইবনু মাসউদের স্ত্রী বলল, আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কী ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, তোমাদের দ্বীনী অপূর্ণতা হলো, তোমরা নারীরা ঋতুবর্তী হও এবং আল্লাহর ইচ্ছামতো অপেক্ষা করতে থাক এবং সলাত আদায় করতে পার না। আর তোমাদের নারী বুদ্ধির অপূর্ণতা হলো, তোমাদের নারীদের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক। (সহীহাহ্ হা. ৩১৪২)

হাদীসটি সহীহ।

হাফিয ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদ গ্রন্থ ৩য় খণ্ডের ৩২৬ পৃষ্ঠায়; তিরমিযী তাঁর সুনানে ৬৩৫; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে ২৪৬৩; খাতীবে তাবরীযী তাঁর মিশকাতুল মাসাবীহে হাঃ ১৮০৮; নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ-এর ৩য় খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ৪৫ ও ৭৭-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٥ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيَقُوْلُ : يَا بَنِيْ اٰدَمَ قُوْمُوْا فَأَطْفِئُوْا عَنْكُمْ مَا أَوْقَدْتُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ . فَيَقُوْمُوْنَ فَيَتَطَهَّرُوْنَ فَتَسْقُطُ خَطَايَاهُمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ ، وَيُصَلُّوْنَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تُوْقَدُوْنَ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الْأُوْلٰى نَادٰى: يَا بَنِيْ اٰدَمَ قُوْمُوْا فَأَطْفِئُوْا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ ، فَيَقُوْمُوْنَ فَيَتَطَهَّرُوْنَ وَ يُصَلُّوْنَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ ، فَيَنَامُوْنَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: فَمُدْلِجٌ فِيْ خَيْرٍ وَمُدْلِجٌ فِيْ شَرٍّ .(الصحيحة:٢٥٢٠)

৭৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক সলাতের সময় একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে, হে বনী আদম! তোমাদের জন্য যে আগুন জ্বালানো হয়েছে তা তোমরা নিভিয়ে ফেল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে যায় এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে ফলে তাদের সকল (সগীরাহ গোনাহ) তাদের চোখসমূহ থেকে ঝরে পড়ে। এরপর তারা সলাত আদায় করে। অত:পর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী

তাদের পাপরাশী ক্ষমা করে দেয়া হয়। এরপর পুনরায় আগুন জ্বালানো হয়। আহ্বানকারী যদি ফজরের সলাতের সময় আহ্বান করে তাহলে সে (এ আহবানে) বলে, হে বনী আদম! তোমাদের জন্য যে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তা তোমরা নিভিয়ে ফেল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে যায় এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে। এরপর তারা সলাত আদায় করে, এভাবে ফজর ও যুহরের মধ্যকার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যখন সে আসরের সলাত আদায় করে তদ্রুপ হয়, এরপর যখন সে মাগরিবের সলাত আদায় করে তখন তদ্রূপ হয়। এরপর যখন সে ঈশার সলাত আদায় করে, তখন তদ্রূপ হয় তারপর সলাত আদায়কারীগণ কল্যাণের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকে, আর সলাত বর্জনকারীগণ অকল্যাণের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকে।

(সহীহাহ্ হা. ২৫২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/৬৯/২)-এ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে আবূ নুআঈম তাঁর আল-হিলয়ার (৪/১৮৯)-এ হাসান ইবনু আলী আল-মা'মারীর সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: প্রথম সানাদটি হাসান। আইয়ূব ইবনু হাসসান ব্যতীত বাকি সকল রাবীই সিকাহ পরিচিত ও 'তাহযীবুত তাহযীব' এর রাবী। আবূ হাতিম তাকে সালিহুল হাদীস বলেছেন। হাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে হাদীসটির মুতাবাআত বিদ্যমান।

٧٨٦ـ عَنْ أَبِى ذَرٍّ مَرْفُوْعًا: يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى. (الصحيحة: ٥٧٧)

৭৮৬. আবূ যার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি করে সদকা রয়েছে। কাজেই প্রত্যেকবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা একটি সদকা, প্রত্যেকবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদকা। প্রত্যেকবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সদকা, প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলা একটি সদকা, আমর বিল মা'রূফ (সৎকাজের আদেশ) একটি সদকা, নাহী অনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) একটি সদকা। তবে চাশতের দুই রাকাত সালাত আদায় করা এসবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (সহীহাহ্ হা. ৫৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

Contents

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর সালাতুল মুসাফিরে ৮৪; আবূ দাউদ সুনানে ১২৮৯; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরার ৩য় খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায়; মুহীউসসুন্নাহ বাগাবী মাসাবীহুসসুন্নাহ'র ৪র্থ খণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠায়; সাহেবে মিশকাতুল মাসাবীহ ২৩১১; মুরতাদা যাবীদী ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন-এর ৩য় খণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায়; ৫ম খণ্ড ১৬, ১৬৯ পৃষ্ঠায়; মুনযিরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ১ম খণ্ড ৪৬১ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম নববী তাঁর আল-আযকার ১৮-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَعْجِبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّيْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

(الصحيحة: ٤١)

৭৮৭. উক্ববা ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: তোমার রব্ব খুশি হন সেই ছাগল চালকের উপর যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং সালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখো যে আযান দেয় এবং সালাত ক্বায়িম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম। **(সহীহাহ্ হা. ৪১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সালাতুস্ সফর এর হা: ১২০৩; নাসাঈ 'আযানের' (৯/১০৮) এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা. ২৬০-তে ইবনু ওহাব এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ এবং আবূ 'আয়িশা ব্যতীত সানাদের সকলেই সিকাহ।

٧٨٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوْعاً: يُكْتَبُ فِيْ كُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيْرُ الرَّجُلُ [بِيَدِهِ] فِيْ صَلَاتِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ؛ كُلُّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٌ.

(الصحيحة: ٣٢٨٦)

৭৮৮. ওকবা ইবনু আমির (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। ব্যক্তি তার সলাতে যতবার তার হাত দ্বারা ইশারা করে, তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয়। প্রত্যেক আঙ্গুলিতে একটি নেকী। (সহীহাহ্ হা. ৩২৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল নামক গ্রন্থে ১৯৮৮০-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٩ـ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُوْنُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ سَنَةً (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً). ثُمَّ يَكُوْنُ خَلْفٌ يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُوْ تَرَاقِيَهُمْ. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ. (الصحيحة: ٣٠٣٤)

৭৮৯. আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ৬০ বছর পর এমন এক প্রজন্ম জন্ম নেবে যারা (সলাত নষ্ট করবে, এ বলে এ আয়াত পাঠ করেন) "যারা সলাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" অত:পর এমন এক প্রজন্ম জন্ম নেবে যারা কুরআন পাঠ করবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আর তিন শ্রেণির লোক কুরআন পাঠ করবেঃ মু'মিন, মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। (সহীহাহ্ হা. ৩০৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায়; হাফিয হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের ২য় খণ্ডের ৩৭৪ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ খণ্ডের ৫৪৭ পৃষ্ঠায়; হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী আদ্দুরুল মানসুরের ৪র্থ খণ্ডের ২৭৩ ও ২৭৭ পৃষ্ঠায়; ইবনু কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া'র ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায়; এবং তাফসীর গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৩৯ পৃষ্ঠায় এবং বাইহাকী তাঁর দালাইলুন নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

-: চতুর্থ অধ্যায় :-

اَلْأَضَاحِيْ وَالذَّبَائِحُ وَالْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ وَالْعَقِيْقَةُ وَالرِّفْقُ بِالْحَيَوَانِ

কুরবানী-যবেহ, খাদ্য, পানীয়, আকীকা এবং জীবের সঙ্গে দয়া করা প্রসঙ্গ

٧٩٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَتَانِـيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيْهَا. (الصحيحة: ٨٣٩)

৭৯০. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "একদিন আমার নিকট জিবরাঈল আগমন করে বলল, হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আল্লাহ লা'নত করেছেন মদের উপর, এর প্রস্তুতকারীর উপর, মদ যে পান করে তার উপর, যে তা বহন করে তার উপর, যার নিকট পরিবেশন করা হয় তার উপর, এর বিক্রয়কারীর উপর, ক্রয়কারীর উপর, যে মদ পান করায় তার উপর এবং যে মদ চেয়ে নেয় তার উপর। (সহীহাহ্ হা. ৮৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি উপরোক্ত শব্দে রিওয়ায়াত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বাইহাকী সুনানে কুবরাতে ৮ম খণ্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মু'জামে কাবীরের ১২শ খণ্ডের ২৩৩, ২৩৪ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী কানযুল উম্মালের ১৩১৯০, ১৩১৯১, ১৩২৫৬; যাইলাঈ নসবুর রায়াহর ৪র্থ খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম তহাবী শরহু মুশকিলিল আসারে ৪র্থ খণ্ডের ৩০৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٩١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ . (الصحيحة:٢٧٩٨)

৭৯১. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মদ থেকে দূরে থাক কেননা মদ সকল মন্দের চাবিকাঠি। (সহীহাহ্ হা. ২৭৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তার 'আল-মুসতাদরাকে'র (৪/১৪৫)-তে উল্লেখ করেছেন। আর তার থেকে বাইহাকী তার শু'য়াবের (২/১৫০/২); নুআঈম ইবনু হাম্মাদের তরীকে ইবনু আব্বাস থেকে মারফূআন উল্লেখ করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। আর যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থন করেছেন। এছাড়া হাদীসটি ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৫৩২৪; আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৭০১; দারাকুতনী তাঁর সুনানের (৪/২৫৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

٧٩٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوْا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوْا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيْقَةِ. فَإِذَا حَلَقُوْا رَأْسَ الصَّبِيِّ، وَ ضَعُوْهَا عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِجْعَلُوْا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوْقًا.

(الصحيحة:٤٦٣)

৭৯২. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে তারা যখন শিশুর আকীকা করত তখন আকীকার পশুর রক্ত দিয়ে এক টুকরো কাপড় রঙিন করত এরপর শিশুর মাথা মুণ্ডন করত। অবশেষে সে কাপড়ের টুকরোটি তার মাথায় রেখে দিত। (এ দেখে) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা রক্তের স্থানে 'খালুক' (জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধিবিশেষ) রাখো। (সহীহাহ্ হা. ৪৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: (১০৫৭) মুহাম্মদ ইবনু মুনযির ইবনু সাঈদ এর সনদে আয়েশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং ইবনু হিব্বানের শাইখ মুহাম্মদ ইবনু মুনযির ইবনু সাঈদ ব্যতীত সানাদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও তাহযীবের রাবী। তাছাড়া হাদীসটি ইমাম বাইহাকী তাঁর 'আস্-সুনানুল কুবরা'-এর (৯/৩০৩)-তে উল্লেখ করেছেন।

٧٩٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَ الْجَرَادُ وَ أَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ. (الصحيحة:١١١٨)

৭৯৩. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত জন্তু এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দুটো হলো, মাছ ও পঙ্গপাল এবং রক্ত দুটো হলো, কলিজা এবং প্লীহা।

(সহীহাহ্ হা. ১১১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (২/৯২); আবদ্ ইবনু হুমাইদ তার اَلْمُنْتَخَبُ مِنَ الْمُسْنَدِ-এর (২/৮৯); ওকাইলী তাঁর আদ-দুয়াফার হাঃ ২৩১; ইবনু মাজাহ হাঃ ৩৩১৪; ইবনু আদী কামিলের (১/২২৯); হাকিম ও বাইহাকী (১/২৫৪); বাগাভী শরহুস্ সুন্নাহর (২/১৮৫/৩) এবং ইবনু ছারছাল سُدَاسِيَّاتِهِ-এর ১/২২৩-এ ইবনু ওমর (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। ওকাইলী বলেছেন সানাদের আব্দুর রহমান মুনকার রিওয়ায়াত করেন। যার কারণে হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলব: তবে তার ভাই উসামা ও আব্দুল্লাহ এর মুতাবাআত করেছেন। যেটি ইবনু আদী তাঁর কামিলে (১/২৭)-এ তাঁদের সকলে (তিনজন) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও ইবনু আদী (২/২১৬)-এ ভিন্ন সূত্রে তাঁদের তিনজন থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর বলেছেন, هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ فِيْ مَعْنَى الْمُسْنَدِ

٧٩٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: أَخِّرُوْا الْأَحْمَالَ (عَلَى الْإِبِلِ) فَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ، وَالرِّجْلَ مُوْثَقَةٌ. (الصحيحة:١١٣٠)

৭৯৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা উটের পিছনে বোঝা রাখো। কেননা হাত হলো ঝুলন্ত, আর পা হলো বাঁধা।

(সহীহাহ্ হা. ১১৩০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/১৮৫); ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (১/১৬); মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান। ইবনু ইসহাক সরাসরি তাহদীস এর তাসরীহ করেছেন। বুখারী (১/৩৪৩-৩৪৪) ও (৩/২৫৩); নাসাঈ (১/২৭৯)।

Contents

٧٩٥ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . أَنَّهُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ ، قَالَ : اُدْنُ يَا بُنَيَّ وَسَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. (الصحيحة: ١١٨٤)

৭৯৫. আমর ইবনু আবী সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করলেন, তখন তাঁর সম্মুখে খাবার রাখা ছিল। তিনি বললেন, বৎস! কাছে এসো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও।

(সহীহাহ্ হা. ১১৮৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৪০-৩৪১); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৬)-তে একাধিক সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়াহর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি আবূ ওয়াদদাহ ও অন্যান্যদের সূত্রে মুত্তাসিলান বর্ণিত হয়েছে। যা আবূ দাউদ তাঁর সুনানে (২/১৪১); আহমাদ মুসনাদের (৪/২৭) এবং ইবনু হিব্বান তার সহীহার হাঃ ১৩৩৯ উল্লেখ করেছেন।

٧٩٦ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا إِذَا أَصْلَحَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ لَهُ طَعَامَهُ فَكَفَاهُ حَرَّهُ وَبَرْدَهُ . فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ.

(الصحيحة: ٤١٥)

৭৯৬. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের কারো খাদেম যখন তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে এবং (প্রস্তুত করতে গিয়ে) তার গরম-ঠাণ্ডা (এর কষ্ট) সহ্য করে তাহলে সে যেন খাদেমকে নিজের সঙ্গে (খেতে) বসায়। আর সে অস্বীকার করলে তার হাতে যেন খাবার তুলে দেয়। **(সহীহাহ্ হা. ৪১৫)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৫৯)-এ আব্দুল আ'লার এর সনদে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সীহাহ সিত্তার শর্তে সহীহ। হাদীসটি কুতুবে সিত্তার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তুরুকে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে যা আমি ইরওয়াউল গলীলের হাঃ (২১৭৭) এ উল্লেখ করেছি।

Contents

٧٩٧- اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا وَلَا يَرْفَعُ صَحْفَةً حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ اٰخِرَ الطَّعَامِ فِيْهِ بَرَكَةٌ. (الصحيحة: ٣٩١)

৭৯৭. ইবনু জুরাইজ বলেন, আবুয যুবাইর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন আঙ্গুল চেঁটে খায় বা অন্যের দ্বারা চেঁটে নেয়া পর্যন্ত হাত না মুছে ফেলে। আর চেঁটে খাওয়া বা চেঁটে খাওয়ানোর পূর্বে খাদ্যপাত্র না উঠায়। কেননা খাদ্যের শেষাংশে বরকত রয়েছে।[14] **(সহীহাহ্ হা. ৩৯১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর আস্-সুনানুল কুবরার (১/৬০)-তে ইউসুফ ইবনু সাঈদ এর সানাদে জাবির (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেনঃ হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং ইউসুফ ইবনু সাঈদ ছাড়া সানাদের সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। ইরওয়াউল গলীল হাঃ ২০৩০।

٧٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ. (الصحيحة: ١٢٩٧)

৭৯৮. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে হাজির হবে তবে সে যেন তাকে তার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়। খেতে না চাইলে সে যেন (সে) খাবার থেকে (সামান্য তার হাতে) তুলে দেয়। **(সহীহাহ্ হা. ১২৯৭)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হাঃ ৩১; দারেমী তাঁর সুনানের (২/১০৭); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩০৮); আহমাদ তাঁর মুসনাদের

---

14 হাদীসটি শাইখ (আলবানী) (র) তাঁর সহীহার ১৪০৪ নং হাদীসে বৃদ্ধি করে উল্লেখ করেছেন যা সত্বর ১২টি হাদীসের পরে আসছে। *–তাজরীদকারক*

(২/৪৭৩); ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদের সূত্রে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সিত্তার শর্তে সহীহ।

٧٩٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِّيَ عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ. (الصحيحة:١٣٩٩)

৭৯৯. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাবার পরিবেশন করে। তবে সে যেন খাদেমকে তার সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। খাদেম তার সাথে বসতে না চাইলে সে যেন তার হাতে এক বা দুই লোকমা খাবার তুলে দেয়। কারণ সে খাবার প্রস্তুত করার এবং (খাবার রান্নায়) গরমের (যে কষ্ট হয় তার) দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

(সহীহাহ্ হা. ১৩৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি বুখারী তাঁর সহীহর (৩/১৩১ ও ৭/৭১); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৮৩, ৪০৯, ৪৩০) এবং দারেমী তাঁর সুনানের (২/১০৭)-এ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টি মুসা ইবনু এসার থেকে মারফূআন বর্ণিত হয়েছে যা মুসলিম (৫/৯৪) ও আবূ দাউদ তাঁর সুনানের (২/৩২৮-৩২৯)-তে উল্লেখ করেছেন।

٨٠٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا: إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِيْ وَلِّى حَرَّهُ وَ دُخَانَهُ. (الصحيحة:١٠٤٢)

৮০০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে। তবে সে যেন খাদেমকে নিজের সাথে বসায় কিংবা (সে) খাবার হতে তাকে কিছু দেয়। কারণ সে খাবার রান্নায় গরমের এবং তার ধূয়ার (যে কষ্ট হয় তার) দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। **(সহীহাহ্ হা. ১০৪২)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩০৮); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/৩৮৮ ও ৪৪৬)-তে ইবরাহীম আল-হাজারীর সূত্রে ইবনু মাসউদ থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং ইবরাহীম আল-হাজারী ব্যতীত সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী।

٨٠١ـ اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لِطَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (الصحيحة:٣٤٧)

৮০১. ইবনু জুরাইজ বলেন, আবূয যুবাইর আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে খাবারের দাওয়াত দেয় তাহলে সে যেন তা কবূল করে। অত:পর মন চাইলে খাবে আর মন না চাইলে খাবে না। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তহাবী তার শরহু মুশকিলিল আসারের (৪/১৪৭)-এ ইয়াযীদ এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও مُسَلْسَلٌ بِالتَّحْدِيْثِ এবং এই কারণেই আমি হাদীসটি তাখরীজ করেছি অন্যথায় হাদীসটি মুসলিমে (৪/১৫৩) ইবনু নুমাইর এর সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৭৪০ ও আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৯২)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٨٠٢ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. (الصحيحة:١٣٤٣)

৮০২. আবূ হুরাইরা নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাউকে যখন খাবারের দিকে ডাকা হয়। তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়। অত:পর রোযাদার না হলে যেন খায়। আর রোযাদার হলে সে যেন সলাত পড়ে।

(সহীহাহ্ হা. ১৩৪৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ উবাইদ "গারীবুল হাদীসের" (১/২৯) ইবনু উলাইয়্যা ও ইয়াযীদ এর সূত্রে আবূ হুরাইরা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখানের শর্তে সহীহ। হাদীসটি মুসলিম ও আসহাবে সুনান ও অন্যান্যরা তাখরীজ করেছেন যা ইরওয়াউল গলীলের হা: ২০১৩ উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٠٣ـ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَ سَهْمُكَ فِيْهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ. (الصحيحة:١٣٥٠)

৮০৩. আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তুমি যখন শিকারের প্রতি তীর ছুড়বে অত:পর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শিকাররের গায়ে তোমার তীর (বিদ্ধাবস্থায়) পাবে তখন তা দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খেতে পার। (সহীহাহ্ হা. ১৩৫০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হা: ২৮৬১; হাম্মাদ ইবনু খালিদের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/৫৯)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٨٠٤ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبُوْقًا. فَاجْتَنِبْ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَيْتَةٍ. (الصحيحة:١٣٥٣)

৮০৪. সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তুমি যদি সন্ধ্যায় দোহনকৃত দুধ দ্বারা তোমার পরিবারের তৃষ্ণা নিবারণ কর তাহলে আল্লাহর নিষেধকৃত মৃতজন্তু (ভক্ষণ) থেকে বেঁচে থাক। (সহীহাহ্ হা. ১৩৫৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১২৫); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩৫৭); ইয়াহয়া ইবনু ইয়াহয়া এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম

হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। ইমাম যাহাবী এই ক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন। এবং এটাই সঠিক।

٨٠٥ـ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سِرْتُمْ فِىْ أَرْضٍ خِصْبَةٍ، فَأَعْطُوا الدَّوَابَّ حَقَّهَا أَوْ حَظَّهَا، وَإِذَا سِرْتُمْ فِىْ أَرْضٍ جَدْبَةٍ فَانْجُوْا عَلَيْهَا، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ . فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، وَإِذَا عَرَسْتُمْ . فَلَا تَعْرِسُوْا عَلٰى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى كُلِّ دَابَّةٍ.

(الصحيحة:١٣٥٧)

৮০৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা উর্বর ভূমিতে সফর করলে সাওয়ারীকে তার হক ও অংশ দিবে আর অনুর্বর ভূমিতে সফর করলে রাত্রিকালে সফর করবে কারণ রাতে ভূমি সঙ্কুচিত হয়ে আসে। আর বিশ্রামের জন্য শেষ রাতে যাত্রা বিরতি করলে মধ্যপথে যাত্রা বিরতি করবে না। কেননা মধ্যপথ হলো সর্বপ্রকার জন্তুর আশ্রয়স্থল। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৫৭)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি বায্যার তাঁর মুসনাদের ১১৩ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৫/২৫৬)-তে সংক্ষেপে আবূ জা'ফর এর সূত্রে আনাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি আবূ জা'ফর এর কারণে দুর্বল তহাবী 'শরহু মুশকিলিল আসারে'র (১/৩১)-তে হাদীসটি মাওসুলান রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٠٦ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لْيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيْدُ. (الصحيحة:٣٨٦)

৮০৬. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ পানি পান করলে সে যেন পানির পাত্রে শ্বাস না ফেলে অত:পর পুনরায় পান করতে চাইলে পাত্রটিকে যেন সরিয়ে নেয় এবং বাইরে নিঃশ্বাস ফেলে। এরপর পুনরায় পান করতে চাইলে যেন আবার পান করে। **(সহীহাহ্ হা. ৩৮৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হাঃ (৩৪২৭) এ এবং হাকিম তাঁর আল মুসতাদরাকের (৪/১৩৯) এ হারেছ ইবনু আবূ যুবাব এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাদীসটির শব্দগুলো ইবনু মাজাহর। হাকিম হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং ইবনু হাজার নিরবতা অবলম্বন করেছেন।

٨٠٧ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوْا، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا. (الصحيحة: ١٣٦١)

৮০৭. উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দুধ পান করলে (পান করার পর) কুলি করবে। কেননা দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৬১)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৪৪); ইমাম বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ঈমানের (১/৩৭৯-৩০০)-তে সাঈদ ইবনু সুলাইমানের সূত্রে উম্মুহানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ সানাদটি হাসান এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

٨٠٨ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ. (الصحيحة: ٣٥٦٣)

৮০৮. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কুরবানী করলে সে যেন কুরবানীর গোশত খায়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৫৬৩)**

হাদীসটি যঈফ।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। কারণ সানাদের সকল রাবী-ই মুসলিমের রাবী ও সিকাহ। তবে ইবনু আবী লাইলা যাঁর নাম "মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান আলক্বাযী আল-ফাক্বীহ" যিনি যঈফ যাকে ইমাম যাহাবী (র) তাঁর রচিত 'আয-যুয়াফা' গ্রন্থে 'সদুকূন সাইয়্যিউল হিফয' বলেছেন। তাছাড়াও হাফিয ইবনু হাজার (র) তাঁর লিখিত কিতাব 'তাকরীবুত তাহযীব'-এ 'সদুকূন সাইয়্যিউল হিফয জিদ্দান' বলেছেন।

এছাড়াও আল্লামা শুয়াঈব আল-আর নাউত হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তাঁর মুসনাদের হাঃ ৯০৭৮-তে; ইবনু আদী তাঁর 'আল-কামিল' এর (২/৭২৭); খাঁতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের ৭/৩৪-এ আসওয়াদ ইবনু আমির শাযান-এর সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীরের' হাঃ ১২৭১০ এবং এ সাঁনাদে আব্দুল্লাহ ইবনু খিরাজ রয়েছে যিনি যঈফ।

আমি (আলবানী) বলবঃ সারকথা হলো, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। এর দ্বারা ইসতিশহাদ্ করা যাবে না। সুতরাং হাদীসটি দুর্বলই রয়ে গেল। –তবে এ বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত। কিন্তু শারীখের সূত্রে আবূ সাইদ খুদরী তাঁর পিতা এবং তাঁর পিতা কতাদা (রা) থেকে এর একটি সানাদ বিদ্যমান। যার কারণে উপরিউক্ত হাদীসটি শক্তিশালী হতে পারে। যা ইমাম আহমাদ মুসনাদে (৩/৪৮) অতঃপর (৩/৮৫)-তে। এমনিভাবে মুসলিম ও অপরাপরগণ আবূ নযরা-এর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এই অর্থে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। যার কিয়দাংশ আমি সহীহ আবূ দাউদ এর হা. ২৫০; ইরওয়াউল গালীল-এর (৪/৩৬৯-৩৭০)-এ তাখরীজ করেছি এবং যার কিয়দাংশ সহীহার ২৯৬৯-এ অতিবাহিত হয়েছে।

٨٠٩ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ أَوِ الْمَاءَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ ، أَوْ أَبْلَغُ لِلْجِيْرَانِ. (الصحيحة:١٣٦٨)

৮০৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা গোশত রান্না করলে ঝোল কিংবা পানি বাড়িয়ে দাও। কেননা এটা প্রতিবেশীদের জন্য প্রশস্ততর ও পূর্ণাঙ্গতর। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৬৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৭৭); ইয়াহয়া ইবনু সাঈদের সূত্রে জাবির (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ হাদীসটির সানাদের সকলেই সিকাহ। ও শাইখাইনের রাবী তবে হাদীসটি মুনকাতি। সুফিয়ান আস্‌সাওরী হাদীসটি আবূ যার থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন।

٨٤٢- قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ تَمَرَاتِكُمْ اَلْبَرْنِيُّ، يَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَلَا دَاءَ فِيْهِ. رُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ مَزِيْدَةَ جَدِّ هُوْدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَ بَعْضِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ. (الصحيحة: ١٨٤٤)

৮৪২. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা রোগ নিরাময় করে এবং এতে কোন রোগ নেই। হাদীসটি বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব, আনাস ইবনু মালিক, আবূ সাঈদ খুদরী, হুদ ইবনু আব্দুল্লাহর দাদা মাযীদাহ, আলী ইবনু আবী তালিব এবং আব্দুল কায়িস প্রতিনিধি দলের কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। **(সহীহাহ্ হা. ১৮৪৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শাইখ তাঁর সহীহাহ'র ১৮৪৪-তে পূনরায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৪র্থ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায়; নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ৫ম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে কাবীরের ৫ম খণ্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٤٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الخَمرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: اَلنَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ.

(الصحيحة: ٣١٥٩)

৮৪৩. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এ দু'প্রকারের গাছ থেকে মদ প্রস্তুত হয়– খেজুর ও আঙ্গুর। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৫৯)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম সহীহর 'কিতাবুল আশরিবা' বাব নং ৪ হা: ১৩, ১৪; আবূ দাউদ হা: ৩৬৭৮; তিরমিযী ১৮৭৫; ইমাম নাসায়ী সুনানে কিতাবুল আশারিবা হা. ১৯; ইবনু মাজাহ সুনানে হা: ৩৩৭৮; ইমাম আহমাদ মুসনাদের ২য় খণ্ডের ২৭৯, ৪০৮, ৪০৯ এবং ইমাম তাহাবী শারহু মাআনিল আসারের ৪র্থ খণ্ডের ২১১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٤٤ـ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: بَعَثَنِى أَهْلِي بِلَقُوحٍ (وَفِى رِوَايَةٍ: بِلِقْحَةٍ) إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَمَرَنِى أَنْ أَحْلِبَهَا ثُمَّ قَالَ: دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ. (الصحيحة:١٨٦٠)

৮৪৪. যিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরিবার অতি দুগ্ধবতী উটনী দিয়ে আমাকে নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাঠালেন। আমি সেটি নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি আমাকে উটনীটির দুধ দোহন করতে বললেন। আর বললেন, সহজে দোহন করার জন্য দুধের যে অংশ ওলানে ছেড়ে দেয়া হয় তা ছেড়ে দাও। **(সহীহাহ্ হা. ১৮৬০)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৭৬, ৩১১, ৩২২, ৩৩৯ পৃষ্ঠায়; দারেমী তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে ৮ম খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায়; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের ২য় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠা ও ৩য় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় এবং তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের ৮ম খণ্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٤٥ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ. (الصحيحة:١٨٦١)

৮৪৫. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। শুভ্র পশুর কুরবানী আল্লাহর নিকট দু'টি কালো পশুর কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয়। **(সহীহাহ্ হা. ১৮৬১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৪১৭ পৃষ্ঠায়; হাফিয হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে ৯ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায়; নুরুদ্দীন হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ৪র্থ খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীরের ৪র্থ খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٤٦ـ عَنْ عَلْقَمَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَا فِيْهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْنَا الْوُضُوْءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ يُصَلِّيْ وَلَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: أَنْتَ رَأَيْتَهُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِيْ. (الصحيحة:٢١١٦)

৮৪৬. আলক্বামা আল-কুরাশী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী মাইমুনাহ (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করলে আমরা সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)কে পেলাম। (আর সেখানে) আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেয়ে অযূ করা প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। অত:পর আব্দুল্লাহ বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেতেন এবং সলাত পড়তেন– তবে (তিনি) অযূ করতেন না। আমাদের একজন তাঁকে বলল, ইবনু আব্বাস! আপনি কি স্বচোক্ষে দেখেছেন? বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর ইবনু আব্বাস তাঁর হাত দিয়ে চোখের দিকে ইশারা করলেন। আর বললেন, আমার চোখ প্রত্যক্ষ করেছে। (সহীহাহ্ হা. ২১১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২৭২)-তে ইবনু আবুয যিনাদের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান। ওহাব ইবনু কাইসান এর মুতাবাআত করেছেন যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/১৮৮)-তে; আবূ আওয়ানা তাঁর মুসনাদের (১/২৭২)-তে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল হারিছ ইবনু বায (রা.) থেকে হাদীসটির একটি শাহেদ বিদ্যমান।

٨٤٧ـ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى أُمَّ حَرَامٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ: رُدُّوْا هٰذَا فِيْ وِعَائِهِ وَ

هٰذَا فِيْ سِقَائِهِ فَإِنِّيْ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، فَأَقَامَ أُمَّ حَرَامٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، وَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، فِيْمَا يَحْسِبُ ثَابِتٌ قَالَ: فَصَلّٰى بِنَا تَطَوُّعًا عَلٰى بِسَاطٍ، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: إِنَّ لِيْ خُوَيْصَةً: خُوَيْدِمُكَ أَنَسٌ، اُدْعُ اللهَ لَهُ. فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَعَا لِيْ بِهِ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَخْبَرَتْنِيْ اِبْنَتِيْ أَنِّيْ قَدْ رُزِقْتُ مِنْ صُلْبِيْ بِضْعًا وَّتِسْعِيْنَ. وَمَا أَصْبَحَ فِي الْأَنْصَارِ رَجُلٌ أَكْثَرُ مِنِّيْ مَالًا. ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ: يَا ثَابِتُ!. مَا أَمْلِكُ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا خَاتَمِيْ!.

(الصحيحة: ١٤١)

৮৪৭. সাবিত (র.) আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হারামের নিকট আসলেন। অত:পর আমরা তাঁর নিকট খেজুর ও ঘি পেশ করলাম। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তার পাত্রে এবং এটা তার মশকে রেখে দাও, আমি রোযাদার। ইবনু আব্বাস বলেন, এরপর দাঁড়িয়ে আমাদের নিয়ে দু' রাকা'আত নফল (সলাত) আদায় করলেন। উম্মু হারাম এবং উম্মু সুলাইমকে আমাদের পেছনে দাঁড় করলেন। আর আমাকে তাঁর ডানপার্শ্বে যেমনটি সাবিতের ধারণা। ইবনু আব্বাস বলেন, অত:পর আমাদের নিয়ে বিছানার উপর দু'রাকা'আত নফল সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ হলে উম্মু সুলাইম বললেন, আমার একজন বিশেষ সেবক আছে। সে আপনার সর্বাধিক ছোট সেবক আনাস, আপনি তার জন্য দু'আ করুন। সেদিন দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন কল্যাণ ছিল না যার দু'আ তিনি তাঁর জন্য করেন নি। তিনি (দু'আ করে) বললেন, হে আল্লাহ! তাঁর সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধি করুন এবং এতে বরকত দিন। আনাস বলেন, আমার মেয়ে আমাকে অবহিত করেছে যে, আমার বংশ থেকে ৯০ এর অধিক সন্তানাদি জন্মেছে, আর আনসারদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক সম্পদশালী আর কেউ হয় নি। অত:পর আনাস বলেন,

এবং দিলে যেন ডান হাতে দেয়। কেননা শাইতান তার বাম হাতে খায় বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে ধরে। (সহীহাহ্ হা. ১২৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩০৩)-তে হিশাম ইবনু আম্মারের সূত্রে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুসিরী তাঁর যাওয়ায়েদের (১/১৯৭)-তে বলেন: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

আমি (আলবানী) বলব: হিক্‌ল ইবনু যিয়াদ ব্যতীত সানাদের সকলেই শাইখানের রাবী ও সিকাহ্।

٨٨٣- عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُمَّ هَانِىءٍ! هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا كُسَيْرَاتٌ يَابِسَاتٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ: مَا أَقْفَرَ مِنْ أُدْمٍ بَيْتٌ فِيْهِ خَلٌّ. (الصحيحة:٢٢٢٠)

৮৮৩. উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার নিকট নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, উম্মুহানী। তোমার নিকট খাবারের কিছু আছে কি? অত:পর উম্মুহানী বলল, না, তবে সামান্য শুষ্ক রুটি এবং সিরকা আছে। অত:পর তিনি বললেন, বস্তুত সে ঘর তরকারী শূন্য নয় যে ঘরে সিরকা আছে। (সহীহাহ্ হা. ২২২০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ১৮৪২; আবূ নুআঈম তাঁর আল-হিলয়ার (৮/৩১২); দাইলামী তাঁর মুসনাদের (৪/৩৪)-তে সাবিত ইবনু আবু সফিয়্যাহ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। হাদীসটির একটি শাহেদ পেয়েছেন বলে শাইখ আলবানী বলেন, যা খুবই মজবুত এবং এর সানাদটি খুব ভালো।

٨٨٤- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّنْ بَطْنٍ، بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ. (الصحيحة:٢٢٦٥)

৮৮৪. মিকদাম ইবনু মাদী কারিবা আল-কিন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, পেটের চেয়ে অধিকতর মন্দ পাত্র কোন মানুষ পূর্ণ করেনি। মানুষের জন্য এমন সামান্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে সক্ষম এবং একান্ত যদি খেতেই হয় তাহলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য রাখা উচিত। **(সহীহাহ্ হা. ২২৬৫)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (৩/৩৭৮); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ১৩৪৯; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১২১) ও (৪/৩৩১); আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক তাঁর আয্-যুহদ এর হাঃ ৬০৩; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/১৩২); ইবনু সা'দ তাঁর আত্-তবাকাতুল কুবরার (১/৪১০); তাবারানী তাঁর আল-কাবীরের (২০/২৭২/৬৪৪-৬৪৬) এবং ইবনু আসাকির (৭/৩০৭/২)-তে একাধিক সূত্রে ইয়াহ্ইয়া আত্তায়ী থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٨٨٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ. (الصحيحة:٦٧٧)

৮৮৫. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিত্য মদপানকারী মারা গেলে মূর্তিপূজারীরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। **(সহীহাহ্ হা. ৬৭৭)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি যঈফ কারণ মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির এবং ইবনু আব্বাসের মাঝের ওসেতা অপরিচিত। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হাঃ ২৪৫৩; ইবনুল জাওযী তাঁর আল-ইলালুল মুতানাহিয়ার হাঃ ১১১৬-তে; ইমাম আহমাদের সূত্রে ইবনু হুমাইদ তাঁর মুসনাদের হাঃ ৭০৮; আবূ নুআঈম এর সূত্রে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ৫৩৪৭-তে এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফের হাঃ ১৭০৭০-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٨٦- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِّنْ

دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ؛ كَأَنَّمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً . كُلَّمَا تَعْرِضُ لِبَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؛ حَالَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلَّا طَيِّباً فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ.

(الصحيحة: ٣٣٧٩)

৮৮৬. জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য যার পক্ষে এটা সম্ভব যে, রক্তপাত করে কোন মুসলিমের রক্ত দিয়ে (তার) হাতের তালু পূর্ণ করাটা কেমন যেন সে একটা মুরগী যবেহ করল তার এবং জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধক না হওক (তাহলে সে যেন এটা করে অন্যথায়) সে যখনই জান্নাতের দ্বারসমূহের কোন দ্বারে উপস্থিত হবে তখনই জান্নাতের দ্বার এবং তার মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হবেন। আর যার পক্ষে পবিত্র জিনিসে উদর পূর্ণ করা সম্ভব সে যেন অপবিত্র জিনিসের পিছনে না পড়ে। কেননা মানুষের (দেহের মধ্যে) পেট সর্বপ্রথম দুর্গন্ধময় হবে। (সহীহাহ্ হা. ৩৩৭৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুনযিরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীবের হা: (৩/৩৯৫); ইমাম সুয়ূতী তাঁর তাফসীরে আদ-দুররুল মানসুরের (২/১৯৯); আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৯২০১ ও ৪৩১৯৮-তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানের সালাত অধ্যায় (১০৮) এ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَلْبِ শব্দে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٨٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا: مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْرِنَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ. (الصحيحة: ٢٣٢٣)

৮৮৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি কোন কউমের সঙ্গে খেজুর খায় এবং (এ) খাবারে অন্যকে শরীক করতে চায় তাহলে সে যেন তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়। (সহীহাহ্ হা. ২৩২৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু বিশরান তাঁর "আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাখাবাহ" এ (২/৬৩); খাতীব তাঁর তারীখে বাগদাদের (৭/১৮০)-তে আমির ইবনু আবুল হুসাইনের সূত্রে ইবনু উমার থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান। তবে এর একটি মুতাবাআত রয়েছে যার সানাদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٨٨٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ وَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ ، فَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَلَا أُطْعِمُكَ مِمَّا أَهْدَى لِيْ أَخِيْ مِنَ الْبَادِيَةِ ؟ فَقَرَّبْتُ ضَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ عَلٰى قِنْوٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوْا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِيْ ، أَجِدُنِيْ أَعَافُهُ، وَ أَكَلَ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ خَالِدٌ، فَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ: أَنَا لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اسْتَسْقَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ لَبَنٍ ، فَشَرِبَ وَ عَنْ يَمِيْنِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ عَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أَسْقِيَ خَالِدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُوْثِرَ بِسُؤْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى نَفْسِيْ أَحَدًا، فَتَنَاوَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ ، وَ شَرِبَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ ارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَ مَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّيْ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ. (الصحيحة:٢٣٢٠)

৮৮৮. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদ আমার খালা মাইমুনাহ (রা.) এর নিকট আসলাম। মাইমুনাহ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার ভাই গ্রাম থেকে আমার জন্য যে হাদিয়া নিয়ে এসেছেন আপনাকে কি আমি তা খাওয়াব না? অত:পর (এ বলে) খেজুর গুচ্ছের উপর দুটি ভুনা গুইসাপ পরিবেশন করলেন। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা খাও (আমি খাবো না)। কারণ এটা

Contents

আমার কওমের খাবার নয়। তাই তার প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। অত:পর ইবনু আব্বাস এবং খালিদ (রা.) গুইসাপ খেলেন। মাইমুনাহ (রা.) বললেন, আমি এমন খাবার খাব না যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাননি। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন। অত:পর দুধের পাত্র আনা হলো এবং তিনি (তা) পান করলেন। তখন তাঁর ডানে ইবনু আব্বাস এবং বামে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রা.) ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু আব্বাসকে বললেন, তুমি কি আমাকে খালিদকে পান করানোর অনুমতি দাও? ইবনু আব্বাস বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঝুটার ব্যাপারে আমি নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে পারি না। অতএব ইবনু আব্বাস (পাত্রটি) নিয়ে পান করলেন। অতঃপর খালিদ পান করলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যাকে খাবার খাওয়ান সে যেন এ দু'আ পড়ে যে, "হে আল্লাহ! আপনি এতে আমাদেরকে বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম রিযিক প্রদান করুন।" আর আল্লাহ কাউকে দুধ পান করালে সে যেন এ দু'আ পড়ে যে, "হে আল্লাহ! এতে আমাদের বরকত দিন এবং এতে আরো বৃদ্ধি করে দিন।" কেননা আমার জানা নেই যে, কোন খাবার ও পানীয় দুধের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। **(সহীহাহ্ হা. ২৩২০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ আব্দুল্লাহ আল-কুরাশী আল-ফাওয়ায়েদের (২/১১৩/২৫); মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত যা আবূ দাউদ (২/১৩৫); তিরমিযী হাঃ ৩৪৫১; ইবনুস সুন্নী হাঃ ৪৬৮; ইবনু সা'দ (১/৩৯৭) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২৮৪)-তে উল্লেখ করেছেন।

٨٨٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا: مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهٖ غَمَرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. (الصحيحة:٢٩٥٦)

৮৮৯. ইবনু আব্বাস (রা.) মারফূ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার হাতে গোশতের তৈলাক্ততা নিয়ে রাত্রিযাপন করে এবং এ কারণে সে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে সে যেন শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়।

(সহীহাহ্ হা. ২৯৫৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে দুটি তরীকে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি লাইসের রিওয়ায়েতে যা বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ১২১৯; তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (১/১৮৫/২/৩৪০৭); মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইলের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয়টি যুহরীর রিওয়ায়াতে যা তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (১/৩০/২/৪৯৪) এবং আবূ নুআঈম তাঁর আখবারে আসবাহানের (২/৩৪৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

٨٩٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ أَضْحَى: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَحْسِبُهُ قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذِبْحَتَهُ.

(الصحيحة: ٢٧٠٧)

৮৯০. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা ঈদুল আযহার দিন বললেন, যে ব্যক্তি (সলাতের পূর্বে) যবেহ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি সলাতের পূর্বের কথা বলেছেন। সে যেন পুনরায় কুরবানী করে।

(সহীহাহ্ হা. ২৭০৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বায্যার তাঁর মুসনানের হা: ১২০৫-তে মুহাম্মাদ ইবনু মিরদাস আল-আসলামীর সানাদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি আবূ হুরাইরা থেকে শুধু এই সানাদেই বর্ণিত।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে যা হাম্মাদ ইবনু সালাম থেকে বর্ণিত। হাদীসটি আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৬৪); তহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারের (৪/১৭২); আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (২/৪৯২) এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১০৫১-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٨٩١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِيْنَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيْدًا، وَيَمْنَعُ الْخَبِيْثَ مَا كَانَ يُصِيْبُ مِنْهُ.

(الصحيحة: ١٩٨)

৮৯১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেছে স্মরণ এলে সে যেন বলে, "খাবারের শুরু ও শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি"। কেননা এ দু'আ নতুন খাবারকে এগিয়ে দেয় এবং (দু'আ না পড়ার কারণে) যে অনিষ্ট তাতে লেগেছে তা প্রতিহত করে। (সহীহাহ্ হা. ১৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ১৩৪০; ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলার হাঃ ৪৫৩; তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/৭৪/৩); আল আওসাতের (১/২৭৯/১/৪৭১৩)-তে খলীফা ইবনু খইয়্যাত এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

٨٩٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا. (الصحيحة:٦٢٦)

৮৯২. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। (অহঙ্কারবশত) পরস্পরে প্রতিযোগিতাকারীদের দাওয়াত কবূল করা হবে না এবং তাদের খাবারও খাওয়া হবে না। (সহীহাহ্ হা. ৬২৬)

হাদীসটি সহীহ।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আল-উমারী আত্-তাবরিযী তাঁর মিশকাতুল মাসাবীহ এর হাঃ ৩২২৬-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ এর কারণে হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।

٨٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى أَنْ نَشْرَبَ مِنَ الْإِنَاءِ الْمَخْنُوْثِ. (الصحيحة:١٢٠٧)

৮৯৩. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাঙ্গা পাত্র থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ১২০৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের হাঃ ৬২৯-তে সালেহ ইবনু কাইমানের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে মারফূআন উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ আলা শর্তে শাইখাইন। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে সানাদটির শাহেদ বিদ্যমান যা ১১২৬ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

٨٩٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. قَالَ أَيُّوْبُ: أُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ. (الصحيحة:٣٩٩)

৮৯৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন। আইয়ূব বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে গেলে সাপ বের হয়ে আসে।

(সহীহাহ্ হা. ৩৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৩০ ও ৪৮৭)-তে ইসমাঈল এর সানাদে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারীর শর্তে সহীহ। এই তরীকেই হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১৪০)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি বুখারী তাঁর সহীহর (১০/৭৪)-তে আইয়ূব এর তরীকে ইকরিমা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এমনিভাবে ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩৩৬)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইবনু আব্বাস এর থেকে হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যায় যা আবূ দাউদ (২/১৩৪); দারেমী (২/৮৯, ১১৮, ১১৯)-তে উল্লেখ রয়েছে।

٨٩٥- عَنْ عَائِشَةَ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ لِأَنَّ ذٰلِكَ يُنْتِنُهُ. (الصحيحة:٤٠٠)

৮৯৫. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা তাকে নষ্ট করে দিবে। (সহীহাহ্ হা. ৪০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/১৪১); ইয়াহইয়া ইবনু আবূ সুলাইমের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সকলেই সিকাহ ও সানাদটি ভালো। সানাদটির একাধিক শাহেদ পাওয়া যায় যা জাবির এবং মুহাইয়্যাসা প্রমুখ সাহাবীদের থেকে বর্ণিত।

٨٩٦- عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ : سُئِلَ أَبُوْ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : سَأَلْتُ أَبَا) سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ. (الصحيحة:٢٩٥١)

৮৯৬. আবূল আলিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে কলসের নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৫১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ তাঁর আস্-সুনানুল কুবরার (৪/১৮৯/৬৮৩৬); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৩/৬৬); তাবারানী আল-মু'জামুল আওসাতের (১/১১২/২২৪৬)-তে একাধিক তুরুকে হিশাম ইবনু হাস্‌সান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। শাইখ আলবানী (র) বলেন, এটি শাইখানের শর্তে সহীহ।

٨٩٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَي أَنْ يَشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدْحِ. (الصحيحة:٢٦٨٩)

৮৯৭. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাত্রের ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। **(সহীহাহ্ হা. ২৬৮৯)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল আওসাতের হাঃ ৬৯৭৬-তে মূসা ইবনু ইসমাঈলের তরীকে আবূ হুরাইরা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী বলেন, হাদীসটি জাফর ইবনু বুরকান ও মা'মার থেকে শুধু ইবনুল মুবারকই রিওয়ায়াত করেছেন এবং মূসা ইবনু ইসমাঈল হাদীসটির ক্ষেত্রে মুতাফাররিদ।

আমি (আলবানী) বলব: কখনও নয়, বরং আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী তাঁর মুতাবাআত করেছেন। যা আবূ নুআঈম তাঁর 'আল-হিলয়া'-তে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ।

٨٩٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. (الصحيحة:١١٢٦)

৮৯৮. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক উল্টিয়ে ধরে মশকের মুখ থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ১১২৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বুখারী তাঁর সহীহর (১০/৭৩); মুসলিম (৬/১১০); আবূ দাউদ (২/১৩৪); তিরমিযী (১/৩৪৫); দারেমী (২/১১৯); শরহে মা'আনিল আসার (২/৩৬০); ইবনু মাজাহ (২/৩৩৬); আবূ দাউদ আত্-তয়ালেসী হা: ২২৩০; মুসনাদে আহমাদ (৩/৬, ৬৭, ৬৯, ৯৩) এবং আবূ উবাইদ গরীবুল হাদীসের (১/১১২); যুহরীর সূত্রে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন।

٨٩٩ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ. (الصحيحة:٢٣٩٠)

৮৯৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ খেতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ২৩৯০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানের (২/১৪৩); হাফিয ফাসাভী তাঁর তারীখের (২/৩১৮); তবারী তাঁর তাহযীবুল আছারের (১/১৯১/৩১১); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩২৬); ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (১/৪৮৬/৯); ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ এর সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে মারফূআন উল্লেখ করেছেন। আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সাবিত।

٩٠٠ـ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِىْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ. (الصحيحة:٢٣٩١)

৯০০. আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাসসামা (বেঁধে রেখে যে পাখি বা খরগোশকে তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়) খেতে নিষেধ করেছেন। সেটা এমন প্রাণী যাকে বেঁধে রেখে তীর দ্বারা হত্যা করা হয়। (সহীহাহ্ হা. ২৩৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হাঃ ১৪৭৩-তে আবূ আইয়ূব আল-ইফ্রিকীর সূত্রে আবূদ্দারদা (রা.) থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ ও শাইখানের রাবী ইফ্রিকী ব্যতীত। হাদীসটি তার একাধিক শাওয়াহেদের কারণে সহীহ।

٩٠١ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (الصحيحة:٣٥٦٨)

৯০১. আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে আহার ও পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩৫৬৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা (৪/১৪৯/১৬৬৩২); ইমাম বাইহাকী তাঁর আস্-সুনানুল কুবরার (বাইরুত) (হা. ১/২৮)-তে ইবরাহীম ইবনু তহমান এর সূত্রে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফূ'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইসনাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। তাছাড়া হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে, যা ইমাম তাবারানী তাঁর 'আল মু'জামুল কাবীরের হাঃ (১১/৪৩৫) এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٠٢ـ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّوْمِ وَ الْبَصَلِ وَالْكُرَاثِ. (الصحيحة:٢٣٨٩)

৯০২. আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুন, পেঁয়াজ এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসুন সাদৃশ্য তরকারী থেকে নিষেধ করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ২৩৮৯)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তয়ালেসী তাঁর মুসনাদের হাঃ ২১৭১-তে হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্রে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান। বিশ্‌র ইবনু হরব নামক রাবী সদূক তবে তাতে কিছু সমস্যা রয়েছে। জাবির (রা.) থেকে এটির একটি শাহেদ পাওয়া যায় যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (২/৮০)-তে উল্লেখ করেছেন।

٩٠٣- عَنْ أَنَسٍ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ لَفْظٍ: زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا. (الصحيحة:١٧٧)

৯০৩. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন অপর শব্দে ধমকি দিয়েছেন দাঁড়িয়ে পান করা থেকে। **(সহীহাহ্ হা. ১৭৭)**

হাদীসটি সহীহ।

মুসলিম (৬/১১০); আবূ দাউদ হা: ৩৭১৭; তিরমিযী (৩/১১১); দারেমী (২/১২০-১২১); ইবনু মাজাহ (২/৩৩৮); তহাবী (২/৩৫৭); শরহু মুশকিলিল আসার (৩/১৮); ইবনু হিব্বান হা: ৫২, ৯৭, ৫২৯৯; তয়ালেসী (২/৩৩২); আব্দুর রাজ্জাক (১০/৪২৭/১৯৫৯০); আহমাদ (৩/১১৮, ১৩১/১৪৭, ১৯৯, ২১৪, ২৫০, ২৭৭, ২৯১); আবূ ইয়ালা (২/১৫৬, ২/১৫৮, ২/১৫৯) এবং দিয়া মুখতারাহ এর (২/২০৫)-এ কাতাদার সূত্রে আনাস থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٠٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. (الصحيحة:٣٨٨)

৯০৪. আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে এবং পানিতে ফুঁ দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ৩৮৮)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৩৭২২; ইবনু হিব্বান তার সহীহর (৩/৮০)। এমনিভাবে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ কুবরাতুবনু আব্দুর রহমানের তরীকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান এবং এর সকল বর্ণনাকারী মুসলিমের রাবী। তবে কুররা সানাদে না থাকলে সানাদটি আরো উপরে উঠে যেত।

٩٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ. (الصحيحة:٢٣٩٤)

৯০৫. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'প্রকার খাবার ঘর থেকে নিষেধ করেছেন– এমন দস্তরখানে বসতে নিষেধ করেছেন যে দস্তরখানে মদ পান করা হয় এবং পেটের উপর উপুড় করে খানা খাওয়া থেকে। **(সহীহাহ্ হা. ২৩৯৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হাঃ ৩৭৭৪; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১২৯); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে হাঃ ৩৩৭০; দ্বিতীয় অংশটি জাফর ইবনু বুরকান এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং এক্ষেত্রে যাহাবী তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। হাদীসটি সম্পর্কে আবূ দাউদ কালাম করেছেন। কিন্তু হাদীসটি সাবিত এবং এর প্রথম অংশটির একাধিক শাহেদ রয়েছে।

٩٠٦ـ عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيْكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ قَالَ: فَإِنِّيْ أَرَى الْقَذَاةَ فِيْهِ. قَالَ: فَأَهْرِقْهَا.

(الصحيحة: ٣٨٥)

৯০৬. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে ফুঁ দেয়া থেকে নিষেধ করলেন। অত:পর একজন ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এক নিঃশ্বাসে পান করলে আমি পরিতৃপ্ত হই না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার মুখ থেকে পানপাত্রটি সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিঃশ্বাস ফেল। এরপর লোকটি বলল, আর পানিতে ধূলিকণা দেখলে (কি করব)? তিনি বললেন, ঢেলে তা দূর কর। **(সহীহাহ্ হা. ৩৮৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় (২/৯২৫/১২)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে তিরমিযী তাঁর সুনানে (১/৩৪৫)-তে; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হাঃ ১৩৬৭; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকে (৪/১৩৯); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৩২)

এবং সকলেই মালেকের সানাদে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকিম সানাদটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন আর যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁর সমর্থন দিয়েছেন।

٩٠٧۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِىْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

(الصحيحة: ٣٥٩)

৯০৭. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার মাংসের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। (সহীহাহ্ হা. ৩৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটির রাবী হলেন জাবির (রা.)। বুখারী হাদীসটি তাঁর সহীহর (৪/১৬); মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/৬৬); আবূ দাউদ তাঁর সুনানের হা: (৩৭৮৮); নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/১৯৯); তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৩১); দারেমী তাঁর সুনানের (২/৮৭); তহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারের (২/৩১৮); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩২৫) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৬১ ও ৩৮৫)-তে একাধিক তুরুকে হাম্মাদ ইবনু যায়েদ থেকে উল্লেখ করেছেন।

٩٠٨۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ طَارِقٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِىْ طَارِقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هٰذِهِ الدُّبَّاءُ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَىْءٍ هٰذَا قَالَ: هٰذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا.

(الصحيحة: ٢٤٠٠)

৯০৮. জাবির ইবনু তারেক যাকে ইবনু আবী তারেকও বলা হয় তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে আসলাম তখন তার সম্মুখে কদু ছিল। আমি তাকে বললাম, এটা কি (তরকারী)? (উত্তরে) তিনি বললেন, এটা হলো কদু। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের খাবার বৃদ্ধি করি। (সহীহাহ্ হা. ২৪০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর "আশ্-শামায়েলের" ১০৪ পৃষ্ঠায়; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (৩/৩১১)-তে; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৫২); তাবারানী তাঁর কাবীরের হা: (২০৮ ও ২০৮৫) এবং আবুশ্ শায়েখ তাঁর أَخْلَاقُ النَّبِيِّ কিতাবের ২১৪ পৃষ্ঠায় ইসমাঈলের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আর শাইখ আলবানী সূত্রটিকে সহীহ বলেছেন।

٩٠٩ـ عَنْ أَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىْ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! حَدِّثْنِىْ مَا يَحِلُّ لِىْ مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَىَّ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلِ الْحِمَارَ الأَهْلِىْ وَلَا كُلَّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

(الصحيحة: ٤٧٥)

৯০৯. আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অবহিত করুন যে, হারাম জিনিস আমার জন্য কখন হালাল হবে? অত:পর (উত্তরে) তিনি বললেন, গৃহপালিত গাধা-এর গোশত খাবে না এবং তীক্ষ্ণ দাঁতধারী যে কোন হিংস্র জন্তুও খাবে না। **(সহীহাহ্ হা. ৪৭৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তহাভী তাঁর শরহু মা'আনিল আসারে (২/৩২০)-তে আলী ইবনু মা'বাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া তিনি তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারের (৪/৩৭৫)-তেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও তাহযীবুত্ তাহযীবের রাবী। হাদীসটি সহীহাইন এবং সুনানের অন্যান্য গ্রন্থে বিভিন্ন তুরুককে نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ শব্দে উল্লেখ হয়েছে।

٩١٠ـ عَنْ أَبِىْ مُوْسَى، قَالَ: بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً، فَمَا أَشْرَبُ، وَمَا أَدَعُ؟ قَالَ: وَمَا هِيَ قُلْتُ: اَلْبِتْعُ وَالْمِزْرُ: قَالَ: مَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ، فَنَبِيْذُ الْعَسَلِ وَأَمَّا الْمِزْرُ، فَنَبِيْذُ الذُّرَّةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا، فَإِنِّىْ حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ.

(الصحيحة: ٢٤٢٤)

৯১০. আবূ মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (যখন) ইয়ামানে প্রেরণ করলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেখানে অনেক প্রকার পানীয় পাওয়া যায়। আমি কোনটা খাব এবং কোনটা বর্জন করব। তিনি বলেন, সে পানীয়গুলো কি কি? আমি বললাম, 'বিত্উ' এবং 'মিয্রু'। তিনি বললেন, 'বিতউ' ও 'মিয্রু' কি জিনিস?

বর্ণনাকারী বলেন, 'বিত্উ' হলো, মধুর নাবীয, আর 'মিয্রু' হলো জোয়ারের নাবীয। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস খাবে না, কেননা প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসকে আমি হারাম করেছি। (সহীহাহ্ হা. ২৪২৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/৩২৬); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৪/৪০২) আল-আজলা এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি ভালো। এর মুতাবাআত বিদ্যমান যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/৯৯-১০০); নাসায়ী এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৪০৭, ৪১০, ৪১৫, ৪১৬ ও ৪১৭)-তে উল্লেখ করেছেন। প্রথম অংশটির শাহেদ পাওয়া যায় আবূ বুরদাহর হাদীস থেকে।

٩١١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فِيْمَا نَشْرَبُ قَالَ: لاَ تَشْرَبُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَلَا فِى الْمُزَفَّتِ وَلَا فِى النَّقِيْرِ وَانْتَبِذُوْا فِى الْأَسْقِيَةِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَإِنِ اشْتَدَّ فِى الْأَسْقِيَةِ قَالَ: فَصُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ... فَقَالَ لَهُمْ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: أَهْرِيْقُوْهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حَرَّمَ: الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ. قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيْمَةَ عَنِ الْكُوْبَةِ قَالَ: اَلطَّبْلُ.

(الصحيحة: ٢٤٢٥)

৯১১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি দল বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন প্রকার পানীয় খেত পারব? তিনি বললেন, তোমরা কদুর খালস, আলকাতরা লাগানো পাত্র এবং খেজুর বৃক্ষের মূলের পাত্রে পানীয় পান কর না এবং তোমরা চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত কর। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চামড়ার মশকে যদি ঘন হয়ে যায়? তিনি বললেন, তাতে পানি ঢেলে দিবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (চামড়ার মশকে যদি ঘন হয়ে যায় এবং ফেনাযুক্ত অবস্থায় পৌঁছে তখন?) অত:পর তিনি তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবার বললেন, তা ফেলে দাও এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন কিংবা হারাম করেছেন– মদ, জুয়া এবং কূবাকে (দাবা খেলা, অথবা তবলা ও সারেঙ্গী ইত্যাদি বাজানোকে)। সুফিয়ান বলেন, আলী ইবনু বাযীমাহকে আমি কূবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন, (এটা হলো) তবলা। **(সহীহাহ্ হা. ২৪২৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানে (২/১৩১) এবং আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (১/২৭৪); আবূ আহমাদের সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও শাইখানের রাবী। বুখারী (১০/৪৬৩); মুসলিম (১/৩৫)-তে হাদীসটির মুতাবাআত উল্লেখ রয়েছে।

٩١٢- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عُقْرَ فِى الْإِسْلَامِ. (الصحيحة:٢٤٣٦)

৯১২. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামে তরবারি দ্বারা উটের দাঁড়ানোবস্থায় পা-সমূহ কাটার কোন প্রথা নেই। **(সহীহাহ্ হা. ২৪৩৬)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানে (২/৭১); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (৩/১৯৭); রামাহুর-মুযী তাঁর আল-মুহাদ্দীসুল ফাসিল এর ৪৬ পৃষ্ঠায় আব্দুর রাজ্জাকের তরীকে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে শাইখানের শর্তে সহীহ বলেছেন।

٩١٣- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَتْ اِمْرَأَةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ : لَوْ وَلَدَتْ اِمْرَأَةُ فُلَانٍ نَحَرْنَا عَنْهُ جَزُوْرًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَا ، وَلٰكِنَّ السُّنَّةَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. (الصحيحة:٢٧٢٠)

৯১৩. আ'তা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা আয়িশা (রা.)-এর সম্মুখে বললেন যে, অমুকের স্ত্রীর সন্তান হলে আমরা তার পক্ষ থেকে একটি উট যবেহ করব। আয়িশা (রা.) বললেন, "না"। বরং সুন্নাত হলো ছেলের পক্ষ থেকে দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করা। (সহীহাহ্ হা. ২৭২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু রাহভুয়াহ তাঁর মুসনাদে (৪/১০৯/২) আব্দুল্লাহ ইবনু ইদ্রীস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ সানাদে উল্লিখিত আ'তা আ'তা ইবনু আবী রাবাহ হয় অন্যথায় নয় এবং হাদীসটির একাধিক তুরুক ও শাওয়াহেদ বিদ্যমান। তার একটি তরীক বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩০১)-এ এবং ইবনু আবী মুলাইকা তার তারীখে উল্লেখ করেছেন। ইরওয়াউল গালীল (৪/৩৯০) এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (৪/৩২৮/৭৯৫৬) এও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

٩١٤- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ. (الصحيحة:٦٧٥)

৯১৪. আবূদদারদা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মাতা-পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, সর্বদা মদ্যপায়ী এবং তাকদীরে অবিশ্বাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহাহ্ হা. ৬৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/২০৩, ৬/৪৪১); ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফে (৮/৮, ৩৫৬); ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে (৬/২৫৭); ইমাম সুয়ূতী তাঁর আদ্-দুররুল মানসুরে (২/৩২৩), (৪/১৭৬); আল্লামা আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: (৪৩ ৭৭৬); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৯/৪৫২) এবং ইবনুল জাওযী তাঁর আল-মাউযুআতে (৩/১১০)-তে উল্লেখ করেছেন।

٩١٥ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ وَلَدُ زِنْيَةٍ.

(الصحيحة: ٦٧٣)

৯১৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, উপকার করে খোঁটাদানকারী এবং নিত্য মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহাহ্ হা. ৬৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম সূয়ুতী তার আদ্দুররুল মানসুরে (২/৩২৫); আলী মুত্তাকী তাঁর কানযুল উম্মালে (৪৩৯৯৬) ও ৪৪০৩৬); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদে (১২/২৩৯); ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মুজামের হাঃ ২০১২৯-এ এবং ইমাম ইবনুল জাওযী তাঁর আল-মাউযুআতে (২/১১০) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি তাঁর একাধিক শাওয়াহিদ এবং মুতাবাআত এর কারণে সহীহ।

٩١٦ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قَاطِعُ رِحْمٍ.

(الصحيحة: ٦٧٨)

৯১৬. আবূ মূসা আলআশ‘আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিত্য মদ্যপায়ী, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী এবং জাদু-টোনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহাহ্ হা. ৬৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হাঃ ৩৩৭৬; মুনযিরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীবে (৩/২৫৪, ২৫৫, ৪৩৭); আলী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হাঃ ১৩১৯৯; ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীর (১০/৪১৫); আবূ নু‘আঈম তাঁর আল-হিলয়ার ৯/২৫৪ (৩/৩০৯) এবং খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখের (১১/১৭) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٩١٧ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا. (الصحيحة: ١٧٥)

৯১৭. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। (সহীহাহ্ হা. ১৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

মুসলিম (৬/১১০-১১১) উমার ইবনু হামযা এর সূত্রে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি এই শব্দে দুর্বল। তবে ভিন্ন শব্দে সহীহ আর এ কারণেই আমি হাদীসটি এখানে সংকলন করেছি। সহীহ হাদীসটি আবূ যিয়াদ আত্-তওহান রিওয়ায়াত করেছেন। যা নিম্নরূপ:

قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ :قِهْ، قَالَ. لِمَهْ؟ قَالَ. أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ قَالَ : لَا. قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ! الشَّيْطَانُ !!

আহমাদ তাঁর মুসনাদে হা: ৭৯৯০; দারেমী (২/১২১); তহাবী (৩/১৯); বায্যার হা: ২৮৯৬-এ সহীহ সানাদে শু'বার সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৯১৮ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. (الصحيحة:٣٤٤)

৯১৮. উমার ইবনু আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে আমি ছোট বালক ছিলাম। আমার হাত (খাবারের) পাত্রে এদিক-সেদিক ঘুরছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে বালক! যখন (খাবার) খাবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলবে, ডান হাতে খাবে এবং তোমার সম্মুখ হতে খাবে। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/২/২)-তে উবাইদ ইবনু গান্নাম এর সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ্। শাইখাইন একাধিক তুরুকে ওহাব থেকে এই সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা (৮/২৯২); ইরওয়াউল গলীল হা: ১৯৬৮।

-: পঞ্চম অধ্যায় :-

اَلْإِيْمَانُ وَالتَّوْحِيْدُ وَالدِّيْنُ وَالْقَدْرُ

ঈমান, তাওহীদ, দ্বীন এবং কদর প্রসঙ্গ

٩١٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا هٰذَا الْحَيَّ: مِنْ رَبِيْعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِيْ شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُوْ إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ، فَقَالَ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَعَقَدَ وَاحِدَةً، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيْرِ، وَالْمُقَيَّرِ. (الصحيحة:٣٩٥٧)

৯১৯. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের এক প্রতিনিধি দল যখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে পৌঁছল। তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আমাদের এবং আপনার মধ্যবর্তীস্থলে কাফের মুযার গোত্র অন্তরায়স্বরূপ রয়েছে। তাই মাহে হারাম ব্যতীত অন্য মাসে আমরা আপনার নিকট আসতে পারব না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে এমন বিষয়ে নির্দেশ দিন যার উপর আমরা আমল করব এবং অপর লোকদেরকে এর প্রতি আহবান করব। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিসের নির্দেশ করছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি: (প্রথমে) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আদেশ করলেন। এরপর তার ব্যাখ্যা করে বললেন, (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা

হলো) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সলাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, এবং রমযানের রোযা, রাখা। এতদ্ব্যতীত গনীমতের (জেহাদলব্ধ মালের) "খুমুস" এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট জমা) দেওয়া। অত:পর তিনি তাদেরকে চারটি শরাব পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করলেন: মাটির সবুজ পাত্রবিশেষ, কদুর খোলস, কাঠের পাত্রবিশেষ এবং তৈলাক্ত পাত্রবিশেষ। **(সহীহাহ্ হা. ৩৯৫৭)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তার সহীহার ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠায়; ২য় খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠা; মুসলিম সহীহ-এর ঈমান অধ্যায়ে ২৩-২৬ আবূ দাঊদ সুনানের হা. ৩৬৯২ নাসায়ী সুনানে ৮ম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায়; ইমাম আহমাদ মুসনাদে ৩য় খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী সুনানে কুবরাতে ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৯৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা সহীতে ৩০৭ হা: ২২৪৫; ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থ ৪র্থ খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায় এবং তাবারানী মু'জামে কাবীরে ১২শ খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٢٠- عَنْ أَبِىْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْشِرُوْا أَبْشِرُوْا أَلَيْسَ تَشْهَدُوْنَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرْفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِيْكُمْ . فَتَمَسَّكُوْا بِهِ . فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوْا وَلَنْ تَهْلَكُوْا بَعْدَهُ أَبَدًا. (الصحيحة:٧١٣)

৯২০. আবূ শুরাইহ আল-খুযাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও। তোমরা কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ কোরআন হলো রশিস্বরূপ যার এক পার্শ্ব আল্লাহর হাতে এবং অপরপার্শ্ব তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা একে আঁকড়ে ধর। কেননা এরপরে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংস হবে না। **(সহীহাহ্ হা. ৭১৩)**

হাদীসটি সহীহ।

Contents

হাফিয ইবনু হাজার হাদীসটি তাঁর আলমাতালিবুল আলিয়া (আত্-তুরাসিল ইসলামী) এর হাঃ ৩৫০৮ এ উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদের কারণে সহীহ।

٩٢١- عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعِىَ نَفَرٌ مِّنْ قَوْمِىْ، فَقَالَ: أَبْشِرُوْا وَ بَشِّرُوْا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ صَادِقًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُبَشِّرُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ (رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَدَّكُمْ؟ قَالُوْا: عُمَرُ، قَالَ: لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ؟) فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا يَتَّكِلُ النَّاسُ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (الصحيحة:٧١٢)

৯২১. আবূ বাকর ইবনু আবূ মূসা তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন আমি একদা আমার গোত্রের একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, অনুপস্থিতদেরকে তোমরা সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও যে, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অত:পর আমরা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে বের হয়ে লোকদেরকে সুসংবাদ দিলাম। উমার (রা.) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে গেলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তোমাদেরকে বারণ করল? তারা বলল, উমার। তিনি বললেন, উমার! তাদেরকে বারণ করেছ কেন? অত:পর উমার (রা.) বললেন, লোকেরা তখন এর উপর নির্ভর করে বসবে। বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। (সহীহাহ্ হা. ৭১২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৪১১ পৃষ্ঠায়; হাফিয হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ১০ম খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায়; ১ম খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় এবং তাঁর রচিত মাওয়ারিদে যমআনে হাঃ ১৭৯২; আলী আল-মুত্তাকী আলহিন্দী কানযুল উম্মালে হাঃ ১৩১ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে।

٩٢٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَ مُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ. (الصحيحة:٧٧٨)

৯২২. ইবনু আব্বাস (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত তিন ব্যক্তিঃ হারামের পবিত্রতা নষ্টকারী, ইসলামে জাহিলিয়্যাতের রীতি অন্বেষণকারী এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাতের উদ্দেশ্যে কারো রক্ত অন্বেষণকারী। **(সহীহাহ্ হা. ৭৭৮)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহার ৯/৭ পৃষ্ঠায়। তাবারানী মু'জামে কাবীরে হাঃ ৩৭৪৮০; হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীরের ৪র্থ খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায় এবং সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারীর' ১২শ খণ্ডের ২১০ পৃষ্ঠায়। আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হাঃ ৪৩৮৩৩ এবং বাইহাকী তার আসসুনানুল কুবরার ৮ম খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٢٣ـ عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِي الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ: أَتَى حِبْرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! نِعْمَ الْقَوْمِ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ! قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَمَا ذَاكَ. قَالَ. تَقُوْلُوْنَ إِذَا حَلَفْتُمْ: وَالْكَعْبَةِ. قَالَتْ: فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ قَالَ. فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! نِعْمَ الْقَوْمِ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ نِدًّا! قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! وَمَا ذَاكَ قَالَ: تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ. قَالَتْ: فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ قَدْ قَالَ ، فَمَنْ قَالَ : مَا شَاءَ اللهُ فَلْيَقُلْ مَعَهَا : ثُمَّ شِئْتُ . (الصحيحة:١١٦٦)

৯২৩. কুতাইলা বিনতি সাইফী আল জাহনিয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক পণ্ডিত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া মুহাম্মাদ! তোমরা কতইনা উত্তম সম্প্রদায় তবে যদি তোমরা শিরক না করতে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! (আশ্চর্য!) সেটা কি? সে বলল, তোমরা শপথের সময় বল, "কা'বার শপথ" কুতাইলা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। অত:পর বললেন, "সে যা বলেছে সত্যই বলেছে, সুতরাং কেউ শপথ করলে যেন কা'বার প্রভুর শপথ করে। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমরা কতইনা উত্তম সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর অংশীদার স্থির না করতে। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! সেটা কি? সে বলল, তোমরা বল, যে আল্লাহ ইচ্ছে করেছেন এবং আমি ইচ্ছা করেছি। কুতাইলা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নিরব রইলেন অত:পর বললেন, সে সত্যই বলেছে। সুতরাং তোমাদের কেউ "আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন" বললে তার সঙ্গে যেন একথাও বলে যে, "অত:পর আমি ইচ্ছা করলাম"। (সহীহাহ্ হা. ১১৬৬)

হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ।

হাদীসটি ইমাম তহাবী শরহু মুশকিলিল আসারের (১/৯১); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৩৭১, ৩৭২); ইবনু সা'দ তাঁর আত্-তবাকাতে (৮/৩০৯) এবং হাকিম আল-মুসতাদরাকে (৪/২৯৭) আল-মাসউদীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটির সকল রাবী সিকাহ আল-মাসউদী ব্যতীত। হাকিম সানাদটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন।

٩٢٤ـ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوْا الْكَبَائِرَ وَسَدِّدُوْا وَأَبْشِرُوْا . (الصحيحة:٨٨٥)

৯২৪. জাবির (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, (লোকদেরকে) পথ দেখাও এবং সুসংবাদ দাও। (সহীহাহ্ হা. ৮৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায়। হাফিয ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায়। তবারী তার তাফসীর গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায়। হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় ভিন্ন শব্দে তাবারানী মু'জামে কাবীরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

٩٢٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَاجَعَهُ فِيْ بَعْضِ الْكَلَامِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَعَلْتَنِيْ مَعَ اللهِ عَدْلًا (وَفِيْ لَفْظٍ: نِدًّا!)، لَا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ. (الصحيحة:١٣٩)

৯২৫. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে কোন এক বিষয়ে পালাক্রমে কথা বলল, অত:পর এক পর্যায়ে সে বলল, আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আমি চেয়েছি। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহর সঙ্গে আমাকে অংশীদার সাব্যস্ত করছ? না বরং একমাত্র আল্লাহই ইচ্ছা করেছেন। **(সহীহাহ্ হা. ১৩৯)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাঃ ৭৮৩; ইবনু মাজাহ হাঃ ২১১৭; তহাবী তার 'মুশকিলুল আসারের' (১/৯০); বাইহাকী (৩/২১৭); আহমাদ (১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭); তাবারানী আলকাবীরে (১/১৮৬/৩); আবূ নুআঈম আল-হিলয়ায় (৪/৯৯); তারীখে বাগদাদে (৮/১০৫); তারীখে দিমাশক (২/৭/১২)-তে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٩٢٦ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْصُوْا لِيْ كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا. قَالَ: فَابْتُلِيْنَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّيْ إِلَّا سِرًّا. (الصحيحة:٢٤٦)

৯২৬. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সংখ্যা গণনা করে রাখ। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আমাদের নিয়ে ভয় করছেন অথচ আমরা ৬০০ থেকে ৭০০ জন? অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জানো না, সম্ভবত তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর আমাদেরকে পরীক্ষা করা হলো এমনকি আমাদের লোকেরা গোপনে গোপনে সলাত আদায় করত। **(সহীহাহ্ হা. ২৪৬)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৯১); আবূ আওয়ানা তার সহীহর (১/১০২); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩৯২); ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ৬২৪০; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৮৪) এবং আল-মাহামেলী তাঁর আল-আমালীর (১/৭১/২)-তে একাধিক সূত্রে হুযাইফা (রা.) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٢٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا: اِحْلِفُوْا بِاللهِ وَ بَرُّوْا وَ اصْدُقُوْا ، فَإِنَّ اللهَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِهِ. (الصحيحة:١١١٩)

৯২৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমরা আল্লাহর নামে শপথ কর, নেক কাজ কর, এবং সত্য কথা বল। কেননা আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কারো শপথ করাকে অপছন্দ করেন। **(সহীহাহ্ হা. ১১১৯)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সাহমী তার তারীখে জুরজানের হা: ২৮৮; সাকাফী তার আস্ সকাফীয়্যাত এর (৩য় খণ্ড, নাম্বার ১৫) এবং আবূ নুআঈম আল হিলয়ার (৭/২৬৭)-এ আফ্ফান ইবনু সাইয়্যার এর সূত্রে ইবনু উমার থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সকলেই সিকাহ্। হাদীসটির অন্য আরো একটি সূত্র রয়েছে। সুতরাং হাদীসটি সকল সূত্রের সমষ্টিতে সহীহ।

٩٢٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : اَلْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ. (الصحيحة:٨٨١)

৯২৮. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম কোনটি? তিনি বললেন, উদার সরল (ইসলাম) ধর্ম। **(সহীহাহ্ হা. ৮৮১)**

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ হাঃ (১/২৩৬); আল-মুজামুল কাবীর ১১/২২৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ (১/৬০); মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক হাঃ ২০৫৭৪; আল-হাবী লিল ফাতাওয়া (২/২২১); আদ-দুররুল মানসুর (১/১৪০); আল-আদাবুল মুফরাদ হাঃ ২৮৭; তাফসীর ইবনু কাসীর (৩/৩৭৬)।

٩٢٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: أُخِّرَ الْكَلَامُ فِى الْقَدْرِ لِشِرَارِ أُمَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ. (الصحيحة:١١٢٤)

৯২৯. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। শেষ জমানায় আমার উম্মতের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের তাকদীর সম্পর্কে ফায়সালা বিলম্বিত করা হয়েছে। **(সহীহাহ্ হা. ১১২৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনুল আ'রাবী তাঁর আল-মু'জামে (৩/১, ২/৩৭); দুলাবী তাঁর আলকুনার (২/৩৮); বায্যার তাঁর মুসনাদের (২৩০ পৃষ্ঠা); ইবনু আবূ আসিম তার আস্ সুন্নাহ হাঃ (৩৫০)-এর হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (২/৪৭৩)-এ এবং আল-জুরজানী তাঁর আলফাওয়ায়েদের (২/৩০)-এ্ আনবাসাহ এর সূত্রে মারফূআন আবূ হুরায়রা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٣٠- عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَهُ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَالَكَ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُخْرُجْ أُخْرُجْ فَنَادِ فِى النَّاسِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ عُمَرُ: اِرْجِعْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّىْ أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوْا عَلَيْهَا. فَرَجَعْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَارَدَّكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ. فَقَالَ: صَدَقَ. (الصحيحة:١١٣٥)

৯৩০. সুলাইম ইবনু আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ বাকর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাইরে বের হয়ে লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তার জন্য জান্নাত অবধারিত। তিনি বলেন, এরপর আমি বের হলে উমার ইবনুল খাত্তাব আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বলল, আবূ বাকর কি হয়েছে?

আমি বললাম, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বাইরে বের হয়ে একথার ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। উমার বললেন, আপনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে যান। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, লোকেরা এর উপর নির্ভর করে বসবে। (আবূ বাকর বলেন) অত:পর আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, ফিরে আসলে কেন? অত:পর উমারের কথা তাকে (খুলে) বললে তিনি বলেন, সে (উমার) সত্য বলেছে। (সহীহাহ্ হা. ১১৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে ৩৫ পৃষ্ঠা; সুয়াইদ ইবনু সাঈদের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি যঈফ সানাদে সুয়াইদ ইবনু সাঈদ থাকার কারণে। বাস্তবে সুয়াইদ সদূক রাবী দুর্বল নয়। আল-জামেউল কাবীর (১/২৭/২) এবং ইবনু হিব্বান হা: ৭ তেও হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।

٩٣١ـ عَنْ أَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىْ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَلْهُجَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلٰى مَ تَدْعُوْ قَالَ: أَدْعُوْ إِلٰى اللهِ وَحْدَهُ، الَّذِىْ إِنْ مَسَّكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِىْ إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ دَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ، وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ. (الصحيحة: ٤٢٠)

৯৩১. আবূ তামীমাহ্ আল-হুজাইমী বালহাজীমের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কিসের প্রতি আহবান করেন? তিনি বললেন, আমি (তোমাদেরকে) এ কথার প্রতি আহবান করি যে, আল্লাহ এক, যাকে কোন মুছীবতে পড়ে তুমি তাকে ডাকলে তিনি তোমার মুছীবত দূর করেন। তৃণ-পানিহীন বিজন প্রান্তরে হারিয়ে গিয়ে তাকে ডাকলে তিনি তোমাকে তোমার (ঠিকানায়) ফিরে দেন। তিনি ঐ সত্ত্বা যাকে দুর্ভিক্ষে পড়ে তুমি ডাকলে তোমাকে স্বচ্ছলতা দান করেন। **(সহীহাহ্ হা. ৪২০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৬৪) এ আফফান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও বুখারীর রাবী। হাদীসটি দুলাবী তার 'আল-কুনা ওয়াল আসমা'র ২০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তারীখে বাগদাদ (৮/২২১-২২৩)-এও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

٩٣٢ـ عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ (أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ) قَالَ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُوا النَّاسَ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفْتِنَا فِىْ شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرِ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيْرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ، فَقَالَ: أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (٦ـ٩٩): وَعَلِّمَا، بَدَلَ: وَلَا تُعَسِّرَا. (الصحيحة: ٤٢١)

৯৩২. আবূ বুরদা (রা.) তার পিতা আবূ মূসা আল-আশ'আরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে এবং মু'আযকে রাসূল যখন ইয়ামানে পাঠালেন তখন বললেন, তোমরা লোকদেরকে (আল্লাহর প্রতি) ডাকবে, সুসংবাদ দিবে আতঙ্কিত করে দূরে সরাবে না, সহজ করবে এবং কঠিন করবে না। অত:পর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইয়ামানে আমরা যে পানীয়দ্বয় প্রস্তুত করতাম তার বিধান সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

"বিতউ" (তথা) মধুর তৈরি মদ, যখন তা ঘন হয়ে যায় এ সম্পর্কে, এবং মিযরু (তাপ) জোয়ার থেকে তৈরি মদ যখন তা ঘন হয়ে যায় তা সম্পর্কে? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপক অর্থবোধক উক্তি প্রদান করা হয়েছে। অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সলাতে নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক নেশার বস্তু থেকে আমি (তোমাদেরকে) নিষেধ করি। মুসলিমের বর্ণনায় "কঠোরতা করনা" এর স্থলে "অবগত কর" শব্দ এসেছে। (সহীহাহ্ হা. ৪২১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হাঃ (৬/১০০) এ যায়েদ ইবনু আবী উনাইসার তরীকে সাঈদ ইবনু আবু বুরদাহ থেকে এবং আবু বুরদাহ তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে (৬/৯৯) وَلَا تُعَسِّرَا। শব্দের পরিবর্তে عَلِّمَا শব্দ এসেছে।

٩٣٣ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَه، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيحة: ٣٩٥٩)

৯৩৩. আবু হুরাইরা (রা.) মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তার জন্য (তার) প্রত্যেক সৎকাজ যা সে করে তার ১০ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। আর তার অসৎ কাজ– যা সে করে তার অনুরূপই (তথা মাত্র এক গুণই) লেখা হয়, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর দরবারে গিয়ে পৌঁছে। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহার 'কিতাবুল ঈমান' হাঃ ৫৯, ২০৫; ইমাম বাগাভী তার মাসাবীহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা; খতীবে তাবরীযী মেশকাতুল মাসবীহে হাঃ ৪৪৫; হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে ১ম খণ্ড ১০০পৃষ্ঠা; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হাঃ ২৬৬, ২৯৫ এবং ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদের' ২য় খণ্ড ৩১৭ পৃষ্ঠা রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٣٤ـ عَنْ أَبِىْ عَزَّةَ الْهُذَلِىْ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيْهَا حَاجَةً. (الصحيحة: ١٢٢١)

৯৩৪. আবূ ইয়যা আল-হুযালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ কোন ভূমিতে কোন বান্দাকে মৃত্যু দিতে চাইলে সে ভূমিতে তার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। **(সহীহাহ্ হা. ১২২১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আদি তাঁর আল-কামেলে (২/২৩৬) এবং আবূ নুআঈম আল-হিলয়ার (৮/৩৭৪)-এ উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ হামিদ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলব: উবাইদুল্লাহ মাতরুকুল হাদীস তবে আইয়ূব থেকে এর মুতাবাআত রয়েছে যা বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হাঃ ১২৮২; ইবনু হিব্বান সহীহর হাঃ ১৮১৫; দুলাবী আল-কুনার (১/৪৪); আহমাদ মুসনাদের (৩/৪২৯); রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম মুসতাদরাকের (১/৪২)-এ হাদীসটিকে সহীহ আলাশ শর্তে শাইখাইন বলে উল্লেখ করেছেন।

٩٣٤ـ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ ، فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَ مُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَلْقِصَاصُ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَ السَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا. (الصحيحة: ٢٤٧)

৯৩৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন ইসলাম আনে এবং উত্তমরূপে মুসলমান হয় তখন সে যত নেককাজ করেছে (তার

আমলনামায়) তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যত অসৎকাজ করেছে তা নিঃশেষ করে দেয়া হয়। এরপর শুরু হয় প্রতিশোধের পর্ব: প্রত্যেক নেকীকে দশগুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত লেখা হয়ে থাকে। আর অসৎকাজ তার অনুরূপই (মাত্র একগুণই) লেখা হয়। তবে আল্লাহ যদি (নিজ গুণে) তাঁকে ক্ষমা করে দেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। (সহীহাহ্ হা. ২৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/২৬৭-২৬৮) সফওয়ান ইবনু সালেহের সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ। ইমাম বুখারী সানাদটি তাঁর সহীহতে মুআল্লাকান বর্ণনা করে বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেন, আমাকে যাইদ ইবনু আসলাম হাদীসটি সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। হাদীসটি হাসান ইবনু সুফিয়ান, ইমাম বাযযার, ইসমাঈল ও দারাকুতনী তাঁর গারায়েবে মালিকে এবং ইমাম বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ঈমানে ভিন্ন তুরুকে মালিক (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٣٦ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ تَعَالٰى بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا. فَيَصْعَقُوْنَ ، فَلَا يَزَالُوْنَ كَذٰلِكَ حَتّٰى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيْلُ، حَتّٰى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيْلُ فزِعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ ، قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: يَا جِبْرِيْلُ! مَاذَا قَالَ رَبُّكَ. فَيَقُوْلُ: اَلْحَقَّ. فَيَقُوْلُوْنَ: اَلْحَقَّ اَلْحَقَّ.

(الصحيحة:١٢٩٣)

৯৩৬. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন প্রত্যাদেশ করেন তখন আকাশবাসী পাথরের উপর শৃঙ্খল টানার ন্যায় আকাশের ঝনঝন শব্দ শুনতে পায় এবং তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এবং জিব্রাঈলের আগমন পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকে। অত:পর যখন জিব্রাঈল আগমন করেন তখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরীত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, অত:পর তারা বলে, হে জিব্রাঈল! আপনার রব কি বলেছেন? জিব্রাঈল বলেন, সত্য। অত:পর তারা বলে, "সত্য, সত্য"। (সহীহাহ্ হা. ১২৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

Contents

হাদীসটি আবূ দাউদ তাঁর সুনানের (২/৫৩৬-৫৩৭); ইবনু খুযাইমা আত্ তাওহীদের পৃ: (৯৫-৯৬); বাইহাকী আল-আসমা ওয়াস্‌সিফাতের ২০০ পৃষ্ঠায় আবু মুআবিয়ার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেছেন: হাদীসটির সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

٩٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ. وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتُ. (الصحيحة:١٠٩٣)

৯৩৭. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ শপথ করলে যেন (এ কথা) না বলে, "আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আমি চেয়েছি" বরং সে যেন বলে, আল্লাহ যা চেয়েছেন অত:পর আমি চেয়েছি। (সহীহাহ্ হা. ১০৯৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৬৫০) ঈসা ইবনু ইউনুস এর সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং আল-আজলাহ ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও সহীহাইনের রাবী। মুসনাদে আহমাদ হা: ১৮৩৯, ১৯৬৪, ২৫৬১-তে একাধিক তুরুকে আল-আজহাহ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٩٣٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ وَكَانَ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ. (الصحيحة:٥٠٩)

৯৩৮. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করতে থাকে, তখন তার (অন্তর) থেকে ঈমান বের হয়ে যায়, এবং তার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে। অত:পর যখন সে এই অপকর্ম থেকে বিরত হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে। (সহীহাহ্ হা. ৫০৯)

হাদীসটি সহীহ।

Contents

হাদীসটি এই শব্দ ছাড়া অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে হাঃ ৩৬ ও ৩৫ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম তাঁর মুসতাদরাক আলা সহীহাইনে ১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা; ইমাম বাগাবী মাসাবিহুস সুন্নাহে ১ম খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতুল মাসাবীহে হাঃ ৬০ এবং হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হাঃ ১২৯৯৯ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٣٩ـ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ شَىْءٌ فَدَعْهُ. (الصحيحة:٥٥٠)

৯৩৯. আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঈমান কি? (অর্থাৎ ঈমানে বিশুদ্ধতার পরিচয় কি?) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমার সৎকর্ম তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকর্ম তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি (বিশুদ্ধ) মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অসৎকাজ (গোনাহ) কি? নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে, তখন (মনে করবে যে, সেটা অসৎকাজ এবং) তা ছেড়ে দিবে। (সহীহাহ্ হা. ৫৫০)

হাদীসটি সহীহ।

হাফিয আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে হাঃ ২৮৪ আবু আব্দুল্লাহ হাকিম মুসতাদরাক আলা সহীহাইনে ১ম খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা; ইমাম আহমাদ মুসনাদে ৫ম খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠা; তাবারানী তাঁর মু'জামে কাবীরে ৮ম খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠা এবং ইমাম হাইসামী মাওয়ারিদুজজামআনে হাঃ ১০৩-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٤٠ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ. (الصحيحة:١٣٢٧)

৯৪০. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি যে সৎকাজ করেছি এটা কিভাবে বুঝব? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার প্রতিবেশীদেরকে যখন বলতে শুনবে যে তুমি সৎকাজ করেছ তখন (বুঝবে যে) তুমি সৎকাজ করেছ। আর যখন তাদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি অন্যায় করছ তখন (বুঝবে যে) তুমি অন্যায় করেছ। **(সহীহাহ্ হা. ১৩২৭)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি নাসায়ী তাঁর 'মাজলিসুন মিনাল আমালির' (২/৫৫)-এ ইসহাক ইবনু ইবরাহীমের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী (২/৭৭/৩); ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন। মিশকাত হা: ৪৯৮৮; আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে এর একটি শাওয়াহেদ পাওয়া যায় যা নাসায়ী উল্লেখ করেছেন (২/৫৬)।

٩٤١ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ! فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.

(الصحيحة: ٣٣٨٥)

৯৪১. ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যখন তার (অপর) ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করে, সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল। আর মু'মিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার অনুরূপ। **(সহীহাহ্ হা. ৩৩৮৫)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী সহীহের ৮ম খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা; ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ২য় খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা; ইমাম বাগাভী মাসাবীহুস সুন্নাহে ১৩শ খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠা; ইমাম ত্বহাবী শরহু মুশকিলুল আসারে'র ১ম খণ্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠা; ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদে ৮ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা; তাবারানী মু'জামে কাবীরে ১৮শ খণ্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা এবং মুনযিরী তাঁর 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবে'র ৩য় খণ্ড ৪৬৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٤٢ـ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُوْداً حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فِيْ نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِيْنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا،

وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِيْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِلأَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً؛ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيْعٌ يَدْخُلُ فِىْ جَوْفِ حَائِطٍ مِّنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيْعُ: الْجَدْوَلُ، فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُوْ هُرَيْرَةَ. فَقُلْتُ: نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: مَاشَأْنُكَ؟. قُلْتُ: كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هٰذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِيْ! فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! ، وَأَعْطَانِىْ نَعْلَيْهِ، قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ؛ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُه؛ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. وَقَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَنِىْ بِهِمَا: مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ؛ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَخَرَرْتُ لِإِسْتِىْ فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عِيْشَةً، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِىْ عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى إِثْرِيْ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟!. قُلْتُ: لَقِيْتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ بَعَثْتَنِىْ بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِإِسْتِيْ؛ قَالَ: ارْجِعْ! قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟!. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ ؛ مَنْ

Contents

لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ، بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ! قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُوْنَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَخَلِّهِمْ .(الصحيحة: ٣٩٨١)

৯৪২. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা একদল লোক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে বসেছিলাম এবং আমাদের সাথে আবূ বাকর ও উমার (রা.)ও ছিলেন। হঠাৎ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমরা শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, না জানি তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং (রাসূলের সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাশে) বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথমে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালাশে বের হয়ে পড়েছিলাম। এমনকি তালাশ করতে করতে আমি বনী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের নিকট পৌঁছলাম। তার চারদিক ঘুরে দেখলাম, কোথাও কোন দরজা পাওয়া যায় কিনা; কিন্তু তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখি, বাইরের একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে আর "রাবীউ" অর্থ ছোট নালা। তিনি বলেন, আমি খুব সরু হয়ে তাতে প্রবেশ করলাম এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম।

(আমাকে দেখে বিস্ময়ে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হুরাইরা নাকি? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ (রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যাপার কি? (তুমি এখানে কেন?) আমি বললাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, হঠাৎ উঠে চলে এলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমাদের ভয় হতে লাগল (আল্লাহ না করুন) না জানি আপনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এজন্য আমরা সকলেই

ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অত:পর (তালাশ করতে করতে) এই বাগানের দিকে আসি এবং শৃগালের ন্যায় খুব সরু হয়ে এতে প্রবেশ করি। আর এই লোকসকল আমার পিছনে (রাসূলের সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদের অপেক্ষায়) আছে।

অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জুতা দুটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হে আবূ হুরাইরা! (তুমি আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ) আমার এই জুতা দুটি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাহিরে এরূপ যে ব্যক্তিরই তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়, যে অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বুদ নেই" বলে সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিবে। (আমি বাইরে আসলে) প্রথমেই উমারের (রা.) সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরাইরা! এই জুতা দুটি কেন? আমি বললাম, এটা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতা। এটা সহকারে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য পেলে, যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই।

(এটা শুনে) উমার আমার বুকের উপর এমন ঘুষি মারলেন, যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অত:পর তিনি বললেন, ফিরে যাও আবূ হুরাইরা! আমি আশ্রয়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। (দেখি) উমারও আমার ঘাড়ে সাওয়ার হয়েছেন। তিনিও আমার পিছনে পিছনে এসে পৌঁছেছেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে কাঁদতে দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হলো আবূ হুরাইরা? আমি বললাম, (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বাইরে) আমি প্রথমেই উমারকে পাই এবং যখনই আমি তাঁকে এ সুসংবাদ দেই, যার জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অত:পর তিনি [উমার (রা.) আমাকে] বললেন, ফিরে যাও?

(এটা শুনে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন এরূপ করলে হে উমার? উমার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হউক, আপনি আপনার জুতা সহকারে আবূ হুরাইরাকে এজন্য পাঠিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই তাকে সে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়"? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। উমার বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দয়া করে) এরূপ করবেন না। আমার আশঙ্কা হয়, পিছনে লোকেরা এর উপর ভরসা করে বসবে (এবং আমল ছেড়ে দিবে) সুতরাং তাদেরকে আমল করতে দিন। (একথা শুনে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা তাদেরকে আমল করতে দাও। **(সহীহাহ্ হা. ৩৯৮১)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ হাজ্জাজ মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমানে হা: ৫২ এবং হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এই হাদীসটি অন্য শব্দে মুসনাদে আবী আওয়ানাতে ১ম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

٩٤٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَّدَعَهُنَّ النَّاسُ: اَلنِّيَاحَةُ وَ الطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَ الْعَدْوَى: أَجْرَبَ بَعِيْرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيْرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيْرَ الْأَوَّلَ! وَ الْأَنْوَاءُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا. (الصحيحة: ٧٣٥)

৯৪৩. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের চারটি জিনিস এমন রয়েছে যা তারা কখনো বর্জন করবে না: বিলাপ করা, মর্যাদা নিয়ে নিন্দা করা, রোগে সংক্রামক হওয়া বলা, চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট (এসে মিশে) একশত উটকে চর্ম রোগাক্রান্ত করল এমনটি বলা, আচ্ছা তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা থেকে আসল? এবং "আনওয়া" (তারকার উদয় বা অস্ত যাওয়ার দরুন

বৃষ্টি হওয়া)। (যেমন তারা বলত,) অমুক তারকা অস্ত বা উদয়ের কারণে আমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। (সহীহাহ্ হা. ৭৩৫)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহা'র 'কিতাবুল জানাইযে' হাঃ ২৯; ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে হাঃ ১০০১; ইমাম আহমাদ মুসনাদে ২য় খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠা; বাইহাকী সুনানে কুবরাতে ৪র্থ খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা; ইমাম বাগাভী মাসাবীহুস সুন্নায় ৫ম খণ্ড ৪৩৭ পৃষ্ঠা; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতে হাঃ ১৭২৭ এবং মুনযিরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ৪র্থ খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٤٤ـ عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوْعًا: أَرْبَعٌ فِىْ أُمَّتِىْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ: اَلْفَخْرُ فِى الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْأَنْسَابِ وَ الْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَ النِّيَاحَةُ. (الصحيحة:٧٣٤)

৯৪৪. আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত; আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের ৪টি জিনিস এমন রয়েছে যা তারা কখনো ছাড়বে নাঃ (ক) মর্যাদা নিয়ে নিন্দা করা; (খ) বংশ নিয়ে নিন্দা করা; (গ) ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা এবং (ঘ) বিলাপ করা। (সহীহাহ্ হা. ৭৩৪)

হাদীসটি সহীহ্।

এই শব্দে হাদীসটি আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফে ৩য় খণ্ড ৩৯০ পৃষ্ঠা; আহমাদ মুসনাদে ৫ম খণ্ড ৩৪৪ পৃষ্ঠা; রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য শব্দে হাদীসটি ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ৮ম খণ্ড ১২৯ পৃষ্ঠা এবং ইমাম ত্বহাবী তাঁর শরহুমাআনিল আসারে ৪র্থ খণ্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٤٥ـ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ مَرْفُوْعًا: أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْلُوْنَ بِحُجَّةٍ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ وَ رَجُلٌ أَحْمَقُ وَ رَجُلٌ هَرِمٌ وَ مَنْ مَاتَ فِى الْفَتْرَةِ. فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا وَ أَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُوْلُ: جَاءَ الْإِسْلَامُ وَ الصِّبْيَانُ يَقْذِفُوْنَنِىْ بِالْبَعْرِ وَ أَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُوْلُ: لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَ مَا أَعْقِلُ وَ أَمَّا الَّذِىْ مَاتَ عَلَى الْفَتْرَةِ

فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ مَا أَتَانِىْ رَسُوْلُكَ فَيَأْخُذُ مَوَاثِيْقَهُمْ لِيَطْعَنَهُ ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُوْلًا أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ ، قَالَ : فَوَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوْهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَّسَلَامًا. (الصحيحة:١٤٣٤)

৯৪৫. আসওয়াদ ইবনু সা'রী থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। চার শ্রেণির লোক কেয়ামতের দিন দলীল প্রমাণ প্রদর্শন করবে, বধির যে কিছুই শোনে না, নির্বোধ বৃদ্ধ, এবং যে নাবী আগমনের বিরতিতে মৃত্যুবরণ করেছে। বধির বলবে, হে আমার রব! ইসলাম এমন সময় এসেছে যখন আমি কিছুই শোনতাম না। নির্বোধ বলবে, (হে আমার রব! আমার নিকট) ইসলাম এমন সময় এসেছে যখন ছেলেরা আমার প্রতি উটের বিষ্টা নিক্ষেপ করত। বৃদ্ধ বলবে, (হে আমার রব!) ইসলাম (আমার নিকট) এমন সময় এসেছে যখন আমি (কিছুই) বুঝতাম না। আর যে নাবী আগমনের বিরতিতে মৃত্যুবরণ করেছে সে বলবে, হে আমার রব! আমার নিকট আপনার কোন দূত আগমন করিনি। অত:পর তাদের অঙ্গীকারসমূহ তাদেরকে পাকড়াও করবে যাতে তারা তাঁর অনুসরণ করে। অত:পর তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করা হবে এ মর্মে যে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। (বর্ণনাকারী বলেন,) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঐ সত্ত্বার শপথ যার (পবিত্র) হাতে আমার প্রাণ তারা সেখানে প্রবেশ করলে জাহান্নামকে শীতল ও নিরাপদ পাবে। **(সহীহাহ্ হা. ১৪৩৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী (২/৭৯)-তে সহীহ সানাদে কতাদাহর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তার ও আহমাদের সূত্রে দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর আল-মুখতারাহ্ এর (১/৪৬৩)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া মুসনাদে আহমাদ (৪/২৪); সহীহ ইবনু হিব্বান হাঃ (১৮২৭); মুসনাদে দাইলামী (১/১/১৭১); হাদীসু ইবনুল জা'দ (১/৯৪); তাছাড়া আবূ আসিম আস্-সুন্নাহর হাঃ ৩৫৫-এ হাদীসটি ভিন্ন দুটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٩٤٦- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسْلِمْ قَالَ: أَجِدُنِىْ كَارِهًا. قَالَ: أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا. (الصحيحة:١٤٥٤)

৯৪৬. আনাস (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন ব্যক্তিকে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ কর" লোকটি বলল, আমি এটা অপছন্দ করি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর যদিও তোমার নিকট অপছন্দীয় হয়। **(সহীহাহ্ হা. ১৪৫৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ৩/১৯/১৮১ আবূ বাকর আশ্-শাফেয়ী তার اَلرُّبَاعِيَّاتُ এর (১/৯৮/১)-এর এবং দিয়া তাঁর আল-মুখতারাহ এ (২-১/১০০) একাধিক সূত্রে হামীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তিন ওসেতায় বর্ণনা করেছেন।

٩٤٧ـ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ مَرْفُوْعًا: أَسْلَمْتَ عَلٰى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ . (الصحيحة:٢٤٨)

৯৪৭. হাকীম ইবনু হিযাম (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তুমি পূর্বে যে নেককাজ করেছ তার কারণে (আজ তুমি) মুসলমান হয়েছ। **(সহীহাহ্ হা. ২৪৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর (৪/৩২৭, ৫/১২৭, ১০/৩৪৮); ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৭৯); আবূ আওয়ানা তাঁর সহীহর (১/৭২-৭৩) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৪০২)-এ হাকীম ইবনু হিযামের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٤٨ـ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزَاةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ الْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شِبَاعٌ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ! فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَلَا نَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا فَنُطْعِمُهَا النَّاسَ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ طَعَامٍ؛ فَلْيَجِيْءْ بِهِ. فَجَعَلَ يَجِيْءُ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ، وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ. فَكَانَ جَمِيْعُ مَا فِي الْجَيْشِ بِضْعاً وَعِشْرِيْنَ صَاعاً. فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى جَنْبِهِ، وَدَعَا

بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا، وَلَا تَنْتَهِبُوْا. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ فِيْ جِرَابِهِ وَفِيْ غِرَارَتِهِ، وَأَخَذُوْا فِي أَوْعِيَتِهِمْ؛ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْبِطُ كُمَّ قَمِيْصِهِ فَيَمْلَأُهُ، فَفَرَغُوْا وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ! ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ، لَا يَأْتِيْ بِهِمَا عَبْدٌ مُحِقٌّ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ حَرَّ النَّارِ. (الصحيحة: ٣٢٢١)

৯৪৮. উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শত্রুদল তো উপস্থিত তারা পরিতৃপ্ত আর (আমাদের) লোকেরা ক্ষুধার্ত। আনসাররা বলল, আমরা কি আমাদের উটগুলোকে যবেহ করে লোকদেরকে খাওয়াব না? নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে হাযির হয়। অত:পর লোকেরা এক "মুদ" (মাপের একক বিশেষ) এক "সা" (খাদ্যশস্যের মাপ বিশেষ) এবং এর কম বেশ নিয়ে হাযির হলো। অত:পর দেখা গেল সৈন্যে দলের সকল খাবারের পরিমাণ ২০ "সার" কিছুটা বেশি। এরপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে এসে বসে বরকতের দু'আ করলেন। এবং বললেন, "নাও এবং লুট কর না"। সুতরাং লোকেরা তাদের থলি এবং ঝুলিতে ভরতে লাগল এবং তারা তাদের পাত্রে ভরে রাখল। এমনকি ব্যক্তি তার জামার আস্তিন বেঁধে তাতে ভরে নিল। অত:পর (দেখা গেল) তারা (খাবার খেয়ে) অবসর হয়ে গেল (কিন্তু) খাবার যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। অত:পর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর (প্রেরিত) রাসূল। যে সত্যবাদী বান্দা এতদুভয়কে নিয়ে আসবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উষ্ণতা থেকে হেফাজত করবেন। (সহীহাহ্ হা. ৩২২১)

হাদীসটি সহীহ।

আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী হাদীসটি তাঁর কানযুল উম্মাল এর হা: ৩৫৩৫৯ এবং ইবনু কাছীর তাঁর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার (৬/১৩৩) এ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ'র কিতাবুল লুকতার (১৮) এ এবং বাইহাকী তাঁর আস্-সুনানুল কুবরা'র ৪/১৮২ এ ভিন্ন শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٩٤٩ـ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اُعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِى الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ: الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبْوًا فَلْيَفْعَلْ. (الصحيحة:١٤٧٤)

৯৪৯. আবূদ্দারদা (রা.) থেকে তার অন্তিম সময়ে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তা হলে (মনে করবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন। নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণনা করবে এবং মজলুমের বদ-দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে– কেননা তা কবূল করা হয় এবং তোমাদের মাঝে যে ঈশা ও ফজরের সালাতে উপস্থিত হতে সক্ষম সে যেন হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এমনটি করে। **(সহীহাহ্ হা. ১৪৭৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরে, ইবনু আসাকির তারীখে দিমাশকের (২/১৫৩/১৯); মুনযিরী আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব এর (১/১৫৪ ও ৪/১৩৩); হাইসামী 'আল-মাজমা' এর (২/৪০)-এ এবং সুয়ূতী আল জা'মিউস সগীরে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আবূ নুআঈম (৮/২০২-২০৩) এ আব্দুল আজীজ এর সূত্রে যায়িদ ইবনু আরকাম থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٥٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِيْ فَقَالَ: اُعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، وَكُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ. (الصحيحة:١٤٧٣)

৯৫০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দেহের কোন এক অংশ ধরে বললেন, তুমি (এমনভাবে) আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ এবং দুনিয়াতে প্রবাসী কিংবা মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন কর। (সহীহাহ্ হা. ১৪৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/১৩২); আবূ নুআঈম আল-হিলয়া (৬/১১৫)-এ আওযায়ীর সূত্রে ইবনু উমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। হাদীসটি বুখারী আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٩٥١- عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ! أَوْصِنِيْ قَالَ: اُعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً (فَاعْمَلْ) بِجَنْبِهَا حَسَنَةً اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَ الْعَلاَنِيَةُ بِالْعَلاَنِيَةِ. (الصحيحة:١٤٧٥)

৯৫১. মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ। নিজেকে মৃত্যুদের মধ্যে সামীল কর। প্রত্যেক পাথর ও বৃক্ষের নিকট আল্লাহ যিকির কর (এক মুহূর্ত সময়ও যেন যিকর থেকে গাফেল না হও) আর কোন অসৎকর্ম করলে তার পাশাপাশি একটি নেককাজ কর, গোপনে হলে গোপনে, আর প্রকাশ্যে হলে প্রকাশ্যে।

(সহীহাহ্ হা. ১৪৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী আল-কাবীরে আবূ সালামার সূত্রে মু'আয (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাইসামী বলেনঃ (৪/২১৮) আবূ সালামা মু'আয এর সাক্ষাৎ পায়নি এবং এর সকল রাবী সিকাহ। মুনযিরী বলেনঃ তাবারানীর হাদীসটি উত্তম সানাদে বর্ণিত তবে এতে ইনকিতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলবঃ এটাই সঠিক এবং হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে।

٩٥٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ كَانَ أَبُوهُ يُكَنَّى أَبَا الْمُنْتَفِقِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى اخْتَلَفَتْ عُنُقُ رَاحِلَتِي وَ عُنُقُ رَاحِلَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْبِئْنِي بِعَمَلٍ يُنْجِينِي مِنْ عَذَابِ اللهِ وَ يُدْخِلُنِي جَنَّتَهُ قَالَ: اُعْبُدُ اللهَ وَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَ أَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَ حُجَّ وَ اعْتَمِرْ، قَالَ أَشْهَدُ: وَ أَظُنُّهُ قَالَ: وَ صُمْ رَمَضَانَ وَ انْظُرْ مَاذَا تُحِبُّ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ وَ مَا تَكْرَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَذَرْهُمْ مِنْهُ. (الصحيحة:١٤٧٧)

৯৫২. মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদাতা জনৈক ব্যক্তি থেকে এবং সে তার সহপাঠী থেকে আর সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তার পিতার উপাধি ছিল "আবূল মুনতাফিক" তিনি বলেন, (একদিন) আরাফার ময়দানে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমি আসলাম এবং তাঁর খুব নিকটে আসলাম, এমনকি আমার বাহনের গ্রীবা তাঁর বাহনের গ্রীবার বরাবর হলো। অত:পর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে এবং তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবে! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক কর না, ফরয সলাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং হজ্ব ও ওমরাহ করবে। লোকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছিঃ (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বললেনঃ এবং

রমযানে রোযা (সিয়াম) রাখবে এবং লক্ষ্য রাখবে, লোকদের থেকে যে ব্যবহার তুমি কামনা কর তাদের সঙ্গে অনুরূপই ব্যবহার করবে। আর লোকদের যে আচরণকে তুমি অপছন্দ কর তাদের সঙ্গে সে আচরণই বর্জন করবে। **(সহীহাহ্ হা. ১৪৭৭)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি তাবারানী, (৪/১৬/৩২২২) হাতিম ইবনু বুকাইর এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: "هٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ لِجَهَالَةِ الرَّجُلِ وَ زَمِيْلِهِ" সানাদটি দুর্বল। কারণ, সানাদে উল্লিখিত 'রাজুল' এবং তাঁর সঙ্গী মাজহুল বা অপরিচিত এবং আশহাদ ইবনু হাতিম সত্যবাদী তবে কখনো কখনো ভুল করেন। তবে এরূপ আরো হাদীস রয়েছে যাকে শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন। মসনাদে আহমদ (৬/৩৮৩) ও আল-মাজমা (৪/৭৬)।

এবং হাদীসটির একটি সাহেদ রয়েছে যা ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদে ৫ম খণ্ডের ৪১৭ পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট সাহাবী আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা) থেকে শাইখাইনের শর্তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি এরূপ:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ مَسِيْرٍ. فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ ... اَلْحَدِيْثُ دُوْنَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ.

এছাড়াও হাদীসটির আরো একটি মুরসাল শাহেদ রয়েছে যা আবূ কিলাবাহ্ থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ وَزَادَ: حُجُّوْا وَاعْتَمِرُوْا، وَاسْتَقِيْمُوْا يُسْتَقِمْ لَكُمْ

٩٥٣ـ عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أُمِّيْ أَوْصَتْ إِلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً، وَإِنَّ عِنْدِيْ جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوْبِيَّةً؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُدْعُ بِهَا. فَقَالَ: مَنْ رَبُّكِ. قَالَتْ: اللهُ. قَالَ: فَمَنْ أَنَا. قَالَتْ: رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

(الصحيحة: ٣١٦١)

৯৫৩. শারীদ ইবনু সুওয়াইদ আস্‌সাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বললাম; হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মা আমাকে তার পক্ষ থেকে একটি গোলাম আযাদের অসিয়্যাত করেছিলেন, আর আমার নিকট নাওবী অঞ্চলের এক কালো দাসী আছে (তাকে আযাদ করলে কি যথেষ্ট হবে)? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ডাক। (তাকে ডেকে আনা হলে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে বললেন, তোমার রব কে? (উত্তরে) সে বলল, আল্লাহ। তিনি বললেন, আমি কে? উত্তরে সে বলল, আল্লাহর রাসূল। (অত:পর) তিনি বললেন, তাকে আযাদ করে দাও, কারণ সে মু'মিনা। **(সহীহাহ্ হা. ৩১৬১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহা'র 'আল-মাসাজিদ' অধ্যায় হা: ৩৩; নাসাঈ সুনানের 'কিতাবুল ওরাসাহ', আহমাদ মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ২২২, ৩৮৮, ৩৮৯ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী সুনানে কুবরার ৭ম খণ্ডের ৩৮৮, ৩৮৯ পৃষ্ঠায়; ইবনু আব্দুল বার তামহীদের ৭ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠা, ৯ম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠায়; ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফে ১১শ খণ্ড ২০ পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরে ১৯শ ৯৮ পৃষ্ঠায় এব [illegible] রে ২য় খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٥٤ـ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوْعًا: أَفْضَلُ الْإِيْمَانِ اَلصَّبْرُ وَ السَّمَاحَةُ. (الصحيحة:١٤٩٥)

৯৫৪. মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। সর্বোত্তম ঈমান হলো ধৈর্য এবং উদারতা। **(সহীহাহ্ হা. ১৪৯৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি দাইলামী তার কিতাবের (১/১/১২৮) এ আব্দুল আযীয ইবনু যুবাইরের সূত্রে মারফূআন মা'কিল ইবনু ইয়াসার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি দুর্বল সানাদের যায়িদ আল-আম্মী দুর্বল রাবী। ইবনু শাইবা আল-ঈমানের হা: ৪৩-এ হাদীসটি জাবিরের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

٩٥٥ـ عَنْ أَبِى ذَرٍّ مَرْفُوْعًا: أَفْضَلُ الْعَمَلِ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَ جِهَادٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ. (الصحيحة:١٤٩٠)

৯৫৫. আবূ যার (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। সর্বোত্তম আমল: আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

(সহীহাহ্ হা. ১৪৯০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ৯৪-এ ইবরাহীম ইবনু হিশামের সূত্রে আবু যার (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি খারাপ। এতে ইবরাহীম নামক রাবীটি মিথ্যুক আবূ হাতিম তাকে মিথ্যুক বলেছেন। তবে হাদীসটির তরজমা সহীহ যা ইমাম মুসলিম ১/৬২) উল্লেখ করেছেন।

٩٥٦- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ : أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ إِسْلَامًا قَالَ: أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِيْ ذَاتِ اللهِ وَ أَفْضَلُ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهِ وَ هَوَاهُ فِي ذَاتِ اللهِ. قَالَ: أَنْتَ قُلْتَهُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَوْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: بَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ.

(الصحيحة: ١٤٩١)

৯৫৬. 'আলা ইবনু যিয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ইসলামের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? (উত্তরে) তিনি বললেন, ইসলামের দিক থেকে সর্বোত্তম মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে। সর্বোত্তম জিহাদ হলো ঐ জিহাদ যাতে ব্যক্তি আল্লাহর যাতের ব্যাপারে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করে এবং সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সত্ত্বার ব্যাপারে নিজের নফস এবং প্রবৃত্তির সঙ্গে জিহাদ করে। লোকটি বলল, এটাকি আপনার বক্তব্য নাকি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, বরং আল্লাহর রাসূলই সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন।

(সহীহাহ্ হা. ১৪৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু নসর তার আস্-সালাত কিতাবে (২/১৪২) সহীহ সানাদে সুওয়াইদ ইবনু হুজাইর এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

٩٥٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَرْفُوْعًا: أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيحة:٥٥٣)

৯৫৭. আমর ইবনু আবাসা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। সর্বোত্তম হিজরত হলো আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা বর্জন করা। (সহীহাহ্ হা. ৫৫৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তার কানযুল উম্মালের হাদীস নং ৪৬২৬৩ ও ৪৬২৬৪-এ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীসটি তার মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া হাদীসটি কানযুল উম্মালে রয়েছে হা. ৪৬২৬৪।

٩٥٨- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَفْلَحَ مَنْ هُدِىَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ. (الصحيحة:١٥٠٦)

৯৫৮. ফাযালা ইবনু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, সে সফলকাম হয়েছে যাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তার জীবিকা সামান্য এবং সে তা নিয়েই তুষ্ট। (সহীহাহ্ হা. ১৫০৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর 'আল-মুসতাদরাকের' (৪/১২২)-এ ইবনু ওহাবের সূত্রে ফাযালা ইবনু উবাইদ (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটিকে হাকিম সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। তাছাড়া তিরমিযী (২/৫৬) ইবনু হিব্বান হা: ২৫৪১ এবং ইবনু মুবারক তার আয্‌যুহদ এর হা: ৫৫৩-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

٩٥٩ـ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَيُؤْمِنُوْا بِىْ، وَبِمَ جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ. (الصحيحة:٤١٠)

৯৫৯. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করব যে পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং তারা আমার উপর ও আমার আনিত কিতাবের উপর ঈমান আনে। অতঃপর তারা যখন এমনটি করবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে) এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (আখেরাতে) আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। (সহীহাহ্ হা. ৪১০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৩৯)-এ আলা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুব আন আবিহী এর তরীকে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি আবূ হুরাইরা থেকে সহীহ ও মুতাওয়াতির। আবূ হুরাইরা ছাড়া অন্যান্যদের থেকে হাদীসটি একাধিক তুরুকে বর্ণিত হয়েছে।

٩٦٠ـ عَنْ أَبِىْ صَخْرٍ الْعُقَيْلِىْ: حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَالَ: جَلَبْتُ جَلُوْبَةً إِلَى الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ بِيْعَتِىْ؛ قُلْتُ: لَأَلْقَيَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ. فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ. قَالَ: فَتَلَقَّانِىْ بَيْنَ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ؛ يَمْشُوْنَ. فَتَبِعْتُهُمْ فِىْ أَقْفَائِهِمْ حَتّٰى أَتَوْا عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ نَاشِراً التَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا، يَعْزِيْ بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنٍ لَهُ فِى الْمَوْتِ؛ كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْشُدُكَ بِالَّذِىْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ! هَلْ تَجِدُ فِىْ

كِتَابِكَ صِفَتِيْ وَمَخْرَجِيْ. فَقَالَ بِرَأْسِهِ هٰكَذَا، أَيْ: لَا. فَقَالَ ابْنُهُ: إِيْ وَالَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ! إِنَّا لَنَجِدُ فِيْ كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ. فَقَالَ أَقِيْمُوا الْيَهُوْدِيَّ عَنْ أَخِيْكُمْ. يَعْنِيْ: ابْنَ الْيَهُوْدِيِّ الَّذِيْ أَسْلَمَ ثُمَّ وَلَّى كَفْنَهُ، وَحَنَطَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

(الصحيحة: ٣٢٦٩)

৯৬০. আবূ সাখ্‌র আল-উকাইলী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) জনৈক বেদুঈন আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় (বিক্রির উদ্দেশ্যে) মদীনায় কিছু পণ্যসামগ্রী আমদানি করলাম। আমার বিক্রি যখন শেষ হলো তখন আমি (মনে মনে) বললাম, এই ব্যক্তির সঙ্গে অবশ্যই আমি সাক্ষাত করব এবং তার কথা শোনব। তিনি বলেন, অত:পর তিনি আমার সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করেন যে তিনি আবূ বাকর ও উমারের মাঝে হাঁটছিলেন। তিনি তাদের উভয়কে তাদের পশ্চাদে প্রেরণ করলেন। তারা জনৈক ইহুদীর নিকট আসলেন যে তাওরাতের প্রচারকারী হিসেবে তা পাঠ করছিল। এবং সুদর্শন এবং সুশ্রী যুবকের ন্যায় অন্তিম শয্যায় শায়িত তার পুত্রের সম্মুখে তাওরাত নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমাকে ঐ সত্ত্বার কসম দিচ্ছি যিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন "তুমি তোমার কিতাবে আমার গুণাবলি এবং আগমনের স্থান সম্পর্কে কোন কিছু (তথ্য) পেয়েছ কি? অত:পর সে তার মাথা দ্বারা ইশারা করে বলল, না। অত:পর তার ছেলে বলল, হ্যাঁ, ঐ সত্ত্বার কসম যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন আমরা আমাদের কিতাবে আপনার গুণাবলি এবং আগমন স্থানের আলোচনা পেয়েছি। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহুদীকে তোমাদের ভাই থেকে দূরে হটাও। অর্থাৎ ইহুদীর মুসলমান পুত্রকে। অত:পর তিনি তার কাফনের দায়িত্ব নিলেন ও তার গায়ে হানূত নামক সুগন্ধি লাগালেন এবং তার জানাযা পড়লেন।

(সহীহাহ্ হা. ৩২৬৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর الحدود অধ্যায়ের (৬) আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৫/৪১১); বাইহাকী তার সুনানুল কুবরা হাঃ ২৫৫৮ এবং ইবনুল জাওযী তাঁর যাদুল মাসীর এর (৩/৮২)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া আদ-দুররুল মানসুরের (১/৯০) (৪/২৯); মাজমাউয যাওয়ায়েদে (৮/২৩৪); যাবিদী তাঁর ইতহাফের (৭/৩৮৮)-এ তবারী (৪/৫); কাশসাফ ৬২ এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার (২/৩২৩)-এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٩٦١ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: أَكْثِرُوْا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهَا وَلَقِّنُوْهَا مَوْتَاكُمْ. (الصحيحة:٤٦٧)

৯৬১. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের এবং কালিমায়ে শাহাদাতের মাঝে আড়াল সৃষ্টি হবার পূর্বেই তোমরা বেশি বেশি করে "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই" এর সাক্ষ্য দাও এবং তোমাদের মৃতদেরকে তা তাল্‌ক্বীন কর। **(সহীহাহ্ হা. ৪৬৭)**

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু ই'য়ালা তাঁর মুসনাদে (১১/৮/৬১৪৭) এ ইবনু আদী তাঁর আল-কামেলে (২/২০৪) তার থেকে ও অন্যান্যদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইবনু হিমসাহ তার 'জুযউল বিতাকাহ' এর (১/৬৯) এ খতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে (৩/৩৮) এবং ইবনু আসাকির তার তারীখে দিমাশকের (১৭/২০৭/২) এ একাধিক তুরুকে যিমাম ইবনু ইসমাঈল থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٦٢ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا تَزْنُوْا وَ لَا تَسْرِقُوْا قَالَ: فَمَا أَنَا بِأَشَحَّ عَلَيْهِنَّ مِنِّىْ إِذَا سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (الصحيحة:١٧٥٩)

৯৬২. সালামা ইবনু কাইস আল-আশজা'ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্বের দিবসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সাবধান চারটি জিনিস থেকে তোমরা বেঁচে থাকবেঃ আল্লাহর

সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ যে নফসকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করবে না। ব্যভিচার করবে না এবং চুরি করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যখন এ কথাগুলো শুনলাম তখন এসব জিনিসের উপর আমার চেয়ে অধিক লোভী আর কেউই ছিল না। (সহীহাহ্ হা. ১৭৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৪/৩৩৯); তাবারানী আল-কাবীরে হা: ৬৩১৬-৬৩১৭-তে মানসুরের সূত্রে সালামাতুবনু কাইস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

٩٦٣ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيْدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ، إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلَّذِىْ لَا يَنَامُ حَتَّى يُوْتِرَ حَازِمٌ. (الصحيحة:٢٢٠٨)

৯৬৩. সা'দ ইবনু আবী ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাসজিদে গিয়ে ঈশার সলাত পড়তেন এরপর এক রাকা'আত বিত্র পড়তেন (এবং) এর বেশি পড়তেন না। অত:পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আবূ ইসহাক! আপনি এক রাকা'আত বিতির পড়েন এর বেশি পড়েন না কেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি বিতির পড়ার পূর্বে ঘুমায় না সে প্রত্যয়ী। (সহীহাহ্ হা. ২২০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (১/১৭০) ইবনু ইসহাকের সূত্রে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইবনুল হুসাইন ব্যতীত সনদের সকলেই নির্ভরযোগ্য তবে হাদীসটি সহীহ এবং আবূ কাতাদা ইবনু উমার এবং উকবা ইবনু আমের থেকে এর শাহেদ বিদ্যমান।

٩٦٤ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنِ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِيْنَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عُمَرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: أَمَّا أَبُوْكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ، فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذٰلِكَ. (الصحيحة:٤٨٤)

৯৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আস ইবনু ওইল জাহিলিয়াতের যুগে একশত উট যবেহ করার মান্নাত করল এবং (তার পুত্র) হিশাম ইবনুল 'আস তার পিতার পক্ষ থেকে পঞ্চাশটি উট যবেহ করে। উমার (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। (উত্তরে) তিনি বললেন, (হিশাম) তোমার পিতা যদি তাওহীদের স্বীকারোক্তি দিত অত:পর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা (সিয়াম পালন করতে) রাখতে এবং সাদকা করতে তাহলে তা তাকে উপকৃত করত। **(সহীহাহ্ হা. ৪৮৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের (২/১৮২) এ হুশাইমের সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারীগণ সিকাহ। মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৪/১৯২) নাইলুল আওতার (৪/৭৮-৮০)।

٩٦٥ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ عُنُقِيْ صَلِيْبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ! اِطْرَحْ هٰذَا الْوَثَنِ. وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةِ (بَرَاءَةَ): (اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ)، [فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ]! قَالَ: أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ، وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اِسْتَحَلُّوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ، [فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ]. (الصحيحة:٣٢٩٣)

Contents

৯৬৫. আদি ইবনু হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ছিল। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, আদী! "মূর্তিটি ফেলে দাও" এবং আমি তাকে সূরা বারাআহ পড়তে শুনলাম। (তিনি পড়লেন) "তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" আমি বললাম, আমরাতো তাদের ইবাদত করি না? (উত্তরে) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদের ইবাদত করত না কিন্তু তাদের পণ্ডিতরা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হালাল করলে তারা তা হালাল মনে করত। আর তাদের উপর কোন জিনিস হারাম করলে তারা তা হারাম মনে করত। (সহীহাহ্ হা. ৩২৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হাঃ ৩০৯৫ এ ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের হাঃ (১৭/৬৯)-এ এবং ইবনু আবিল আসিম তাঁর কিতাবুস সুন্নাহ (আল-মাকতাবুল ইসলামী) এর (১/৬১) এ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٦٦ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوْا قِبْلَتَنَا وَ يَأْكُلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَ أَنْ يُصَلُّوْا صَلَاتَنَا ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ]. (الصحيحة:٣٠٣)

৯৬৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। এবং তারা আমাদের কেবলা কা'বাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, এবং আমাদের ন্যায় সলাত আদায় করে। যখন তারা এরূপ করবে, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জান

ও মাল নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। তাদের জন্য সে সুবিধা থাকবে যে সুবিধা মুসলমানদের রয়েছে। আর তাদের উপর সে বস্তু আবশ্যকীয় যা মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয়।

(সহীহাহ্ হা. ৩০৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর সুনানে হাঃ ২৬৪১; তিরমিযী তাঁর সুনানে (২/১০০) সাঈদ ইবনু ইয়াকুব আত্-তালকানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/১৬১; ২৬৯) এবং ইবনু হিব্বান তার সহীহর (৭/৫৫৭/৫৮৬৫)-এ ইবনু মূসা আল-মারওযী থেকে এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১৯৯)-এ আলী ইবনু ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এবং এক্ষেত্রে ইবনু ওহাব তার মুতাবাআত করেছেন।

٩٦٧ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. (الصحيحة:٤٠٧)

৯৬৭. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়বে আমার পক্ষ থেকে তার মাল ও জান নিরাপদ থাকবে। কিন্তু বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত কোন অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তার মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে।) এবং তার (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (পরকালে) আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। **(সহীহাহ্ হা. ৪০৭)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহর' (৩/২০৬, ১২/২৩৪, ১৩/২০৬) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৩৮); আবূ দাঊদ তাঁর সুনানের (১/২৪৩); নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/১৬১); তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/১০০) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/১৯, ৩৫, ৪৭-৪৮, ২/৪২৩, ৫২৮)-তে একাধিক তুরুককে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ হুরাইরা থেকে হাদীসটির একাধিক তুরুক রয়েছে।

٩٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (الصحيحة:٤٠٨)

৯৬৮. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াইতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সলাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এরূপ করবে, আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে) এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (পরকালে) আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। **(সহীহাহ্ হা. ৪০৮)**

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তার সহীহর (১/৬৩-৬৪) এবং মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৩৯)-তে; শু'বার তরীকে ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপভাবে হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

٩٦٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ. فَإِذَا قَالُوْا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ عَصَمُوا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. (الصحيحة:٤٠٩)

৯৬৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত

আর কোন মাবূদ নেই। সুতরাং তারা যখন "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই" বলে ঘোষণা দিবে তখন তাদের জান ও মাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে) এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (পরকালে) আল্লাহরই উপর ন্যস্ত রইল। (সহীহাহ্ হা. ৪০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর এবং তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৩৭) এ এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩০০) এ সুফীআন আন আবুয্ যুবাইর এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। তাছাড়া হাদীসটি হাকিম তার মুসতাদরাকে (২/৫২২) এ উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ আলা শাইখাইন বলেছেন এবং যাহাবী এক্ষেত্রে তার সঙ্গ দিয়েছেন।

٩٧٠ـ عَنْ جَابِرٍ: أَمَرَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ تَحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ. وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَحْتَبْ فِي الْإِزَارِ مُفْضِيًا.

(الصحيحة: ٢٩٧٤)

৯৭০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং পাঁচটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন:

(ক) যখন ঘুমাবে দরজা বন্ধ করবে, (খ) মশকের মুখ বেঁধে রাখবে, (গ) পাত্র ঢেকে রাখবে, (ঘ) বাতি নিভিয়ে দিবে, কারণ শয়তান (বন্ধ) দ্বার খুলতে পারে না, (বন্ধ) মশক খুলতে পারে না, এবং (ঢাকা) পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না। আর দুষ্ট ইঁদুর গৃহবাসীসহ ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

(ক) বাম হাতে খাবে না; (খ) বাম হাতে পান করবে না, (গ) এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটবে না, (ঘ) ইশতেমালুস সাম্মা (চাদরের দু' মাথা বিপরীত দিক থেকে কাঁধের উপরে তুলে শরীর জড়িয়ে পরিধান করা) অবস্থায় চাদর পরিধান করবে না, (ঙ) লুঙ্গি পড়ে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রেখে নিতম্ব মাটিতে রেখে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে একটি কাপড় দ্বারা হাঁটুদ্বয়কে জড়িয়ে বসবে না। (সহীহাহ্ হা. ২৯৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহর হাঃ ১৩৪২ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের সূত্রে জাবির (রা.) থেকে মারফূআন বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন, সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের শর্ত মুতাবিক। হাদীসটি আবূ আওয়ানা তার সহীহর (৫/৫০৮); আহমাদ মুসনাদে (৩/২৯৭-২৯৮ ও ৩২২); এমনিভাবে মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/১৫৪)-এ একাধিক সূত্রে ইবনু জুরাইজ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٧١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : جَاءَ حُصَيْنٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ مَاتَ قَبْلَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِيْ وَ أَبَاكَ فِي النَّارِ. فَمَا مَضَتْ عِشْرُوْنَ لَيْلَةً حَتَّى مَاتَ مُشْرِكًا. (الصحيحة: ٢٥٩٢)

৯৭১. ইমরান ইবনুল হাসীন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসীন (রা.) একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে আপনার কি অভিমত যে, আপনার (আগমনের) পূর্বে মারা গেছে (কিন্তু) সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করত, এবং আতিথ্য করত? (উত্তরে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আমার ও তোমার বাবা উভয়েই জাহান্নামী। অত:পর ২০ রাত্র অতিবাহিত হতে না হতেই সে মুশরিক অবস্থায় মারা যায়। (সহীহাহ্ হা. ২৫৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীরের হাঃ ৩৫৫২-তে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাযরামীর সানাদে ইমরান ইবনু হাসীন (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ব্যতীত সানাদের সকল রাবী সিকাহ্। মুসলিম (১/১৩২-১৩৩); আবূ আওয়ানা (১/৯৯); আবূ দাউদ হাঃ ৪৭১৮-তেও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

٩٧٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيْهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُوْلُ: اللهُ، فَيَقُوْلُ: فَمَنْ خَلَقَ اللهُ! فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأْ: اٰمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ. (الصحيحة:١١٦)

৯৭২. 'আয়িশা (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে, তোমার স্রষ্টা কে? সে বলে, আল্লাহ্। অত:পর শয়তান বলে, (যদি তাই হয় তাহলে) আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল। তোমাদের কেউ এমনটি অনুভব করলে সে যেন বলে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম। কেননা তখন তা তার থেকে দূরে সরে যাবে।

(সহীহাহ্ হা. ১১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে (৬/২৫৮) মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈলের সূত্রে আয়িশা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবঃ সানাদটি হাসান এবং মুসলিমের শর্তে। এর সকল রাবীই সহীহাইনের রাবী। তবে যহহাক্ব যিনি ইবনু উসমান আল-আসাদী আল-হিযামীকে অনেকে কালাম করেছেন। তদুপরি হাদসিটি হাসানের মর্তোবার কম নয়–ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও সুফিয়ান সাওরী, লাইস ইবনু সালেম এর মুতাবাআত করেছেন। যা ইবনুস সুন্নী তাঁর আল-আমালুল ইয়াওমি ওয়াললাইলা হা. ২০১-এ রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে হাদীসটি সহীহ।

٩٧٣- عَنْ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُه عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْءاً لِلْإِسْلَامِ؛ إِنْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الرَّامِيْ أَوِ الْمَرْمِيُّ؟ قَالَ: بَلِ الرَّامِيْ. (الصحيحة: ٣٢٠١)

৯৭৩. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আমি সর্বাধিক যে জিনিসের ভয় করছি (তাহলো) এক ব্যক্তি কোরআন পড়বে এমনকি তার চেহারায় প্রফুল্লতা ফুটে উঠবে এবং সে হবে ইসলামের সহায়ক। (এক পর্যায়ে) তার থেকে ইসলাম ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সে ইসলাম ত্যাগ করবে, তরবারি নিয়ে তার প্রতিবেশীর উপর আঘাত হানবে এবং তার উপর শিরকের অপবাদ দিবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের উভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিরকের যোগ্য কে, অপবাদদাতা নাকি যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে? তিনি বললেন, বরং অপবাদদাতা। (সহীহাহ্ হা. ৩২০১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীর-এর (৪/১০৩) হা. ২৯০৭; ইমাম আবূ ইয়ালা তাঁর আল-মুসনাদুল কাবীরে রিওয়ায়াত করেছেন। যেরূপ তাফসীরে ইবনু কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, (২/২৬৫)।

শিহাবুদ্দীন ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর আল-মাতালিবুল আলিয়া নামক হাদীসের তাখরীজ গ্রন্থের (হাদীস নং ৪৪২৩)-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর আবূ ইয়ালার সূত্রে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর (১/১৪৮) হা. ৮১; বাযযার তাঁর মুসনাদের (১/৯৯) হা. ১৭৫-এ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্র-এর তুরুকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٧٤- عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ . قَالُوْا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. قَالَ الرِّيَاءُ . يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَصْحَابِ ذٰلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ: اذْهَبُوْا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا . فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً!. (الصحيحة: ٩٥١)

৯৭৪. মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিস তোমাদের উপর ভয় করি তা হলো 'শিরকে আসগর' তারা জিজ্ঞেস করল 'শিরকে আসগর' কি? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রিয়া। সকলকে তার কর্মের প্রতিদান দেয়ার পর আল্লাহ কেয়ামতের দিন রিয়াকারীদেরকে বলবেন, তোমরা সেসব লোকদের নিকট গমন কর দুনিয়াতে যাদের জন্য আমলে রিয়া করতে এবং গিয়ে দেখ তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কিনা? **(সহীহাহ্ হা. ৯৫১)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ২২৮, ২২৯ পৃষ্ঠায়; জালালুদ্দীন সুয়ূতী জামউল জাওয়ামি ৬১৫২, ৬১৫৫-এ ইবনু আসাকির তারীখে দিমাশকের ৩য় খণ্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠায়, সুয়ূতী দুররে মানসুরের ৪র্থ খণ্ডের ২৫৬ পৃষ্ঠায়; ইমাম বাগাভী শরহুস সুন্নাহর ১ম খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় এবং মুনযিরী আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٧٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: لَمَّا حَضَرَ كَعْبًا الْوَفَاةُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أُمُّ مُبَشِّرٍ بِنْتِ الْبَرَّاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنْ لَقِيْتَ ابْنِيْ فَأَقْرِأْهُ مِنِّى السَّلَامَ . فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تُعَلَّقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ: بَلٰى . قَالَتْ : فَهُوَ ذٰلِكَ!. (الصحيحة: ٩٩٥)

Contents

৯৭৫. কা'ব ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব যখন মৃত্যুশয্যায় উপনিত হলো তখন উম্মে মুবাশশির বিনতুল বারা ইবনু মা'রুর তার নিকট এসে বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান, আমার ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে আমার সালাম দিও। অত:পর কা'ব বললেন, উম্মু মুবাশশির, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! আমরা এর চেয়ে অনেক ব্যস্ত। অত:পর (উম্মু মুবাশশির) বললেন, হে আবূ আব্দুর রহমান, তুমি কি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোননি যে, মু'মিনদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির উদরে বিদ্যমান থাকবে যা জান্নাতের বৃক্ষের সঙ্গে ঝুলন্ত থাকবে। **(সহীহাহ্ হা. ৯৯৫)**

কা'ব বললেন, অবশ্যই। উম্মু মুবাশশির বললেন, এটাই সেটা।

হাদীসটি সহীহ।

এই শব্দে তাবারানী তাঁর আল-মু'জামে কাবীরে ১৯শ খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় এবং নূরুদ্দীন হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

ভিন্ন শব্দে ইবনু মাজাহ সুনানে ১৪৪৯; মুরতাদা যাবীদী ইতহাফের ৫ম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় এবং আলী মুত্তাকী কানযুল উম্মালে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٧٦ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ. قِيْلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ!.

(الصحيحة:١٢٧٣)

৯৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ইসলাম প্রবাসীর ন্যায় (অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়) আরম্ভ হয়েছে এবং সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং প্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা কারা? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তারা সেসব ব্যক্তিবর্গ) যারা লোকেরা ফাসাদ সৃষ্টি করলে সংশোধন করে। **(সহীহাহ্ হা. ১২৭৩)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ আমর আদ্‌দানী তাঁর আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান এর (১/২৫) এ মুহাম্মদ ইবনু আদম এর সূত্রে মারফূআন ইবনু মাসউদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: মুহাম্মদ ইবনু আদম ছাড়া সানাদের সকলেই সিকাহ ও সহীহর রাবী।

٩٧٧ـ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، وَشَيَّعَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا فَارَقْنَا قَالَ: إِنِّيْ لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْءٌ أُعْطِيْكُمْ، وَلٰكِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حَفِظَهُ. وَإِنِّيْ أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ!.

(الصحيحة:٢٥٤٧)

৯৭৭. মুজাহিদ (রহ.) বলেন, একদিন আমি ইরাকের উদ্দেশ্যে বের হলে আমাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার আমাদের সঙ্গে এলেন। বিদায়ের সময় তিনি (আমাদেরকে) বললেন, তোমাদেরকে দেয়ার মতো আমার কাছে কিছু নেই, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, “আল্লাহর নিকট কোন জিনিস সোপর্দ করা হলে তিনি তা হেফাজত করেন। আর আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ আমলকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম।” **(সহীহাহ্ হা. ২৫৪৭)**

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলার হা: ৫০৯-তে; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৩৭৬; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/১৭৩); তাবারানী তাঁর মু'জামের (৩/২০৬/২) এবং আলী ইবনুল মুফাদ্দাল আল-মাকদিসী তাঁর الْأَرْبَعِيْنَ فِيْ فَضْلِ الدُّعَاءِ وَالدَّاعِيْنَ কিতাবের (৫/২৫০/১)-তে মুহাম্মদ ইবনু আয়িয আদ-দিমাশকীর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো, হাইসাম ইবনু হামীদ এর ক্ষেত্রে সামান্য যওফ থাকলেও হাদীসটি সহীহ এবং এর অন্যান্য সকল রাবীই সিকাহ। তাছাড়া ইবনু উমার থেকে হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যা আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ আবূল হুসাইন حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْحَدِيْدِ (২/১৯১)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ সানাদের কারণেই হাদীসটি সহীহ।

٩٧٨- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيْمٍ (بْنِ حِزَامٍ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ!. (الصحيحة:٢٥٤٥)

৯৭৮. মু'আবিয়া ইবনু হাকীম ইবনু হিযাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার তওবা কবুল করেন না যে ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে।" (সহীহাহ্ হা. ২৫৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের (৪/৪৪৬ ও ৫/২ ও ৩) এ আবূ-কাযআ আল-বাহেলীর তরীকে হাকিম ইবনু মুআবিয়া থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও এর সকল রাবী সিকাহ। আর আবূ কাযআর নাম হলো সুয়াইদ ইবনু হুজাইর। বাহয ইবনু হাকীম তার মুতাবাআত করেছেন এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৫) এ উল্লেখ করেছেন।

٩٧٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَ مَا زَالَ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ عَلَيْهَا، وَ إِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَ لَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ، وَ مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ. (الصحيحة:١٦٤٠)

৯৭৯. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই। আমার বান্দা আমার

আরোপিত ফরয কাজের মাধ্যমে যা আমার নিকট প্রিয় এবং নফল কাজের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক স্তরে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে দেই এবং যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। এবং মুমিনের নফস কবয করতে আমি যে পরিমাণ দ্বিধান্বিত হই অন্য কোন কিছুর ক্ষেত্রে সে পরিমাণ দ্বিধান্তিত হই না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি অপছন্দ করি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে। **(সহীহাহ্ হা. ১৬৪০)**

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহর' (৪/২৩১); আবূ নুআঈম তাঁর 'আল-হিলয়ার (১/৪); বাগাভী শরহুস সুন্নাহর (১/১৪৩/২); আবুল কাসিম আল-আহরাওনী اَلْفَوَائِدُ الْمُنْتَخَبَةُ এর (১/৩/২)-এ ইবনুল হাম্মামী আস্-সুফী مُنْتَخَبٌ مِنْ مَسْمُوْعَاتِهِ مِنَ الصِّحَاحِ এর (১/২-২/১); নাবুলুসী اَلْأَحَادِيْثُ السِّتَّةِ الْعِرَاقِيَّةُ এর (১/২৬)-এ এবং বাইহাকী আয্-যুহদ এর ২/৮৩ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٨٠ـ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلٰى يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَاثِلَةُ. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ مَدَّ يَدَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ لِأَنَّهُ بَايَعَ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ: يَا يَزِيْدُ كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ. قَالَ: حَسَنٌ. قَالَ: أَبْشِرْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ. (الصحيحة:١٦٦٣)

৯৮০. ইউনূস ইবনু মাইসারাহ ইবনু হালবাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ এর নিকট আসলাম। (এমতাবস্থায়) তার নিকট ওসিলাহ (রা.) আসলেন। তিনি (ইয়াযীদ) তাকে দেখে হস্ত প্রসারিত করলেন এবং তার হাত ধরে তার চেহারা এবং বুকে মুছলেন। কারণ তিনি (ওসিলাহ রা.) এই হাতে রাসূল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। এরপর (ওসিলাহ রা.) বললেন: ইয়াযীদ! তোমার রব সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তিনি বললেন, ভালো। তিনি (ওসিলাহ রা.) বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি (তার সাথে) আচরণ করে থাকি ভালো হলে ভালো, মন্দ হলে মন্দ।

(সহীহাহ্ হা. ১৬৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের হা: ৮১১৫ এবং আবূ নুআঈম তাঁর হিলয়ার (৯/৩০৬) এ আমর ইবনু ওয়াকিদ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের আমর নামক রাবী মাতরূক রাবী। তবে হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা শক্তিশালী এবং সহীহ।

٩٨١ـ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً فِى الْمَسْجِدِ يُطِيْلُ الصَّلَاةَ . فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ رَضِىَ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَكَرِهَ لَهُمُ الْعُسْرَ، (قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وَإِنَّ هٰذَا أَخَذَ بِالْعُسْرِ وَتَرَكَ الْيُسْرَ. (الصحيحة: ١٦٣٥)

৯৮১. মিহজান ইবনুল আরদা' (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (সংবাদ) পৌঁছল যে, জনৈক ব্যক্তি মাসজিদে লম্বা লম্বা সলাত পড়ে অত:পর তিনি তার নিকট এসে তার কাঁধ ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য সহজকে পছন্দ করেছেন এবং কঠিন করাকে অপছন্দ করেছেন। (বাক্যটি তিন বার বললেন,) এবং নিঃসন্দেহে সে সহজকে ছেড়ে কঠিনকে গ্রহণ করেছে।

(সহীহাহ্ হা. ১৬৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

আল-ওহেদী হাদীসটি তাঁর আল-ওসীত এর (১/৬৬/১)-এ আবূ ইউনুস এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী তবে আবু ইউনুসকে আমি চিনিনা। হাইসামী বলেছেন: সানাদটির সকল রাবী সহীহর রাবী।

٩٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ) وَ (أُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ) وَ (أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْيَهُوْدِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتّٰى ارْتَضَوْا وَ اصْطَلَحُوْا عَلٰى أَنَّ كُلَّ قَتِيْلٍ قَتَلَهُ (الْعَزِيْزَةُ) مِنَ (الذَّلِيْلَةِ) فَدِيَّتُهُ خَمْسُوْنَ وَسَقًا، وَكُلَّ قَتِيْلٍ قَتَلَهُ (الذَّلِيْلَةُ) مِنَ (الْعَزِيْزَةِ) فَدِيَّتُهُ مِائَةُ وَسَقٍ. فَكَانُوْا عَلٰى ذٰلِكَ. حَتّٰى قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ. فَذَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ وَ لَمْ يُوْطَئْهُمَا عَلَيْهِ[18] وَ هُوَ فِي الصُّلْحِ، فَقَتَلَتِ الذَّلِيْلَةُ مِنَ الْعَزِيْزَةِ قَتِيْلًا، فَأَرْسَلَتِ (الْعَزِيْزَةُ) إِلٰى (الذَّلِيْلَةِ) أَنْ ابْعَثُوْا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسَقٍ، فَقَالَتِ (الذَّلِيْلَةُ): وَهَلْ كَانَ هٰذَا فِي حَيَّيْنِ قَطُّ دِيْنُهُمَا وَاحِدٌ، وَ نَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَ بَلَدُهُمَا وَاحِدٌ، دِيَّةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَّةِ بَعْضٍ؟! إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هٰذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا، وَ فَرَقًا مِنْكُمْ، فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعْطِيْكُمْ ذٰلِكَ، فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهِيْجُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلٰى أَنْ يَجْعَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَتِ (الْعَزِيْزَةُ) فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيْكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيْهِمْ مِنْكُمْ، وَ لَقَدْ صَدَقُوْا، مَا أَعْطَوْنَا هٰذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَ قَهْرًا لَهُمْ، فَدَسُّوْا إِلٰى مُحَمَّدٍ مَنْ يُخْبِرُ لَكُمْ رَأْيَهُ، إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا

---

18 তাবারানীর শব্দ হলো, رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يُوْطَئْهُمَا، وَ هُوَ الصُّلْحُ –তাজরীদকারক।

تُرِيْدُوْنَ حَكِّمْتُمُوْهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تَحْكُمُوْهُ. فَدَسُّوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ لِيُخْبِرُوْا لَهُمْ رَأْيَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللهُ رَسُوْلَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوْا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا: آمَنَّا) إِلَى قَوْلِهِ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ). ثُمَّ قَالَ: فِيْهِمَا وَاللهِ نَزَلَتْ. وَإِيَّاهُمَا عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(الصحيحة: ٢٥٥٢)

৯৮২. ইবনু আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন যে, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফের এবং তারাই জালেম, এবং তারাই ফাসেক্।"

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ আয়াতটি ইহুদীদের দুই দল সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাদের একদল অপর দলকে নিজেদের বশীভূত করে রেখেছিল এমনকি তারা এ সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, প্রভাবশালীদের কেউ নিম্নশ্রেণির কাউকে হত্যা করলে (জানের বিনিময়ে) তার রক্তপণ দিতে হবে ৫০ "ওসাক" (ষাট সা) আর নিম্নশ্রেণিদের কেউ প্রভাবশালীদের কাউকে হত্যা করলে (জানের বিনিময়ে) মুক্তিপণস্বরূপ প্রভাবশালীদেরকে একশ "ওসাক" দিতে হবে এবং এ (নীতির) উপরেই তারা চলে আসছিল।

অবশেষে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করলেন। তখন উভয় দলই রাসূলের আগমনের কারণে লাঞ্ছিত হয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিন (তখন) তাদের উপর বিজয় লাভ করেননি এবং তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতেও আবদ্ধ হন নি। (তখন) নিম্নশ্রেণির এক ব্যক্তি প্রভাবশালীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল।

প্রভাবশীলরা নিম্নশ্রেণির লোকদের নিকট রক্তপণস্বরূপ ১০০ ওসাক প্রেরণের কথা লেখে পত্র প্রেরণ করল। তখন নিম্নশ্রেণির লোকেরা বলল, একই ধর্মাবলম্বী দুই এলাকার লোকদের মাঝে কখনওকি এমনটি হয়েছে যে, তাদের উভয়ের বংশ এক এবং দেশ এক। তদুপরি তাদের কতকের রক্তপণ কতকের অর্ধেক?! আমরা তোমাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে পূর্বে যা দিয়েছি তা দিয়েছিলাম জুলুম, নির্যাতন এবং বিচ্ছেদের ভয়ে। এখন যখন মুহাম্মাদ এসেছে তাই তোমাদেরকে আমরা আর কিছুই দেব না। ফলে তাদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো।

অবশেষে তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের মাঝে ফায়সালা বানাতে সম্মত হলো। প্রভাবশালীরা বলল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের থেকে নিয়ে তাদেরকে তার সম্প্রদায়কে যে পরিমাণ দিবে তাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তার দ্বিগুণ কখনো দেবে না। (নিম্নশ্রেণির ইহুদীরা বলল,) তারাতো ঠিকই বলেছে, তারা (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীরা) আমাদের উপর জুলুম এবং তাদের বশীভূত করা ছাড়া (কখনই) আমাদেরকে এটা (অধিকার) দিবে না।

(প্রভাবশালীরা বলল) সুতরাং তোমরা মুহাম্মাদের নিকট একজনকে গুপ্তচর বানিয়ে পাঠাও যে তোমাদেরকে মুহাম্মাদের মত সম্পর্কে অবহিত করবে। তোমরা যা চাও সে তোমাদেরকে তা দিলে তোমরা তাকে বিচারক বানাবে। আর সে তোমাদেরকে তা না দিলে তোমরা ভয় করে তাকে বিচারক বানানো থেকে বিরত থাকবে। অত:পর তারা কতিপয় মুনাফিককে গুপ্তচর হিসেবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রেরণ করল যাতে তারা তাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত সম্পর্কে অবহিত করে।

(এদিকে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনায়) আসলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের সকল বিষয় এবং তারা কি চায় এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন। অত:পর "হে রাসূল, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়" থেকে "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারাই ফাসেক" পর্যন্ত আয়াতটি

আল্লাহ অবতীর্ণ করেন। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের দু'দল সম্পর্কেই আল্লাহ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।

(সহীহাহ্ হা. ২৫৫২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২৪১৬); তাবারানী তাঁর (আল মু'জামুল কাবীরের (৩/৯৫/১)-তে আব্দুর রহমান ইবনু আবিয যিনাদের তরীকে ইবনু আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যা সুয়ূতী তাঁর আদ্দুররুল মানসুরের (২/২৭১)-তে উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে ইবনু জারীর (১২০৩৭/১০ খ: ৩৫২) এও হাদীসটি এই তরীকে বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ হা: ৩৫৭৬; ইবনু কাসীর (৬/১৬০)।

٩٨٣ـ عَنْ عَبْدِاللهِ مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. (الصحيحة:١٦٤٩)

৯৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। "নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দীনকে ফাসেক ব্যক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করবেন।"

(সহীহাহ্ হা. ১৬৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ১৬০৭; তাবারানী আল-কাবীরের হা: ৮৯৬৩ ও ৯০৯৪-তে মুহাম্মাদ ইবনু মাখলাদ اَلْمُنْتَقٰى مِنْ حَدِيْثِهِ এর (১/৬/২)-এ আসিমের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান তবে শক্তিশালী শাহেদের কারণে সহীহ।

٩٨٤ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَيُدْخِلُهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ، يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَيَقْتُلُ الاٰخَرَ. ثُمَّ يُسْلِمُ فَيَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ. (الصحيحة: ٢٥٢٥)

৯৮৪. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ (এমন) দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন যারা একজন অপরজনকে হত্যা করে অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করান। তাদের একজন কাফের যে অপরজনকে হত্যা করে। এরপর সে ইসলাম কবুল করে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হয়। **(সহীহাহ্ হা. ২৫২৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৫১১) এ রওহ এর সানাদে আবূ হুরাইরা থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। এর একাধিক তুরুক রয়েছে যা নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/৬৩) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৪৪) এ সুফিয়ান এর সানাদে উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসটিও শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

٩٨٥ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا.

(الصحيحة: ٥٩٩)

৯৮৫. আবূ হুরাইরা (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি শত বৎসরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য তার দ্বীনের সংস্কার প্রেরণ করেন। (সহীহাহ্ হা. ৫৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

আবূ দাঊদ তাঁর সুনানে ৪২৯১; হাকিম মুসতাদরাকের ৪র্থ খণ্ডের ৫২২ পৃষ্ঠায়; খতীবে বাগদাদী তাঁরীখে বাগদাদের ২য় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হা: ৩৪৬২৩; খতীবে তাবরীযী মিশকাতে ২৪৭ ইমাম হাফিয সুয়ূতী জামউল জাওয়ামিয়ে ৫১৬৯ এবং ইবনু হাজার ফাতহুল বারীর ১৩ তম খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٨٦ـ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ.

(الصحيحة: ١٦٣٧)

৯৮৬. হুযাইফা (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক আবিষ্কারক ও আবিষ্কারকে সৃষ্টি করেন। (সহীহাহ্ হা. ১৬৩৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বুখারী তার خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ এর ৭৩ পৃষ্ঠায় ইবনু আবূ আসিম তাঁর আস্ সুন্নাহর হা: ৩৫৭-৩৫৮; ইবনু মান্দাহ তাঁর আত্-তাহ্হীদের (২/৩৯); ইবনু আদী (২/২৬৩); হাকিম (১/৩১); বাইহাকী اَلْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ এর ২৬ ও ৩৮৮ পৃষ্ঠায়; মহামেলী তাঁর আল-আমালীর (৬/১৩) এবং দাইলামী তাঁর মুসনাদে (১/২/২২৮) একাধিক সূত্রে হুযাইফা (রা.) থেকে মারফূআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

Contents

٩٨٧- عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ، فَمَنْ أَشْرَكَ بِي أَحَدًا فَهُوَ لِشَرِيكِي! يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَخْلِصُوا الْأَعْمَالَ لِلَّهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ، وَلَا تَقُولُوا: هٰذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ! وَلَا تَقُولُوا: هٰذَا لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ، فَإِنَّهُ لِوُجُوهِكُمْ، وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ. (الصحيحة:٢٧٦٤)

৯৮৭. যাহহাক ইবনু কায়িস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হলাম সর্বোত্তম অংশীদার। সুতরাং আমার সঙ্গে যে কাউকে অংশীদার স্থির করবে সে আমার অংশীদারের বলে গণ্য হবে। হে লোকসকল! একমাত্র আল্লাহর জন্যই তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে খাঁটি কর। কেননা আল্লাহ শুধুমাত্র সেই আমলই কবূল করেন যা শুধুমাত্র তাঁর জন্যই করা হয়। এবং তোমরা (কখনো একথা) বল না যে, এটা আল্লাহর এবং নিকটাত্মীয়দের এবং আল্লাহর এতে কোনও অংশ নেই! এবং (একথাও) বলো না যে, এটা আল্লাহ ও তোমাদের কেননা এটা তোমাদেরই বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহর এতে কোনও অংশ নেই। (সহীহাহ্ হা. ২৭৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল বাকি ইবনু 'কানে দাহ্হাক ইবনু কায়স আল-ফিহরীর তরজমায় তার মু'জামুস্ সাহাবা কিতাবে আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ব্যতীত সানাদের বাকি সকলেই শাইখাইনের শর্তে সিকাহ। তবে তার মুতাবাআত রয়েছে ইবরাহীম ইবনু মুজাশশীর তার সমর্থন দিয়েছেন।

٩٨٨ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلُقُ فِيْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوْا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ. (الصحيحة: ١٥٨٥)

৯৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ঈমান তোমাদের অন্তরে পুরাতন হয়ে যায় যেমনিভাবে কাপড় পুরাতন হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের অন্তরে ঈমানের নতুনত্বের জন্য আল্লাহর নিকট তোমরা প্রার্থনা কর। **(সহীহাহ্ হা. ১৫৮৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাকিম তাঁর আল-মুস্তাদরাকের (১/৪) এ ইবনু ওহাবের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবী এ ক্ষেত্রে হাকিমের মুয়াফাকাত করেছেন। ইমাম হাইসামী বলেন, হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর মু'জামের (১/৫২)-এ রিওয়ায়াত করেছেন, যার ইসনাদটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের আব্দুর রহমান ইবনু মাইসারা ব্যতীত সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। এছাড়াও ইমাম ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٨٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَلْقَلَمُ. فَأَخَذَهُ بِيَمِيْنِهِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ قَالَ: فَكَتَبَ الدُّنْيَا وَمَا يَكُوْنُ فِيْهَا مِنْ عَمَلٍ مَعْمُوْلٍ: بِرٍّ أَوْ فُجُوْرٍ، رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ، فَأَحْصَاهُ عِنْدَهُ فِي الذِّكْرِ. ثُمَّ قَالَ: اقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمْ: (هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ)؛ فَهَلْ تَكُوْنُ النُّسْخَةُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ. (الصحيحة: ٣١٣٦)

৯৮৯. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, এরপর স্বীয় ডান হস্তে তাকে ধরেছেন– তাঁর উভয় হস্তই ডান– রাসূল সল্লাল্লাহু

Contents

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আল্লাহ পৃথিবী এবং এর মাঝে যত আমল করা হবে নেক বা বদ ভালো বা মন্দ সব লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তিনি সেগুলোকে তার নিকট কোরআনে গণনা করে রেখেছেন। অত:পর বললেন, তোমরা চাইলে (এ আয়াত) পাঠ কর যে, هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (সহীহাহ্ হা. ৩১৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তাঁর মুসতাদরাক আলা-সাহীহাইনের ১ম খণ্ডের ৪ পৃষ্ঠায়; নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাদীস নং ১৩১৩ এবং জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর জামউল জাওয়ামি হা: ৫৪০৫-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৯০- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ! حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ. نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ، فَأُتِىَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟. قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتَشْهَدْتُ. قَالَ: كَذَّبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ: جَرِئٌ؛ فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ؛ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ، فَأُتِىَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟. قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ. قَالَ: كَذَّبْتَ، وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ؛ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِىَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟.

قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَّادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ؛ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. (الصحيحة:٣٥١٨)

৯৯০. সুলাইমান ইবনু ইসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। অত:পর শামের জনৈক নেতা তাকে বলল, হে বুযুর্গ! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ (ধর্মযুদ্ধে প্রাণদানকারী) তাকে আল্লাহর দরবারে আনয়ন করা হবে।

অত:পর আল্লাহ তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন; আর সেও তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এসব নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কি আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফেরদের সাথে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে (ফেরেশতাদেরকে)।

অত:পর তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অত:পর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন শরীফ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন, সেও তা স্মরণ করবে। অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এসব নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ উত্তরে সে বলবে, আমি এলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকেও তা শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছি।

মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এজন্য এলম অর্জন করেছ যে, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়, এবং এজন্য কুরআন অধ্যায়ন করেছ যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। আর তা (তোমার ইচ্ছানুযায়ী আলেম বা ক্বারী) তোমাকে বলাও হয়েছে। অত:পর তার সম্পর্কে (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদান করে বিত্তবান বানিয়েছেন। তাকে আল্লাহ বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ প্রদান করেছেন। তারপর তাকে আনয়ন করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তাকে তার প্রতি কৃত নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ সমস্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটি পথও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি সবটাতেই ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি এজন্য দান করেছিলে যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অত:পর (তার সম্পর্কে) ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশানুযায়ী তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহাহ্ হা. ৩১১৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর কিতাবুল ইমারতে ১৫২; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতুল মাসাবীহে ২০৫; ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায়; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের ১ম খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায়, সুয়ূতী তাঁর জামেউল জাওয়ামিয়ে হা: ৬৩৭৮; মুরতাদা যাবিদী ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীনের ১০ম খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায়; মুনযীরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ভিন্ন শব্দে ২য় খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٩١ـ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَا: لَقِيْنَا عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرْنَا لَهُ الْقَدْرَ وَمَا يَقُوْلُوْنَ فِيْهِ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ[19]، زَادَ: قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فِيْمَا نَعْمَلُ؟. أَفِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى، أَوْفِيْ شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الْآنَ؟. قَالَ: فِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى. فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ! قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. (الصحيحة:٣٥٢١)

৯৯১. ইয়াহয়া ইবনু ইয়ামুর এবং হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন: আমরা একদা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। এরপর তার সঙ্গে কদর সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে তার মত কি তা নিয়ে আলোচনা করলাম। অত:পর তিনি সেরূপ উল্লেখ করলেন (যেরূপ সুনানে আবূ দাউদে উল্লেখ করা হয়েছে) আরো বৃদ্ধি করে তিনি বলেন: মুযাইনা কিংবা জুহাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলকে জিজ্ঞেস করে বলল– ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহলে আমরা কোন বিষয়ে আমল করব? অতীতে যা হয়ে গেছে এবং যে ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে তাতে না যা ভবিষ্যতে ঘটবে তাতে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ বিষয়ে যা হয়ে গেছে এবং যে ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে। অত:পর জনৈক লোকটি কিংবা গোত্রের কতিপয় লোক বলল, তাহলে আমলের কি ফায়দা?! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের আমল সহজ করে দেয়া হয় এবং জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামের আমল সহজ করে দেয়া হয়। **(সহীহাহ্ হা. ৩৫২১)**

হাদীসটি সহীহ।

---

[19] আবূ দাউদ হা. ৪৬৯৬ –*তাজরীদকারক।*

হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী তাঁর সুনান গ্রন্থে কিতাবুস সুন্নাহে বাব নং ১৬ এবং হাকেম ইবনু আব্দুল বার তাঁর আত্-তামহীদ নামক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ'র (১/২৯-৩০); এমনিভাবে ইবনু আবী আসিম তাঁর আস-সুন্নাহ কিতাবে (১/৫৭/১২৪)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ আবূ দাঊদের তরীকে তাঁর মুসনাদের (১/২৭)-এ উল্লেখ করেছেন।

৯৯২- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرُّوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرُّوْا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ. (الصحيحة:٢٦٠٠)

৯৯২. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ (জনৈক ব্যক্তির) জানাযা নিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল এবং মৃতব্যক্তির তারা খুব প্রশংসা করল রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনে) বললেন– (এটা তার জন্য) অবধারিত হয়ে গেছে। এরপর অন্য আরেকটি জানাযা নিয়ে (তাঁর পাশ দিয়ে) তারা অতিক্রম করল এবং তার সমালোচনা করল। (এ কথা) শুনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এটাও তার জন্য) অবধারিত হয়ে গেছে। এরপর বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কতক কতকের বিপক্ষে সাক্ষী। **(সহীহাহ্ হা. ২৬০০)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবূ দাঊদ আত্-তয়ালেসী তাঁর মুসনাদে হাঃ ২৩৮৮; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/৪৬৬ ও ৪৭০); আবূ দাঊদ তাঁর সুনানের হাঃ ৩২৩৩ এবং নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/২৭৩); একাধিক তুরুকে ইবরাহীম ইবনু আমিরের সানাদে আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান হাঃ ৭৪৮; ইবনু মাজাহ হাঃ ১৪৯২।

٩٩٣ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّقِيْمَ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً كَانُوْا فِيْ كَهْفٍ ، فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأَوْصَدَ عَلَيْهِمْ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: تَذَاكَرُوا ؛ أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً ؛ لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا ! فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ : قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً؛ كَانَ لِيْ أُجَرَاءُ يَعْمَلُوْنَ. فَجَاءَ عُمَّالٌ لِيْ. فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُم بِأَجْرٍ مَعْلُوْمٍ. فَجَاءَنِيْ رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسْطَ النَّهَارِ. فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْحَابِهِ. فَعَمِلَ فِيْ بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِيْ نَهَارِهِ كُلِّهِ . فَرَأَيْتُ عَلَيَّ فِي الذِّمَامِ أَنْ لَا أَنْقُصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَه ؛ لِمَا جَهِدَ فِيْ عَمَلِهِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: أَتُعْطِيْ هٰذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِيْ وَلَمْ يَعْمَلْ إِلَّا نِصْفَ نَهَارٍ؟! فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللهِ ! لَمْ أَبْخَسْكَ شَيْئاً مِنْ شَرْطِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالِيْ أَحْكُمُ فِيْهِ مَا شِئْتُ! قَالَ: فَغَضِبَ وَذَهَبَ ، وَتَرَكَ أَجْرَهُ. قَالَ: فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِيْ جَانِبٍ مِّنَ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ بَقَرٌ ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيْلَةً مِّنَ الْبَقَرِ ؛ فَبَلَغَتْ مَا شَاءَ اللهُ . فَمَرَّ بِيْ بَعْدَ حِيْنٍ شَيْخاً ضَعِيْفاً لَا أَعْرِفُهُ . فَقَالَ : إِنَّ لِيْ عِنْدَكَ حَقّاً ؛ فَذَكَّرَنِيْهِ حَتّٰى عَرَفْتُهُ . فَقُلْتُ :إِيَّاكَ أَبْغِيْ. هٰذَا حَقُّكَ . فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيْعَهَا! فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَسْخَرْ بِيْ! إِنْ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَيَّ فَأَعْطِنِيْ حَقِّيْ .قُلْتُ: وَاللهِ!لَا أَسْخَرُ بِكَ ؛ إِنَّهَا لَحَقُّكَ . مَا لِيْ مِنْهَا شَيْءٌ .فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيْعاً .اَللّٰهُمَّ!إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِوَجْهِكَ ؛فَافْرُجْ عَنَّا! قَالَ: فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتّٰى رَأَوْا مِنْهُ وَأَبْصَرُوا قَالَ الْآخَرُ : قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً ؛ كَانَ لِيْ فَضْلٌ ، فَأَصَابَتِ النَّاسَ شِدَّةٌ . فَجَاءَتْنِيْ

اِمْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّىْ مَعْرُوْفاً ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ مَا هُوَ دُوْنَ نَفْسِكِ ! فَأَبَتْ عَلَيَّ فَذَهَبَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَتْنِىْ بِاللّٰهِ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ : لَا وَاللّٰهِ ؛ مَا هُوَ دُوْنَ نَفْسِكِ ! فأَبَتْ عَلَيَّ وَذَهَبَتْ ، فَذَكَرَتْ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ لَهَا : أَعْطِيْهِ نَفْسَكِ ، وَأَغْنِىْ عِيَالَكِ! فَرَجَعَتْ إِلَيَّ ، فَنَاشَدَتْنِىْ بِاللّٰهِ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا ، وَقُلْتُ وَاللّٰهِ مَا هُوَ دُوْنَ نَفْسِكِ ! فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَيَّ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا؛ اِرْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِيْ. فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكِ؟! قَالَتْ: أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! فَقُلْتُ لَهَا: خِفْتِيْهِ فِى الشِّدَّةِ، وَلَمْ أَخَفْهُ فِى الرَّخَاءِ! فَتَرَكْتُها وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحُقُّ عَلَيَّ بِمَا تَكَشَّفْتُهَا ، اَللّٰهُمَّ ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِوَجْهِكَ ؛ فَافْرُجْ عَنَّا ! قَالَ : فَانْصَدَعَ حَتّٰى عَرِفُوْا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ. قَالَ الْاٰخَرُ: عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً ؛ كَانَ لِىْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ ، وَكَانَ لِيْ غَنَمٌ، فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبَوَيَّ وَأَسْقِيْهِمَا ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلٰى غَنَمِىْ ، قَالَ : فَأَصَابَنِىْ يَوْمُ غَيْثٍ حَبَسَنِىْ ، فَلَمْ أَبْرَحْ حَتّٰى أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْتُ أَهْلِيْ ، وَأَخَذْتُ مِحْلَبِىْ ، فَحَلَبْتُ غَنَمِيْ قَائِمَةً ، فَمَضَيْتُ إِلٰى أَبَوَيَّ ؛ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوْقِظَهُمَا ، وَشَقَّ أَنْ أَتْرُكَ غَنَمِىْ ، فَمَا بَرِحْتُ جَالِساً ؛ وَ مِحْلَبِىْ عَلٰى يَدِيْ حَتّٰى أَيْقَظَهُمَا الصُّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا ، اَللّٰهُمَّ ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِوَجْهِكَ ؛ فَافْرُجْ عَنَّا! ـ قَالَ النُّعْمَانُ: لَكَأَنِّىْ أَسْمَعُ هٰذِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ الْجَبَلُ : طَاقْ ؛ فَفَرَجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوْا. (الصحيحة:٣٤٦٨)

৯৯৩. নুমান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাকীমবাসীদের আলোচনা করতে শুনলাম। তিনি বললেন:

তিনজন লোক পর্বতগুহায় (আশ্রয় নিয়ে) ছিল এরপর, একখানা পাথর পর্বতগুহায় খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন বলল, তোমরা পরস্পরে স্মরণ কর দেখ তোমাদের কোন নেক আমল আছে কিনা? হতে পারে আল্লাহ তার রহমতের অসীলায় আমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন (এবং এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন)।

অত:পর তাদের একজন বলল: (হে আল্লাহ) আমি একবার নেক কাজ করেছিলাম। আমার অনেক মজুর ছিল যারা (আমার) কাজ করত। একদা কতিপয় মজুর আমার নিকট আসলে আমি তাদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে মজুর রেখেছিলাম। অত:পর একদা দ্বিপ্রহরে জনৈক মজুর আমার নিকট আসলে অন্যান্য মজুরের অর্ধেক মজুরীতে আমি তাকে মজুর হিসেবে নিয়োগ দিলাম। অত:পর অন্যান্য মজুররা যেভাবে পূর্ণ দিবস মজদুরী করল সেও তাদের মতো অর্ধদিবস মজদুরী করল। অত:পর আমি মনে করলাম তার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে যে মজুরীতে নিয়োগ দিয়েছি তাকেও তার চেয়ে কম দেব না, কারণ সে অত্যন্ত কষ্ট করেছে এমতাবস্থায় তাদের একজন বলে উঠল, আমাকে সে পরিমাণ মজুরী দিয়েছেন তাকেও কি সেই পরিমাণ মজুরীই দিবেন, অথচ সে অর্ধদিবস কাজ করেছে?

অত:পর আমি বললাম, "আল্লাহর বান্দা আমি তোমার অংশে কোন কমতি করিনি; আর সম্পদ আমার আমি ইচ্ছেমতো তাতে হস্তক্ষেপ করব। এরপর লোকটি তার মজুরী না নিয়ে রেগে চলে গেল। (বিপদে পতিত) লোকটি বলল, এরপর আল্লাহর ইচ্ছেমতো তার হক আমি ঘরের একস্থানে (সংরক্ষণ করে) রেখে দিলাম। এরপর একদা আমার সম্মুখ দিয়ে গরু যেতে দেখে। আমি একটি গোবৎস ক্রয় করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় গোবৎসটি বড় হলো।

অত:পর অনেকদিন পর আমার সম্মুখ দিয়ে অপরিচিত দুর্বল এক বৃদ্ধ অতিক্রম করল এবং বলল, তোমার নিকট আমার কিছু পাওনা আছে। সে আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে আমার তা মনে পড়ে যায়। আমি বললাম, আমি তোমাকেই খোঁজছি, এই নাও তোমার পাওনা এবং (এ বলে) তার সকল পাওনা তার নিকট পেশ করলাম। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা!

তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? যদি মিথ্যা বল তবে আমাকে আমার পাওনা ফিরিয়ে দাও। (উত্তরে) আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না, এটাই তোমার পাওনা। এতে আমার কোন অংশ নেই। অত:পর তার সকল (হক) পাওনা আমি তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর ঐ পাথরটি কিছুটা সরে গেল। ফলে তারা সেখান থেকে (বাহিরের আলো) দেখতে পেলো।

একজন বলল, আমি একবার নেক কাজ করেছিলাম। আমার (আর্থিক) স্বচ্ছলতা ছিল– লোকেরা তখন ছিল দুর্ভিক্ষে। একদা জনৈক মহিলা আমার নিকট এসে কিছু সাহায্য চাইল। অত:পর আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম আমি এটা (সাহায্য) কেবল তোমার বিনিময়েই (তোমাকে) দিতে পারি। মেয়েটি অস্বীকার করে চলে গেল। এরপর ফিরে এসে আমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি তার কথা মানতে অস্বীকার করলাম এবং বললাম না, আল্লাহর কসম এটা কেবল তুমি তোমার বিনিময়েই পেতে পার। (পূর্বের ন্যায় এবারো) মহিলাটি এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে গেল এবং তার স্বামীকে গিয়ে (ঘটনাটি খুলে) বলল। স্বামী তাকে বলল, তাকে তোমার দেহ দিয়ে হলেও তোমার পরিবারকে বাঁচাও।

মহিলাটি আবার আমার নিকট আসল এবং আল্লাহর শপথ দিয়ে সাহায্য চাইল। আমি (তা) অস্বীকার করে বললাম, আল্লাহর কসম এটা তোমার বিনিময় ব্যতীত আমি দেব না। মহিলাটি এ অবস্থা দেখে রাজী হয়ে গেল। এরপর আমি যখন তাকে বিবস্ত্র করে তার সঙ্গে অপকর্ম করার ইচ্ছা করলাম তখন মহিলাটি আমার নিচে (আল্লাহর ভয়ে) কাঁপতে লাগল। আমি বললাম, তোমার কি হয়েছে? মহিলাটি বলল, আমি দোজাহানের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। অত:পর আমি তাকে বললাম, তুমি যদি দুর্ভিক্ষে আল্লাহকে ভয় করতে পারো আমি কি স্বচ্ছলতায় তাকে ভয় করতে পারব না! অবশেষে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম এবং তাকে বিবস্ত্র করার কারণে সে আমার নিকট যা পাওনা তা তাকে দিয়ে দিলাম।

হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও। তিনি বলেন, এতে পাথর আরো কিছুটা সরে গেল ফলে তারা চিনতে পারল এবং পথও তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল (কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারল না)।

অন্যজন (তৃতীয়জন) বলল, আমিও একবার নেক কাজ করেছিলাম আমার পিতামাতা ছিলেন অত্যাধিক বৃদ্ধ। আর আমার ছিল (কয়েকটি) ছাগল। আমি আমার পিতামাতাকে প্রতিদিন খাবার ও দুধ পান করাতাম। এরপর আমি (ও আমার পরিবার) ছাগলের দুধপান করতাম। একদা বৃষ্টির দিন (বৃষ্টির কারণে) আমি যথাসময়ে বাড়ি পৌঁছতে পারলাম না। এমনকি বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে এসে দুধ দোহনের পাত্র নিয়ে ছাগলের দুধ দোহন করলাম। অত:পর পিতামাতার নিকট এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তাদেরকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করলাম না। আবার ছাগলের দুধ দোহন না করাকেও পছন্দ করলাম না। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) বলেন, আমি কেমন যেন (আজও) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনছি যে, তিনি বলছেন পর্বত (ছিল) ধনূক (সাদৃশ্য)। অত:পর আল্লাহ তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন (এবং পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল) এবং তারা সকলে (হেঁটে) বের হয়ে গেল। **(সহীহাহ্ হা. ৩৪৬৮)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠায়; হাফিয নুরুদ্দীন হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ৮ম খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয আবূ নুআঈম আসবাহানী হিলইয়াতুল আওলিয়ায়র ৪র্থ খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এই হাদীসটি এই অর্থে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৮, ২০৮ পৃষ্ঠা এবং হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর আদ্দুররুল মানসুরের ৪র্থ খণ্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় ভিন্ন শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٩٤ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ يَطْوِى الأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، فَيَأْتِى الْمَدِيْنَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِّنْ أَنْقَابِهَا صُفُوْفاً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فَيَأْتِى سَبْخَةَ الْجُرُفِ، فَيَضْرِبُ رُوَاقَهُ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ. (الصحيحة: ٣٠٨٤)

৯৯৪. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই দাজ্জাল মক্কা-মদীনা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করবে। অত:পর সে যখন মদীনায় আসবে তখন মদীনার প্রতিটি অলিগলিতে ফেরেশতাদের সারি দেখতে পাবে। অত:পর সে স্রোতে ভাঙ্গা নদীর পারের শেওলা পড়া নোনা ভূমিতে এসে তার করিডোরে আঘাত করবে। এরপর মদীনা তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুনাফিক নারী-পুরুষ তার নিকট বের হয়ে আসবে। **(সহীহাহ্ হা. ৩০৮৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদদুররুল মানসুরের ৫ম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় হাফিয আবূ বাকার ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের ১৫শ খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এই হাদীসটি অনুরূপ অর্থে ভিন্ন শব্দে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৭৯, ৯৮ পৃষ্ঠায় অন্য শব্দে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٩٥ـ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِىْ تَرْضِعُ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا قُدِّرَ فِى الرَّحِمِ سَيَكُوْنُ. (الصحيحة: ١٠٣٢)

৯৯৫. আবূ সাঈদ আয্‌যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, আমার স্ত্রী শিশুকে দুধপান করায় (সুতরাং) তার গর্ভবতী হওয়াকে এখন আমি অপছন্দ করি আমার জন্য (এমনটি করা কি ঠিক হবে)? অত:পর (উত্তরে) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গর্ভাশয়ে (পূর্ব থেকে) যা সুনির্ধারিত তা ঘটবেই। (সহীহাহ্ হা. ১০৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/৮৫); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৪৫০) শুবার সূত্রে আবূ সাঈদ যুরাকী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম তাঁর সহীহর (৪/১৫৯); আবূ দাউদ হা: ২১৭০-২১৭১-তেও ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তবে সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে একটি ভিন্ন রিওয়ায়াত রয়েছে যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৪/১৫৯); নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/৮৪-৮৫); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১১) আব্দুর রহমান ইবনু বাশার-এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٩٦ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الْأَسَدِىْ قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلٰى امْرَأَتِهِ فَرَأٰى عَلَيْهَا حِرْزًا مِّنَ الْحُمْرَةِ، فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيْفًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اٰلَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشِّرْكِ أَغْنِيَاءُ. وَ قَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ. (الصحيحة: ٢٩٧٢)

৯৯৬. কাইস ইবনুস সাকান আল-আসাদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা.) (একদিন) তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তার গায়ে লাল বর্ণের তাবিজ দেখতে পেলেন। অত:পর তিনি টান দিয়ে তাবিজটি ছিঁড়ে ফেললেন। এরপর বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে পবিত্র এবং বললেন, আমরা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুখস্ত করেছি যে, নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক তাবিজ এবং যাদুমন্ত্র শিরক (এর অন্তর্ভুক্ত)। (সহীহাহ্ হা. ২৯৭২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকে (৪/২১৭) আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। হাফিয যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তাঁরা উভয়ে যেমনটি বলেছেন إِنْ شَاءَ اللهُ এমনটিই হবে। কারণ, উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসা পর্যন্ত সানাদটির সকল রাবীই সহীহর রাবী। তবে, মাইসারা ইবনু হাবীব সহীহর রাবী নন। তিনি সিকাহ। আর তাঁর ইসনাদ ও মাতানে মুখালাফাত রয়েছে।

٩٩٧ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاثٌ سَمِعْتُهُنَّ لِبَنِىْ تَمِيْمٍ مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا أُبْغِضُ بَنِىْ تَمِيْمٍ بَعْدَهُنَّ أَبَداً: كَانَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا نَذْرُ مُحَرَّرٍ مِّنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، فَسُبِىَ سَبْىٌ مِنْ بَنِى الْعَنْبَرِ، فَلَمَّا جِيْءَ بِذٰلِكَ السَّبْىِ، قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِىْ بِنَذْرِكِ؛ فَأَعْتِقِىْ مُحَرَّراً مِنْ هٰؤُلَاءِ. وَقَالَ: فَجَعَلَهُمْ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ. وَجِيْءَ بِنَعَمٍ مِّنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَاٰهُ رَاعَهُ حَسَنَةً قَالَ: فَقَالَ: هٰذَا نَعَمُ قَوْمِىْ، فَجَعَلَهُمْ قَوْمَهُ. قَالَ: وَقَالَ: هُمْ أَشَدُّ قِتَالاً فِى الْمَلَاحِمِ. (الصحيحة:٣١١٤)

৯৯৭. আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বনূ তামীমের ব্যাপারে আমি তিনটি কথা শুনেছি। এরপর থেকে আমি আর কখনো বনূ তামীমের সঙ্গে শত্রুতা রাখবো না। আয়িশা (রা.) ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের একজন গোলাম আযাদ করার মান্নত করেছিলেন। অত:পর বনূল আনবার এবং কতিপয় লোক বন্দী হলে যুদ্ধবন্দীদেরকে যখন (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট) নিয়ে আসা হয়। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাকে বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করতে চাইলে এসব যুদ্ধবন্দীদের যে কাউকে আযাদ কর।

আবূ হুরাইরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদেরকে ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের দলভুক্ত করলেন এবং (রাসূলের নিকট যখন) সদকার উটসমূহ থেকে একটি উট আনা হলো তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট ও তার সৌন্দর্য্য দেখে অভিভূত হলেন। বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমার সম্প্রদায়ের উট এবং বনূ তামীদেরকে তার সম্প্রদায়ের দলভুক্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন যে, "তারা (বনূ তামীম) যুদ্ধ ময়দানে সর্বাধিক লড়াইকারী"। **(সহীহাহ্ হা. ৩১১৪)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৭/১৮১); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৭৫)-এ মাসলামা ইবনু আল-কমাহ আল-মাযিনী-এর সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (রা)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

এছাড়াও হাদীসটি হাফিয আবূ বাক্‌র আহমাদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার ৯ম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম আন-নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৮ম খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম হাকীম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٩٩٨ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تُحَقِّرُوْنَ. (الصحيحة: ٢٦٣٥)

৯৯৮. আবূ হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, শয়তান তোমাদের এ ভূমিতে (তার) উপাসনা করা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা যে অবজ্ঞা কর তাতে সে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। **(সহীহাহ্ হা. ২৬৩৫)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৩৬৮)-তে মুআবিয়াহ এর সানাদে আবূ হুরাইরা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। হাদীসটির মুতাবাআত পাওয়া যায় যা আবূ হামযা আ'মাশ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ঈমানের (২/৩৮৩/২-৩৮৪/১)-তে উল্লেখ করেছেন এবং এর সানাদটিও সহীহ।

٩٩٩ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ. (الصحيحة:١٦٠٨)

৯৯৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয়ই শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে আরব উপদ্বীপে মুসল্লীদের তার উপাসনা করা থেকে তবে তাদের মাঝে প্ররোচনা দানের ব্যাপারে নয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৬০৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহর' (৮/১৩৮); তিরমিযী তাঁর সুনানের (৩/১২৭); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (৩/৩১৩) এবং আবূ ইয়ালা তাঁর মুসনাদে (২/৬০৯) রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। আর আমি (আলবানী) বলব: আগত সূত্রের কারণে হাদীসটি সহীহ।

١٠٠٠ـ عَنْ سَبُرَةَ بْنِ أَبِيْ فَاكِهٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ اٰدَمَ بِأَطْرُقَةٍ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ اٰبَائِكَ وَاٰبَاءِ أَبِيْكَ؟! فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِى الطُّوْلِ؟! فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْجِهَادِ. فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جُهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ. فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ

الْمَالُ؟! فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. (الصحيحة: ٢٩٧٩)

১০০০. সাবূরা ইবনু আবূ ফাকিহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই শয়তান বনী আদমকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেকগুলো পথ বেছে নিয়েছে। তার জন্য বেছে নিয়েছে ইসলামের পথকে। সে (বনী আদমকে) বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে আর তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিবে?

অত:পর বনী আদম তার অবাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর (তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য) সে (শয়তান) হিজরতের পথকে বেছে নিয়েছে। সে বলে (হে বনী আদম!) তুমি হিজরত করবে এবং নিজের ভিটাবাড়ী ও সমাজ ছেড়ে চলে যাবে, দীর্ঘতার ক্ষেত্রে মুহাজীরের দৃষ্টান্ততো ঘোড়ার মতো (সুতরাং হিজরত করে কি লাভ)?

অত:পর সে (বনী আদম) তার অবাধ্য হয়ে হিজরত করে। অত:পর (তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য) সে (শয়তান) জিহাদের পথকে বেছে নিয়েছে। সে (বনী আদমকে) বলে, তুমি জিহাদ করবে, জিহাদতো নফসকে কষ্ট দেয়া ও মাল-সম্পদ ব্যয় করাকে বলে। এরপর তুমি লড়াই করে মারা যাবে, তোমার স্ত্রীকে বিবাহ করা হবে এবং সম্পদ বণ্টন করা হবে? অত:পর সে (বনী আদম) তার বিরোধিতা করে এবং জিহাদ করে।

অত:পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে এমনটি করবে (এবং শয়তানের অবাধ্য হবে) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব এবং যে (আল্লাহর রাস্তায়) নিহত হয় তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব। সে যদি পানিতে ডুবে মারা

যায় তবুও আল্লাহর উপর ওয়াজিব হলো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান কিংবা তার সাওয়ারী যদি তাকে আঘাত দেয় (এবং এর কারণে সে মারা যায়) তবুও আল্লাহর উপর ওয়াজিব হলো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। **(সহীহাহ্ হা. ২৯৭৯)**

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখে কবীরে' (২/২/১৮৭-১৮৮); নাসাঈ সুনানে (২/৫৮); ইবনু হিব্বান সহীহর ৩৮৫/১৬০১; বাইহাকী শু'আবে (৪/২১/৪২৪৬) ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফের (৫/২৯৩) এ তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরে (৭/১৩৮) এবং আহমাদ মুসনাদে (৩/৪৮৩); আবূ উকাইলের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
(রহিমাহুল্লাহ)

তাজরীদ

আবূ উবাইদাহ মাশহুর ইবনু
হাসান আল-সালমান

আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (২য় তলা), বাংলাবাজার
ঢাকা। ফোন: ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮